সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা

লেখক ঃ মুফতী গোলাম ছামদানী রেজভী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন -৭৪২৩০৪

সলাতে মোস্তফা
বা
সুন্নী নামাজ শিক্ষা

প্রণেতা ঃ —

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

দক্ষিণ ২৪পরগণা

বর্তমান ঠিকানা

ইসলাম পুর কলেজ রোড

পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বাড়ির ফোন — ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫

মোবাইল - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

ঃ প্রকাশনায় ঃ

রেজা দারুল ইফ্‌তা সোসাইটি

ইসলামপুর কলেজ রোড, জল ট্যাঙ্কির মেন গেট

পোষ্ট - ইসলামপুর, জেলা — মুর্শিদাবাদ

Email : rezadarulifta92@gmail.com

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২০১৩

বিনিময় মূল্য — ৭৫.০০ টাকা

ঃ পরিবেশনায় ঃ

রেজবী খাজানা

ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯৭৩৫২০৩৫৩৫

Email : imranuddinrezvi@gmail.com

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

গওসিয়া লাইব্রেরী	—	মেছুয়া বাজার, কলিকাতা
ইম্প্রিয়াল বুক হাইস	—	৫৬, কলেজ স্ট্রীট
কালিমিয়া বুক ডিপো	—	কালিয়াচক, মালদা
নূরী এ্যাকাডেমি	—	রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
মুফ্‌তী বুক হাউস	—	রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
রেজা লাইব্রেরী	—	নলহাটি, বীরভূম

আন্তরিক আবেদন

আমার সুন্নী ভাইগণ! নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করিতেছেন যে, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ও বেদয়াত জামায়াতগুলি সুন্নীদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাইতেছে। আপনাদের আক্বীদাহ ও আমলগুলি যাহা কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে অবশ্য অবশ্যই সঠিক। সেইগুলিকে ইহারা শির্ক ও বেদয়াত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। আপনারাও ইহাদের অপ ব্যাখ্যায় অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এইজন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিক আবেদন করিতেছি যে, আমার সমস্ত বই পুস্তক কেবল আপনাদের হাতে থাকিলে যথেষ্ট হইবে না, বরং ব্যাপক থেকে ব্যাপক করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, আমার সমস্ত বই পুস্তক হানাফী মাযহাবের আলোকে লেখা। যদি বাতিল ফিরকাগুলির প্ররচনায় মাযহাব থেকে খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আশাকরি আমার বই পুস্তক আবার আপনাকে মাযহাবের কাছাকাছি করিয়া দিবে। সুতরাং আপনি আপনার সঞ্চয়ের একাংশ নিছক আল্লাহর অয়াস্তে বাহির করিয়া কিছু বই পুস্তক ক্রয় করতঃ দূর দূরান্তে নয়, বরং নিজের এলাকায় বিনা পয়সায় মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাকাত, ফিৎরা, উশর ও কুরবানীর পয়সায় ক্রয় করিয়া বিতরণ করিয়া দিন। ইহাতে যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি আদায় হইয়া যাইবে, বরং ইহাতে স্থায়ী কাজ হইবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের প্রেরণা দিয়া পয়সার বিনিময়ে পুস্তক পুস্তিকাগুলি প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি এতটুকু শ্রম আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো আপনি কোন দিন এই বাতিল ফিরকাগুলির শিকার হইয়া নিজের মাযহাব - তথা ঈমান থেকে সরিয়া যাইতে পারেন। — বই পুস্তকের জন্য সরাসরি আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

গোলাম ছামদানী রেজবী

‘সলাতে মুস্তফা’র প্রয়োজন ছিল

বাজারে নামাজ শিক্ষার অভাব নাই। কিন্তু হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাজ শিক্ষার চরম অভাব রহিয়াছে। লা - মাযহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নামাজ শিক্ষা হানাফীদিগের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা হইতেছে; যাহার কারণে সাধারণ হানাফীগণ চরম বিভ্রান্ত হইতেছেন। কারণ, ঐ সমস্ত নামাজ শিক্ষায় হানাফী মাযহাব বিরোধী নিয়ম কানুন দেখানো হইতেছে। যথা, তাকবীরে তাহরীমাতে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে না, সীনার উপর হাত বাঁধিতে হইবে, ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করিতে হইবে, আমীন উচ্চস্বরে বলিতে হইবে ইত্যাদি। এইগুলি সম্পূর্ণ হানাফী মাযহাবের বিপরীত মত। সব চাইতে বিপদের কারণ হইয়া গিয়াছে যে, জামায়াতে ইসলামী ও দেওবন্দী আলেমগণ তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে হানাফী মাযহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আপনি লক্ষ্য করুন! জামায়াতে ইসলামীর ক্যাডাররা, দেওবন্দী আলেম ও তাবলিগী জামায়াতের আমীরগণ অধিকাংশই কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছেন না, নাভীর নিচে হাত বাঁধিতেছেন না, অনেক স্থানে তারাবীহ আট রাকয়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মশা-আল্লাহ, এখন পর্যন্ত অধিকাংশ হানাফী ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের উপর অটল থাকিয়া নামায, রোযা পালন করিলেও অনেকেই বাতিল ফিরকার শিকার হইয়া গিয়াছেন। তাই হাদীসের আলোকে সুন্নী নামায শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মোন্তাজুদ্দীন সাহেব কিবলা সুন্নী নামায শিক্ষা লিখিবার জন্য আমাকে বার বার প্রেরণা দিয়াছেন। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্ভব করিতে পারি নাই। গত ১৯শে আগষ্ট শুক্রবার তিনি কিতাবখানা ছাপাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাকে লিখিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেন। আর কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া আজ ২৩শে আগষ্ট মঙ্গলবার সকালে রসূল আ'লামীনের উপর নির্ভর করতঃ রহমাতুল্লিল আ'লামীনের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া 'সলাতে মুস্তফা' নাম দিয়া সুন্নী নামাজ শিক্ষা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। মহান আল্লাহ সামর্থ দান করিবেন বলিয়া আমার পূর্ণ বিশ্বাস। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

গোলাম ছামদানী রেজবী
২৩/৮/১৯৯৪

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

কালেমায় তাইয়েবাহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

অনুবাদ ঃ — আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর রসুল।

কালেমায় শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ — আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু অ রসুলুহু।

অনুবাদ ঃ — আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি, মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাহার বান্দা এবং তাহার রসুল।

কালেমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ — সুবহা নাল্লাহি অল হাম্‌দু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

অনুবাদ ঃ — আল্লাহ তায়ালা সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র এবং সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কেহ ইবাদতের উপযুক্ত নহেন এবং আল্লাহ সব চাইতে বড় এবং মহান আল্লাহই একমাত্র শক্তি ও সামর্থ প্রদানকারী।

কালেমায় তাওহীদ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলা হুল হামদু ইউহয়ী অ ইউমিতু অহুয়া হাই – উল লা ইয়ামুতু বি ইয়াদিহিল খায়রু অহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর।

অনুবাদ : — আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, তিনি একাকী, তাঁহার কোনো অংশীদার নাই। বাদশাহী তাঁহারই। প্রসংশা তাঁহারই জন্য। তিনি জীবন এবং মরণ প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি জীবিত, কখনও মরিবেন না। সমস্ত প্রকার মঙ্গল তাঁহারই অধীনে এবং তিনি সর্ব শক্তিমান।

কালেমায় রদ্দে কুফর

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِىْ كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

উচ্চারণ : — আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিন আন উশরিকা বিকা শাই আঁও অ আনা আ'লামু বিহী অ আস্তাগ ফিরুকা লিমা লা আ'লামু বিহী তুবতু আনহু অ তাবাররাতু মিনাল কুফরি অশ্ শিরকি অল মাআসী কুল্লিহা অ আসলামতু অ আকুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

অনুবাদ : — হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার সাহায্য চাহিতেছি, আমি স্বজ্ঞানে তোমার সহিত কাহারো অংশীদার করিবনা এবং আমি তোমার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি, যাহা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নাই। আমি উহা হইতে তওবা করিয়াছি। কুফর ও শির্ক হইতে এবং সমস্ত গোনাহ হইতে আমি অসন্তুষ্ট। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি ও আমি ঈমান আনিয়াছি এবং আমি বলিতেছি, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহর রসুল।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِا للهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ

উচ্চারণ : — আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্মা ইহী অ সিফাতিহী অ কাবিলতু জামীয়া আহ্ কামিহী।

অনুবাদ : — আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যেমন তিনি তাঁহার নাম ও গুনের সহিত আছেন এবং আমি তাহার সমস্ত আদেশ মানিয়া লইয়াছি।

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِا للهِ وَمَلَا ئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ : — আমানতু বিল্লাহি অ মালা ইকাতিহী অ কুতুবিহী অ রুসুলিহী অল ইয়াওমিল আখিরি অল ক্বদ্‌রি খয়রিহী অ শার্‌রিহী মিনাল্লাহি তায়ালা অল বা'সি বা'দাল মাওত।

অনুবাদ ঃ — আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং তাহার ফিরিশ্তাদিগের প্রতি এবং তাহার কিতাব সমূহের প্রতি এবং রসূল দিগের প্রতি এবং কিয়ামতের প্রতি এবং ভাগ্যের প্রতি যে, ভাল ও মন্দ সব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হইয়া থাকে এবং ইহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি যে, মরণের পর উঠিতে হইবে।

ইসলামী ধারনায় 'আল্লাহ'

আল্লাহ এক। কেহ তাহার অংশীদার নাই। তিনি চিরদিন আছেন এবং চিরদিনই থাকিবেন। একমাত্র তিনিই উপাস্য। তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। সমস্ত জগৎ তাহার মুখাপেক্ষী। তিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও অধিপতি। তাহার জ্ঞানের বাহিরে ও দেখার বাহিরে এবং শক্তির বাহিরে কোন জিনিষ নাই। জীবন ও মরণ তাহারই দান। তিনি কাহারও জনক নহেন, কেহ তাহাকে জন্ম দেন নাই। তিনি স্ত্রী ও পুত্র হইতে পবিত্র। তিনি যেমন দেহ হইতে পবিত্র, তেমনই সমস্ত বদ্‌গুন হইতে পবিত্র। তিনি একমাত্র প্রসংশার উপযুক্ত এবং সর্বগুনে গুনান্বিত। তন্দ্রা ও নিদ্রা কোন সময় তাহার প্রতি বিরাজ করিতে পারেনা। দুনিয়াবী জীবনে চর্মচক্ষু দিয়া একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খোদার দর্শন লাভ করিয়াছেন। যথা, আল্লাহর রসুল ঘোষনা করিয়াছেন — আমি দুইবার আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছি। একবার চর্ম - চক্ষু দিয়া এবং একবার অন্ত - চক্ষু দিয়া। (খাসায়েসে কোবরা ২য় খন্ড) আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ স্বপ্নে খোদার দর্শন করিয়াছেন। অনেক ওলীগণ স্বপ্নযোগে খোদার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক সুন্নী মুসলমান জান্নাতে তাহার দর্শন লাভ করিবেন। অবশ্য এই দর্শন হইবে বর্ণনাতীত।

নবী ও রসূল

আল্লাহ তায়ালা তাহার বান্দাদের হিদায়েতের জন্য নবী ও রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। নবী ও রসুলগণ নিষ্পাপ। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বান্দার নিকটে পৌছিয়া দেওয়া ইহাদের একমাত্র দায়িত্ব। ইহারা নিজেদের সত্যতা প্রকাশের জন্য বহু অলৌকিক জিনিষ দেখাইতেন। যেগুলিকে 'মুজিজাহ' বলা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অগণিত মুজিজাহ দেখাইয়াছেন। যে

সমস্ত নবী নতুন কিতাব এবং নতুন শরীয়ত আনিয়াছেন, তাহাদিগকে রসুল বলা হয়। প্রত্যেক নবী পুরুষ ছিলেন। কোন জিন বা কোন মহিলা নবী ছিলেন না। সর্ব প্রথম নবী হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম এবং শেষ নবী হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। নবীগণের সংখ্যা নির্ণয় করা জায়েজ নয়। একটি বর্ণনায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আসিয়াছেন বলা হইয়াছে। অন্য বর্ণনায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারের কথা বলা হইয়াছে। ধারনা এই প্রকার রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা যাহাদের নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের ঈমান রহিয়াছে। ক্বোরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে যে সমস্ত নবীর নাম উল্লেখ নাই, এই প্রকার কোন ব্যক্তিকে নবী বলা কুফরী। আল্লাহ তায়াল প্রত্যেক নবীকে, বিশেষ করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বহু গায়েবের জ্ঞান দান করিয়াছেন। এমনকি জমীন ও আসমানের প্রতিটি যররা প্রতিটি নবীর সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু আম্বিয়াগণের এই ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত। খোদা পাকের ইল্মে গায়েব নিজস্ব। যাহারা নবীগণের, বিশেষ করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েবকে মূলতঃ অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহারা ক্বোরআন শরীফের একাংশের কাফের। কিছু আয়াতে বলা হইয়াছে — নবীগণ গায়েব জানিতেন এবং কিছু আয়াতে বলা হইয়াছে আল্লাহ ছাড়া কাহারো গায়েব জানা নাই। দুই প্রকার আয়াতের উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। কোন একটি আয়াতকে অস্বীকার করা কুফরী। যে আয়াতে 'নবীগণ গায়েব জানিতেন' বলা হইয়াছে, উহার অর্থ নবীগণকে আল্লাহ তায়ালা 'গায়েব' এর জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। যে আয়াতে 'আল্লাহ ছাড়া কাহারো গায়েব জানা নাই' বলা হইয়াছে, উহার অর্থ আল্লাহর গায়েব জানা নিজস্ব। এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে দুইটি আয়াত পরস্পর বিরোধী হইবে না। প্রত্যেক নবী কবরে স্বশরীরে জীবিত রহিয়াছেন। কবরে পানাহারও করিয়া থাকেন। নবীগণের কবরে স্বশরীরে জীবিত থাকা যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা গোমরাহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইন্তেকালের পর তাহার বিবিগণের ইদ্দাত পালন করিতে হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দ্বারা নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হুজুর খাতেমুন্নাবীইন। হুজুরের যুগে অথবা উহার পরে কোন

নবীর আগমনে যে বিশ্বাস করে অথবা হুজুরের পর নবী আসা সম্ভব বলে, সে কাফের। আমাদের রসুল জাগ্রত অবস্থায় মক্কা শরীফ হইতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং ঐখান হইতে আসমানের উপর এবং ঐখান হইতে আল্লাহ তাঁহাকে যেখানে পৌঁছিয়া ছিলেন, সেখানে হুজুর রাতের খুব সামান্য সময়ের মধ্যে পৌঁছিয়া ছিলেন। এই সফরকে ইসলামের পরিভাষায় 'মি'রাজ শরীফ' বলা হয়। 'বায়তুল মুকাদ্দাস' পর্যন্ত হুজুরের মি'রাজ শরীফকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা কাফের। আসমানের মি'রাজকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা গোমরাহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মান করা প্রত্যেক মুসলমানের সব চাইতে বড় ফরজ। তাঁহার কোন কাজ ও কথাকে যাহারা তুচ্ছ নজরে দেখে অথবা তাঁহাকে সামান্য হইতে সামান্য বে-আদবী করে তাহারা কাফের। (আলামগিরী, শিফা শরীফ)

সাহাবায়ে কিরাম

যে সমস্ত মুসলমান ঈমানের অবস্থায় আল্লাহর রসুলকে দেখিয়াছেন এবং ঈমানের অবস্থায় ইন্তেকাল করিয়াছেন, তাহাদিগকে সাহাবা বলা হয়। সাহাবাদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। হুজুরের ইন্তেকালের সময়ে সাহাবাদিগের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। (আল আসালিবুল বাদীয়াহ) প্রত্যেক সাহাবাকে সম্মান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। এক শ্রেণীর মানুষ হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে নিন্দা করিয়া থাকে তাহাদের জানা উচিত যে, তিনি কে ছিলেন! হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু একজন অন্যতম সাহাবী ছিলেন, ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। তিনি রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আপন শ্যালক ছিলেন এবং আল্লাহর অহীর আমানতদার ও লেখক ছিলেন। তাঁহার হইতে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বোখারী তাঁহার সনদে আটটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মস্ত বড় মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁহার ইজতেহাদের প্রতি উলামায়ে ইসলাম অত্যন্ত নির্ভরশীল। (আন্নাহীয়া) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার জন্য দোওয়া করিয়া ছিলেন — হে আল্লাহ, মুয়াবিয়াকে সুপথ প্রদর্শক এবং সুপথ প্রাপ্ত করিয়া দাও। (তিরমিজী শরীফ, তারীখুল খুলাফা) উলামায়ে আহলে সুন্নাত সর্ব সম্মতিক্রমে সাহাবাদিগের

নিন্দা করা হইতে বিরত থাকা অয়াজিব বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি কোনো সাহাবার প্রতি হিংসা রাখে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী তাহাকে কাফের বলিয়াছেন। (সাওয়া ইকে মুহরিকাহ) আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফ্ফাজী হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর নিন্দাকারীকে জাহান্নামের কুকুর বলিয়াছেন। (নাসীমুর রিয়াজ)

ফিরিশ্‌তা ও জিন

ফিরিশ্‌তাহ আল্লাহ তায়ালার নূরের সৃষ্টি। উহাদের দেহ অতি সূক্ষ্ম। উহারা স্ত্রী ও পুরুষ নহেন। উহারা পানাহার করেন না। মানুষের আকৃতি ধারণ করিতে পারেন। উহারা নিষ্পাপ। যহারা ফিরিশ্‌তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবে, তাহারা কাফের হইবে। এমনকি উহাদের সামান্য অসম্মান করা কুফরী। খুব বিখ্যাত ফিরিশ্‌তাহ চারজন। হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম, হজরত মিকাঈল আলাইহিস্ সালাম, হজরত ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম ও হজরত ইজরাঈল আলাইহিস্ সালাম। হজরত জিবরাঈল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে চব্বিশ হাজার বার আসিয়া ছিলেন। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

আল্লাহ তায়ালা জিন জাতীকে আগুন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের দেহ অতি সূক্ষ্ম। উহারা বিভিন্ন আকৃতি ধারন করিতে পারে। মানুষের ন্যায় পানাহারও করিয়া থাকে। উহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদী হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে মুসলমান ও কাফের রহিয়াছে। জিন জাতী জান্নাতে যাইবে না। জিন জাতের কাফেররা জাহান্নামে যাইবে এবং মো'মেনগণ জান্নাতের মাটি হইয়া যাইবে। উহাদের জান্নাতে যাওয়া সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আ'জম আবু হানিফার মত লেখা হইল। (আলফাতা ওয়াল হাদসীয়া), জিন জাতী হাড় ও গোবর খাইয়া থাকে। যখন উহারা হাড়ে মুখ লাগায় তখন মাংস তৈয়ার হইয়া যায়। অনুরূপ যখন গোবরে মুখ দিয়া থাকে, তখন ঘাস ইত্যাদি তৈয়ার হইয়া যায়। (মিরাতুল মানাজীহ) কিয়ামতের দিবস মানুষ জিনকে দেখিতে পাইবে কিন্তু উহারা মানুষকে দেখিতে পাইবেনা। (তাফসীরে নঈমী) যাহারা জিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহারা কাফের।

আসমানী কিতাব

আল্লাহ তায়ালা যত সহীফা ও কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, সবই সত্য। সমস্ত সহীফা ও কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা ফরজ। যদি কেহ কোনো কিতাব অথবা কিতাবের একটি আয়াতকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সে কাফের হইবে। যাহারা বেদ, পুরাণ ও বাইবেল প্রভৃতিকে খোদায়ী বলিয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিবে তাহারা কাফের হইবে। সহীফা বহু নবীর নিকটে আসিয়াছে। কিতাব আসিয়াছে মাত্র চারটি। হজরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট তৌরাত, হজরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের নিকট জবুর, হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ইঞ্জীল ও হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট কোরআন শরীফ আসিয়াছিল। কোরআন শরীফকে হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং খোদা তায়ালা নিয়াছেন। কিয়ামত পর্যন্ত কেহ উহার একটি বিন্দু প্রবর্তন করিতে পারিবেনা।

তাকদীর বা ভাগ্য

যেহেতু ভাগ্য সম্পর্কে খুব আলোচনা করা বা বিতর্কে যাওয়া উচিত নয়, ঈমান যাইবার চরম আশঙ্কা থাকে। সেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাকদীর সম্পর্কে বেশি বুঝিতে যাওয়া নিষেধ করিয়াছেন। জগতে ভাল, মন্দ যাহা কিছু হইয়া থাকে, উহা হইবার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা জানিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক তাহার জানার দিক দিয়া যাহা কিছু নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাকে তাকদীর বলা হয়। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) রাখা জরুরী। যাহারা তাকদীর অস্বীকার করে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাদিগকে এই উম্মাতের 'অগ্নি পূজক' বলিয়াছেন।

আ'লামে বর্যাখ

মৃত্যুর পর হইতে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝখানে এই সময়টিকে 'আ'লামে বর্যাখ' বলা হয়। প্রত্যেক মানুষ ও জিন মরণের পর এই 'আ'লামে বর্যাখ' বা বর্যাখী জগতে বাস করিয়া থাকে। মরণের পর

দেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক বাকী থাকে, যদিও আত্মা দেহ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর মুসলমানদের আত্মা আমল অনুযায়ী কবরে থাকে, কাহারও আত্মা জমজম কূপের নিকট, কাহারও আত্মা থাকে 'ইল্লিনে'। অনুরূপ কাফেরদের আত্মা কাহারও শ্মশানে, কাহারও ইয়ামানের 'বারহুত' নামক স্থানে, কাহারও সাত তবক জমীনের নিচে থাকে, কাহারও আত্মা থাকে 'সিজ্জীনে'। আত্মা যেখানে থাকুক, কোন মানুষ কবর অথবা শ্মশানের নিকট হইতে অতিক্রম করিলে তাহাকে চিনিতে ও তাহার কথা শুনিতে পায়। মরণের পর যদি কবর দেওয়া হয় তাহা হইলে কবর দেওয়ার পর, আর যদি কবর দেওয়া না হয়, তাহা হইলে মুর্দা যেখানে এবং যে অবস্থায় থাকিবে, তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তা আসিবে। একজনের নাম 'মুনকার' ও অপর জনের নাম 'নাকীর'। ইহারা প্রশ্ন করিবেন — তোমার প্রতিপালক কে? তোমার ধর্ম কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন — ইনি কে? ঈমানদার প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবেন। কাফের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলিবে — আমি কিছুই জানিনা। মো'মেন কবরে শান্তিতে থাকিবেন। কাফের কবরে আজাব ভোগ করিবে। মুর্দার আরাম অথবা আজাব জীবিত মানুষ উপলব্ধি করিতে পারিবেনা।

কিয়ামতের বিবরণ

একদিন জমীন, আসমান, চন্দ্র ও সূর্য তথা সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই মহাপ্রলয় বা ধ্বংসের দিনকে 'কিয়ামত' বলা হয়। যাহারা কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তাহারা প্রকাশ্য কাফের। কিয়ামতের পূর্বে কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। যথা, প্রকৃত ইল্ম উঠিয়া যাইবে এবং জাহেলদের সংখ্যা বেশি হইবে, প্রকাশ্য ব্যভিচার হইতে থাকিবে, পুরুষ অপেক্ষা মহিলার সংখ্যা বেশি হইবে, এমনকি একজন পুরুষের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশজন মহিলা থাকিবে, আরব দেশে চাষাবাদ হইতে থাকিবে, ইসলামের উপর কায়েম থাকা হাতে আগুন রাখার ন্যায় কঠিন হইবে, মানুষ ইসলামের উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করিবেনা, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হইবে এবং পিতা মাতার অবাধ্য হইবে, মসজিদে মানুষ দুনিয়াবী কথা আলোচনা করিবে, গান বাজনার প্রচলন খুব বেশি হইবে, খুব গরীব শ্রেণীর

মানুষ বড় বড় অট্টালিকা নির্মান করিবে, সময় শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে, এমনকি বৎসর মাসের মত ও মাস সপ্তাহের মত এবং সপ্তাহ একটি দিনের মত এবং দিন ঘন্টার মত অতিক্রম করিবে, স্ত্রী স্বামীর ব্যবসায় সাহায্য করিবে ইত্যাদি।

হজরত ঈসা ও ইমাম মাহদী

যখন দাজ্জাল প্রকাশ হইয়া পৃথিবী ভ্রমন করতঃ শাম দেশে উপস্থিত হইবে, তখন একদিন ফজরের সময়ে দামেশ্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারায় হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করিবেন। তিনি বিবাহ করিবেন। তাঁহার সন্তানাদীও হইবে। তাঁহার যুগে বাঘ ও বকরী এক সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু একে অপরের প্রতি আক্রমন করিবেনা। ঐ সময়ে একমাত্র আহলে সুন্নাত ব্যতিত কোন ফিরকা থাকিবেনা। তাঁহার ইন্তেকালের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা শরীফের মধ্যে দাফন হইবেন। যখন সমস্ত পৃথিবীতে কুফরে পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন সমস্ত আব্দাল ও আউলিয়াগণ মক্কা ও মদীনা শরীফে হিজরত করিবেন। এই পবিত্র স্থান ছাড়া পৃথিবীর কোনো স্থানে ইসলাম থাকিবেনা। রমজান মাসে আব্দাল ও আউলিয়াগণ কা'বা শরীফ তওয়াফ করিতে থাকিবেন। আউলিয়াগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বায়েত গ্রহণের জন্য আবেদন করিবেন, তিনি বায়েত নিতে অস্বীকার করিবেন। হঠাৎ গায়েব হইতে আওয়াজ আসিবে — ইনি আল্লাহর প্রতিনিধি মাহদী। ইহার আদেশ মানিয়া নাও এবং অনুসরণ কর। তখন মানুষ তাঁহার পবিত্র হস্তে বায়েত গ্রহণ করিবে। যাহারা হজরত ঈসা ও ইমাম মাহদীর আগমন অস্বীকার করে, তাহারা গোমরাহ।

কুফরী বাক্যের একাংশ

অনেক মানুষ না জানিবার কারণে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। যাহার কারণে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায় এবং স্ত্রী থাকিলে বিবাহ বাতিল হইয়া যায়। যথা, আল্লাহ তায়ালার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা কুফরী। অনেক মানুষ বলিয়া থাকে উপরে আল্লাহ এবং নিচে তুমি; ইহাতে মানুষ কাফের হইয়া যায়।

যদি কেহ বলে, আমি আল্লাহর আজাবের ভয় করিনা, তাহা হইলে কাফের হইয়া যাইবে। যদি কেহ বলে, আল্লাহর ইনসাফ নাই, অমুককে ধনী করিয়াছে এবং আমাকে গরীব করিয়াছে; ইহাতে কাফের হইয়া যাইবে। কোরআনের কোন বিধান পরিবর্তনের দাবী করা কুফরী। যাহারা বলে যে, পিতার বর্তমানে পুত্র মরিয়া গেলে, পৌত্র দাদার সম্পত্তি পায় না, কোরআনের এই কানুনটি ঠিক নহে, তাহারা কাফের। যাহারা বলে যে, বর্তমান যুগের জন্য কোরআনের বিধান অচল, তাহারা কাফের। যদি কেহ বলে যে, উপার্জনের স্থলে 'বিস্মিল্লাহ' ও 'সুবহানাল্লাহ' কাজ দিবেনা, তাহা হইলে সে কাফের হইয়া যাইবে। কোন মুসলমানকে কাফের বলা কুফরী। অনুরূপ কোন কাফেরকে মুসলমান বলা কুফরী। অনুরূপ উলামায়ে ইসলাম যাহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন, তাহাদের মুসলমান ধারণা করা কুফরী। কোন কাফেরের জন্য মাগফিরাতের দোওয়া চাওয়া কুফরী। কোন কাফের মুর্দাকে মারহুম বা মাগফুর বলা কুফরী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শানে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অথবা অসাবধানতা বশতঃ বে-আদবী করিলে কাফের হইয়া যাইবে। (খোলাসাতুল ফাতাওয়াহ্) যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দিবে সে কাফের হইবে। যদি সে তওবা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার তওবা কবুল হইবে। যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহকে গালি দিবে সে কাফের হইয়া যাইবে। মুসলিম বাদশার জন্য তাহাকে কতল করিয়া দেওয়া উলামায়ে ইসলাম সর্ব সম্মতিক্রমে ওয়াজিব বলিয়াছেন। যদি এই ব্যক্তি তওবা করিতে চায়, তাহা হইলে উহার তওবা ইসলামের নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়। উহাকে কতল করিতেই হইবে। (খোলাসাতুল ফাতাওয়াহ্) যাহারা হুজুরের শানে বে-আদবী করিয়াছে, তাহাদের কাফের বলিতে যাহারা সন্দেহ করিবে, তাহারা কাফের। (আশ্শিফা)

ইসলামে পীরী মুরীদী

উলামা ও মাশায়েখগণের নিকট মুরীদ হওয়া এবং উহাদের হাতে তওবা করতঃ নেক আ'মলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া জায়েজ এবং সওয়াবের কাজ। সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট এই প্রকার বায়েত

গ্রহণ করিতেন। অবশ্য পীরকে যাঁচাই করিয়া মরীদ হওয়া উচিত। অন্যথায় ঈমান যাইবার চরম আশঙ্কা রহিয়া যায়। পীর হইবার জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত রহিয়াছে। যথা, 'সুন্নী সহীহুল আক্বীদাহ' হওয়া, প্রয়োজন মত কিতাব হইতে মসলা বাহির করিবার মত ইল্ম থাকা, ফাসিকে মু'লিন না হওয়া, পীরের সিলসিলা রসুলুল্লাহ পর্যন্ত ধারা বাহিক পৌঁছিয়া যাওয়া। অন্যথায় ফায়েজ আসিবেনা। উলামায়ে আহলে সুন্নাত ব্যতিত অন্য বাতিল ফিরকাগুলির নিকট মুরীদ হওয়া হারাম। এক কথায় উল্লেখিত শর্তগুলি যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবেনা, তাহার নিকট মুরীদ হওয়া নাজায়েজ।

ইসলামে চারটি মাজহাব

প্রশ্ন ঃ — ইসলামে চারটি মাজহাব হইল কেন? এবং সেই মাজহাবগুলির নাম কি?

উত্তর ঃ — যেহেতু কোরআন, হাদীস অতল সমুদ্র। এই অতল সমুদ্র হইতে মসলা বাহির করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি বড় বড় মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরের পক্ষে সম্ভব নয়। 'মুজতাহিদে মুত্লাক' বা সয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ ছাড়া কোরয়ান হাদীস হইতে সরাসরি মসলা বাহির করা কাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল; এই চারজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ ছিলেন। এই চারজনই কোরয়ান শরীফ, হাদীস শরীফ হইতে মসলা বাহির করিবার নিয়মাবলী আবিস্কার করিয়াছেন। এই প্রকারে ইসলামের মধ্যে চারটি মাজহাব হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ — চারজন ইমামের নাম কি? উহাদের জন্ম ও মৃত্যু কবে হইয়াছিল?

উত্তর ঃ — ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল। ইমাম আবু হানিফার জন্ম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ কিতাবে তাঁহার জন্ম আশি হিজরীতে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কোন কোন কিতাবে সত্তর হিজরী বলা হইয়াছে। (নুযহাতুল কারী

শরহে বোখারী) ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল দেড়শত হিজরীতে হইয়াছিল। ইমাম মালিকের জন্ম ৯০ হিজরী এবং মৃত্যু ১৭৯ হিজরীতে হইয়াছিল। ইমাম শাফেয়ীর জন্ম ১৫০ হিজরী এবং মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে হইয়াছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের জন্ম ১৬৪ হিজরী এবং মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে হইয়াছিল। (শামী) অবশ্য ইমাম আহমাদের পিতার নাম হাম্বাল নয়, বরং দাদার নাম হইল হাম্বাল। পিতার নাম মোহাম্মাদ। আরবের প্রথা অনুযায়ী মাজহাব দাদার দিকে সম্বোধন হইয়া গিয়াছে। (ফারহাঙ্গে আফসীয়া)

প্রশ্ন ঃ — কোরয়ান শরীফ ও হাদীস শরীফ যথেষ্ট নয়? ইমাম মান্য করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ — পবিত্র কোরয়ান ও হাদীস হিদায়েতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বুঝিবার জন্য যথেষ্ট নয়। সমুদ্র গর্ভে মুক্তা থাকে। কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কোরয়ান ও হাদীসের সমুদ্রে মুক্তার ন্যায় মসলা রহিয়াছে। কিন্তু সবার পক্ষে বাহির করা সম্ভব নয়। তাই কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করতঃ মসলা সংগ্রহ করিতে হইবে। এক কথায় কোরয়ান ও হাদীস শরীফ সহজ সরলভাবে বুঝিবার জন্য কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ — কোনো ইমামের অনুসরণ না করিয়া সরাসরি কোরয়ান ও হাদীস শরীফ হইতে মসলা গ্রহণ করিলে কি দোষ হইবে?

উত্তর ঃ — বড় বড় মোহাদ্দিস ও মুফাস্সিরের পক্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা সাধারণের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে! চার মাজহাব আহলে সুন্নাত। যাহারা চার মাজহাবের বাহিরে থাকিয়া সরাসরি কোরয়ান ও হাদীস হইতে মসলা বাহির করিতে যাইবে, তাহারা গোমরাহ, বিদয়াতী ও জাহান্নামী হইবে। (তাহতাবী)

প্রশ্ন ঃ — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বহু পরে ইমামগণের জন্ম হইয়াছে এবং ইহার বহু পরে মাজহাব আবিস্কার হইয়াছে, তাহা হইলে

ইমামদিগের অনুসরণ করা জরুরী কি করিয়া হইল? সাহাবাগণ কোন্ মাজহাব অবলম্বী ছিলেন?

উত্তর ঃ — যখন যাহার প্রয়োজন হয়, তখন তাহার অনুসরণ করা জরুরী হয়। যেহেতু সাহাবাগণ রসুলুল্লাহর খুব নিকটবর্ত্তী ছিলেন, সেইহেতু তাঁহাদের যুগে মাজহাবের প্রয়োজন ছিলনা। তাঁহারা সরাসরি আল্লাহর রসুলের নিকট হইতে কোরয়ান ও হাদীস বুঝিয়া লইতেন। যখন ইসলামের বয়স হইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম থেকে দুর হইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে মাজহাবের প্রয়োজন হইয়া যথা সময়ে চার মাজহাব কায়েম হইয়া কোরয়ান ও হাদীস বুঝিবার পথ সহজ হইয়া গিয়াছে। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে কোরয়ান শরীফে জের, জবর, পেশ ছিলনা। যখন হুজুরের পর বিনা জের, জবরে কোরয়ান শরীফ পাঠ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল তখন যথা সময়ে আরবী ব্যাকরণ আবিষ্কার হইয়া গেল। বর্তমানে মানুষ আরবী ব্যাকরণের অনুসরণ করিতে বাধ্য। আরবী ব্যাকরণ সর্ব প্রথম প্রাথমিক ভাবে আবিষ্কার করিয়া ছিলেন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু। (মুকাদ্দামায় ইবনে খালদুন) যেহেতু রসুলুল্লাহর যুগে আরবী ব্যাকরণ ছিলনা, সেহেতু উহার অনুসরণ করা চলিবে না বলিলে বর্তমান যুগে একজনের পক্ষেও কোরয়ান ও হাদীস পড়া সম্ভব হইবেনা। যেমন কোরয়ান ও হাদীস সঠিক ভাবে পড়িবার ও বুঝিবার জন্য আরবী ব্যাকরণের অনুসরণ করা জরুরী, তেমনই কোরয়ান ও হাদীস বুঝিবার জন্য এবং উহা হইতে মসলা বাহির করিবার জন্য ইমামগণের অনুসরণ করা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ — যদি ইমামগণকে ও তাহার ফিকাহ শাস্ত্রকে মানিয়া চলা জরুরী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি কুরয়ান হাদীসে সব কিছু নাই?

উত্তর ঃ — কুরয়ান ও হাদীসে সব কিছু রহিয়াছে, কিন্তু সরাসরি নাই। সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম সুত্র রহিয়াছে। সেই সূক্ষ্ম সুত্র ধরিয়া কুরয়ান ও হাদীস থেকে মসলা বাহির করা সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ইহা স্বয়ং সম্পন্ন মুজতাহিদগণের কাজ। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন উদ্ধৃত করিতেছি,

যেগুলির উত্তর কেহ সরাসরি কুরয়ান হাদীস থেকে দেখাইতে পারিবেনা। কিন্তু আল হামদু লিল্লাহ ফিকহের কিতাবে সারা দুনিয়ার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। যদি কোন নতুন সমস্যা সামনে চলিয়া আসিয়া থাকে এবং সে সম্পর্কে ফিকহের কিতাবে উত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় ফকীহ আলেমগণ উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন। কোন গায়ের মুকাল্লিদ দাবীদার আহলে হাদীস উত্তর দিতে পারিবেনা। যেমন —

(১) যদি কোন মহিলার স্বামী শুকর হইয়া যায় অথবা বানর হইয়া যায় অথবা পাথর হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহিলা কি করিবে?

(২) যদি কোন মানুষের দেহ লম্বালম্বী ভাবে অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জানাজার হুকুম কী?

(৩) কেহ যদি পিতলের বদলে তামা অথবা তামার বদলে পিতল ক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে কি প্রকারে করিতে হইবে?

(৪) কোন চোর যদি কাহার সোনার চেন কাড়িয়া নিয়া গিলিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই চেন আদায় করিবার উপায় কী?

(৫) অমুসলিম মহিলার পেটে মুসলমানের বাচ্চা থাকা অবস্থায় মরিয়া গেলে, যদি তাহার দাফন করা হইয়া থাকে, তবে কি প্রকারে দাফন করিতে হইবে?

(৬) যে ব্যক্তি কোন কিছুর মধ্যে চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে অথবা কুঁয়াতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু বাহির করা সম্ভব হইতেছে না। অনুরূপ এক ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তুলিয়া আনা সম্ভব হইতেছেনা। এখন ইহাদের জানাজার উপায় কী?

(৭) এক ব্যক্তি এক অয়াক্ত নামাজ কাজা করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু স্মরণ নাই যে, কোন্ অয়াক্তের নামাজ কাজা করিয়াছে। এখন এই ব্যক্তি কি প্রকারে নামাজ আদায় করিবে?

(৮) মরা মুরগীর পেট থেকে ডিম পাওয়া গেলে তাহা খাওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

(৯) একজন কাফের ও একটি কুকুর পানির পিপাসায় ছটপট করিতেছে। এক ব্যক্তির কাছে সামান্য পানি রহিয়াছে, যাহা একজনের জন্য যথেষ্ট। এখন

পানি কাফেরকে দিবে, না কুকুরকে দিবে?

(১০) একজন মহিলার প্রসব সম্পর্কে একজন পুরুষ সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি। আর এক ব্যক্তি সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, হঠাৎ আমার নজর পড়িয়া যাওয়ায় আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি। ইহাদের সাক্ষ গ্রহন যোগ্য হইবে কিনা? — আমি দাবী করতঃ বলিতেছি, উল্লেখিত প্রশ্ন গুলির মধ্যে কোন একটির জবাব সরাসরি কেহ কুরয়ান ও হাদীস থেকে দিতে সক্ষম হইবে না। এইবার বিবেচনা করিয়া বলুন — যাহারা বলিয়া থাকে যে, কুরয়ান হাদীস যথেষ্ট। ইমাম মানিবার প্রয়োজন নাই, তাহারা গোমরাহ কিনা?

প্রশ্ন ঃ —আমরা কোন্ মাজহাব অবলম্বী? আমাদের ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী শুনিতে চাই।

উত্তর ঃ — আমরা হানাফী মাজহাব অবলম্বী। আমাদের ইমাম আবু হানিফা ইরাকের কুফা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের সমুদ্রতুল্য আলেম ছিলেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। (জামেউল উসুল, বাশীরুল কারী শরহে বোখারী) তাঁহার হইতে চার হাজার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দুই হাজার হাদীস তাঁহার উস্তাদ হজরত হাম্মাদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং দুই হাজার হাদীস তাঁহার অন্য শায়েখদিগের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। (মুকাদ্দামায় মোসনাদে ইমাম আ'জম মুতার্জাম) তিনি ক্বোরয়ান ও হাদীস হইতে বারো লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা বর্ণনা করিয়াছেন। (সীরাতুন নোমান) তিনি কয়েকজন সাহাবার সহিত সাক্ষাত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার যুগে ১৮জন সাহাবা জীবিত ছিলেন। (শামী) তিনি চল্লিশ বৎসর ইশার অজুতে ফজরের নামায পড়িয়াছিলেন। তিরিশ বৎসর ধারাবাহিক রোজা রাখিয়াছিলেন। পঞ্চান্নবার হজ করিয়াছিলেন। (আউলিয়া রিজালুল হাদীস) তিনি জীবনের শেষ হজ আদায় করিবার পর মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাক্‌য়াত নামায আদায় করিয়াছিলেন। কেবল ডান পায়ের উপর দাঁড়াইয়া পনেরো পারাহ ক্বোরয়ান শরীফ পাঠ করিয়া প্রথম রাকয়াত আদায় করিয়াছিলেন। অনুরূপ কেবল বাম পায়ের উপর দাঁড়াইয়া বাকী পনেরো পারাহ পাঠ করিয়া দ্বিতীয় রাকয়াত আদায় করিয়াছিলেন। ইহার পর কা'বা শরীফকে ধরিয়া বলিয়া

ছিলেন — খোদা! তোমাকে চিনিবার মত চিনিয়াছি। কিন্তু যেভাবে তোমার ইবাদত করিবার ছিল, সেই ভাবে ইবাদত করিতে পারি নাই। আমাকে ক্ষমা করুন। গায়েব হইতে আওয়াজ হইয়াছিল — আমাকে যেভাবে চিনিবার ছিল, তুমি আমাকে সেইভাবে চিনিয়াছো এবং ইবাদাত করিবার মতই করিয়াছো। আমি তোমাকে এবং তোমার মাজহাবের উপর যাহারা চলিবে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিলাম। (দুর্রে মুখতার)

কতিপয় ইসলামী শব্দ

ফরজ - শরীয়তের অকাট্ট দলীলে যাহা প্রমাণীত হইয়াছে, তাহাকে ফরজ বলা হয়। ইহা পালন করা জরুরী। বিনা কারণে ত্যাগকারী ফাসেক ও জাহান্নামী। অস্বীকারকারী কাফের। যথা, নামায, রোযা, হজ ও যাকাত ইত্যাদি। ফরজ দুই ভাগে বিভক্ত। 'ফরজে আয়েন' ও 'ফরজে কিফায়া'। (১) 'ফরজে আয়েন' উহাকে বলা হয়, যাহা আদায় করা প্রত্যেক আক্বেল বালেগ মুসলমানের প্রতি জরুরী। যথা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। (২) 'ফরজে কিফাইয়া' উহাকে বলা হয়, যাহা পালন করা প্রত্যেকের প্রতি জরুরী নয়। বরং কিছু মানুষ আদায় করিলে সবার পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি কেহ আদায় না করে তাহা হইলে সবাই গোনাহ্‌গার হইবে। যথা, জানাজার নামায ইত্যাদি।

ওয়াজিব —উহাকে বলা হয়, যাহা শরীয়তের অকাট্ট দলীলে প্রমাণিত নয়, বরং জান্নী দলীলে প্রমাণিত হইয়াছে। উহা করা জরুরী। বিনা কারণে ত্যাগকারী ফাসেক এবং আজাবের উপযুক্ত হইবে। কিন্তু অস্বীকার করিলে কাফের হইবেনা। বরং গোমরাহ্ ও বদ মাজহাব হইবে।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ — উহাকে বলা হয়, যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সর্বদা করিয়াছেন। অবশ্য কখন কখন ত্যাগ করিয়াছেন। উহা আদায় করা বড় সওয়াবের কাজ। হঠাৎ কোন সময়ে ত্যাগ হইয়া গেলে আল্লাহ ও রসুলের তিরস্কার হইবে। অভ্যাস করিয়া ফেলিলে জাহান্নামের আজাব হইবে। যথা, ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাত, জোহরের ফরজ নামাযের পূর্বে চার

রাকয়াত ও পরে দুই রাকয়াত সুন্নাত। অনুরূপ মাগরিব ও ঈশার দুই দুই চার রাকয়াত সুন্নাত। এই গুলি সব 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'।

সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ — উহাকে বলা হয়, যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম করিয়াছেন। আবার কখন বিনা কারণে ত্যাগও করিয়াছেন। উহা আদায় করিলে সওয়াব হইবে। আর যদি কেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে গোনাহ্গার হইবেনা। যথা, আসর ও ঈশার ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকয়াত করিয়া সুন্নাত। সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদার অপর নাম 'সুন্নাতে জায়েদাহ'।

মুস্তাহাব — শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাকে মুস্তাহাব বলা হয়। চাই উহা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম করিয়াছেন অথবা উহা করিতে প্রেরণা দিয়াছেন অথবা উলামায়ে কিরাম উহা পছন্দ করিয়াছেন। যদিও উহার বর্ণনা হাদীসে আসে নাই। মুস্তাহাব পালন করিলে সওয়াব হইবে। আর যদি ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার গোনাহ্ হইবেনা। যথা, অজু করিবার সময় কিবলার দিকে মুখ করিয়া বসা, নামাযে কেয়ামের অবস্থায় সিজদার স্থানে নজর রাখা, মীলাদ শরীফ পাঠ করা, আউলিয়ায় কিরামগণের ওজীফা পাঠ করা ইত্যাদি।

মুবাহ — উহাকে বলা হয়, যাহা করা ও না করা সমান। যাহা করিলে সওয়াব ও না করিলে আজাব কিছুই হইবেনা। যথা, ভাল ভাল খাদ্য খাওয়া এবং ভাল কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি।

হারাম — উহাকে বলা হয়, যাহা শরীয়তের অকাট্য দলীলে প্রমাণ হইয়াছে। উহা ত্যাগ করা জরুরী এবং সওয়াবের কারণ। ইচ্ছাকৃত ভাবে একবার করিলে ফাসেক ও জাহান্নামী হইবে। হারামকে অস্বীকার করিলে কাফের হইবে।

মাকরুহ তাহরিমী — যাহা শরীয়তের অকাট্য দলীলে প্রমাণিত নয়, দলীলে জান্নী দ্বারা প্রমাণিত। উহা ত্যাগ করা জরুরী এবং সওয়াবের কারণ। উহা করিলে গুনাহ্গার হইবে। অবশ্য হারামের তুলনায় কম গুনাহ হইবে। বারবার করিলে গোনাহ কাবীরাহ হইবে।

ইসায়াত — উহাকে বলা হয়, যাহা করা খারাপ। হঠাৎ করিয়া ফেলিলে তিরস্কারের উপযুক্ত হইবে। উহা করিবার অভ্যাস করিয়া ফেলিলে আজাবের উপযুক্ত হইবে।

মাকরুহ তান্‌জিহী — উহাকে বলা হয়, যাহা করা শরীয়তে অপছন্দনীয়। অবশ্য উহা করিলে আজাব হইবেনা।

খিলাফে আওলা — উহাকে বলা হয়, যাহা ত্যাগ করা উত্তম। কিন্তু যদি করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কোন দোষ হইবেনা।

'শির্ক' ও 'বিদআত' এর বিবরণ

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে অথবা তাহার গুনাবলীতে অন্য কাহারও অংশীদার করাকে শির্ক বলা হয়। আল্লাহর অস্তিত্বে অংশীদার বা শরীক করিবার অর্থ ইহাই যে, দুই অথবা দুই এর অধিক খোদা রহিয়াছে বলিয়া ধারণা করা। যাহারা আল্লাহর অস্তিত্বে অথবা তাহার গুনাবলীতে শরীক করে, তাহাদের মুশরিক বলা হয়। যথা, খৃষ্টানরা তিন খোদার দাবী করতঃ মুশরিক। অনুরূপ হিন্দুরা বহু খোদার দাবীতে মুশরিক হইয়াছে। আল্লাহর গুনাবলীতে শরীক করিবার অর্থ ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালার গুনাবলীর ন্যায় অন্য কাহারও জন্য কোন গুন প্রমাণ করা। যথা, শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব গুন। কাহারো প্রদত্ত নহে। যদি এই গুনগুলি অন্য কাহারো জন্য নিজস্ব বলিয়া প্রমাণ করা হয়, তাহা হইলে শির্ক হইবে। অবশ্য এই গুনগুলি কাহারও জন্য খোদা প্রদত্ত বলিয়া প্রমাণ করিলে শির্ক হইবেনা। যদি কাহারো দ্বারা শির্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নতুনভাবে তওবা করতঃ মুসলমান হইতে হইবে। যদি স্ত্রী থাকে, তাহা হইলে নিকাহ পড়াইতে হইবে। যদি কোন পীরের নিকট মুরীদ থাকে তাহা হইলে নতুন ভাবে বায়েত গ্রহণ করিতে হইবে। মুশরিক কোনো সময়ে জান্নাতে যাইবেনা।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জাহিরী যুগে যাহা ছিলনা, পরবর্তীকালে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাকে বিদয়াত বলা হয়, চাই ঐ জিনিষগুলি দ্বীনের হউক অথবা দুনিয়ার হউক। (আশ্য়াতুল লোময়াত)

'বিদয়াত' কয়েক প্রকার। যথা, বিদয়াতে হাসানাহ্, বিদয়াতে সাইয়্যেয়াহ ও বিদয়াতে মুবাহা। 'বিদয়াতে হাসানাহ' উহাকে বলা হয়, যাহা কোরয়ান ও হাদীসের বিপরীত নয়, বরং কোরয়ান ও হাদীসের নিয়ম অনুযায়ী আবিষ্কার করা হইয়াছে। বিদয়াতে হাসানাহ কখনও ওয়াজিব হইয়া থাকে আবার কখনও মুস্তাহাব হইয়া থাকে। যথা — কোরয়ান ও হাদীস বুঝিবার জন্য আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করা ওয়াজিব। অনুরূপ রাফেজী, খারিজী, কাদিয়ানী, ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলির খণ্ডনের জন্য প্রমানাদি সংগ্রহ করা ওয়াজিব। অথচ হুজুরের যুগে না আরবী ব্যাকরণ আবিষ্কার হইয়াছিল, না ঐ বাতিল ফিরকাগুলি আবিষ্কার হইয়াছিল। 'বিদয়াতে মুস্তাহাব্বাহ' যথা — মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ করা, আজানের পর এবং জামায়াতের পূর্বে 'সলাত' পাঠ করা ইত্যাদি। এইগুলি 'বিদয়াতে হাসানা' এর অন্তর্ভুক্ত।

'বিদয়াতে সাইয়্যেয়াহ' উহাকে বলা হয়, যাহা কোরয়ান ও হাদীসের বিপরীত। (আশ্য়াতুল লোমায়াত) 'বিদয়াতে সাইয়্যেয়াহ' দুই প্রকার। বিদয়াতে মুহার্রমাহ ও বিদয়াতে মাকরুহা। 'বিদয়াতে মুহার্রমাহ' যথা— ভারতবর্ষের তাজিয়া প্রথা এবং ওহাবী, দেওবন্দী ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাতিল ফিরকার মতবাদ। আমাদের দেশে যেভাবে তাজিয়া প্রথা পালন হইতেছে, উহা না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে ছিল, না কোরয়ান ও হাদীস সাপেক্ষ। এই কারণে উহা হারাম। অনুরূপ হুজুর পাকের যুগে বর্তমানের বাতিল ফিরকাগুলি ছিলনা এবং উহাদের মতবাদ সম্পূর্ণ কোরয়ান ও হাদীসের বিপরীত। অতএব, এই ফিরকাগুলি বিদআতে সাইয়্যেয়ার অন্তর্ভুক্ত।

'বিদআতে মুবাহা' উহাকে বলা হয়, যাহা রসূলুল্লাহর জাহিরী যুগে ছিল না এবং উহা করায় ও না করায় সওয়াব ও আজাব কিছুই নাই। যথা, ভাল ভাল খাদ্য খাওয়া এবং রেলগাড়ী, বাস মোটরে সফর করা ইত্যাদি। 'বিদাআতে হাসানা' ও 'বিদাআতে সাইয়্যেয়াহ' চিনিবার সহজ উপায় ইহাই যে, যাহা হুজুরের

যুগে ছিল না, পরে আবিষ্কার হইয়াছে। যদি উহা সুন্নাতের বিপরীত হয়, তাহা হইলে 'বিদআতে সাইয়্যেয়াহ' হইবে। (নাসীমুর রিয়াজ) অন্যথায় বিদআতে হাসানাহ হইবে। যথা, জুমার খুৎবা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় পাঠ করা; ইহা হুজুরের যুগে ছিল না এবং সুন্নাতের বিপরীত হইবার কারণে 'বিদআতে সাইয়্যেয়াহ মাকরুহা' হইবে। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে অথবা চল্লিশ তারিখে মীলাদ শরীফ করা, দান খয়রাত করা ইত্যাদি হুজুরের যুগে ছিল না। কিন্তু ঐ কাজগুলি খারাপ না হইবার কারণে 'বিদআতে হাসানাহ' এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। অবশ্য মৃতকে কেন্দ্র করিয়া বন্ধু - বান্ধব আত্মীয় - স্বজনকে খানা দেওয়া বিদআতে সাইয়্যেয়াহ - হারাম। (শামী) চার মাজহাব যথা, হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি হুজুরের যুগে ছিল না। কিন্তু এইগুলি কোরয়ান, হাদীসের বিপরীত নয়, বরং কোরয়ান ও হাদীস বুঝিবার সহজ উপায়। এই কারণে মাজহাব গুলি বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ চার তরীকা যথা, কাদেরিয়া, চিশ্তিয়া, ইত্যাদি হুজুরের যুগে ছিল না। এই তরীকাগুলি কুরয়ান ও হাদীসের বিপরীত নয় বরং এই তরীকাগুলির মাধ্যমে মানুষ খোদা মুখি হইয়া যায়। এই কারণে এইগুলি বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, যে বিদয়াতের দ্বারা রসূলুল্লাহর সুন্নাতের ক্ষতি হইবে, সেই বিদআতটি হইবে সাইয়্যেয়াহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সমস্ত বিদআতে সাইয়্যেয়াকে গোমরাহী বলিয়াছেন। (মিশকাত শরীফ)

কতিপয় সূরাহ ও বাংলা উচ্চারণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

সূরাহ্ ফীল

উচ্চারণ ঃ— আলাম তারা কায়ফা ফাআলা রব্বুকা বিআসহাবিল ফীল - আলাম ইয়াজ আল কাইদাহুম ফী তাদলীল - অ আরসালা আলাইহিম ত্বইরান আবাবীল - তারমীহিম বি হিজারতিম মিন্ সিজ্জীল - ফাজাআলাহুম কা আস ফিম মা'কুল।

অনুবাদ ঃ— (প্রিয় পয়গম্বর!) তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হাতী বাহিনীদের অবস্থা কি করিয়া দিয়াছেন? (যাহারা কা'বা শরীফ ধ্বংস করিতে আসিয়া ছিল) তাহাদের চক্রান্তকে কি ধ্বংসে ফেলিয়া দেন নাই? এবং প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদের উপর আবাবীল (নামক) পাখির ঝাঁক; সেগুলি তাহাদিগকে পাথর কাঁকর দিয়া মারিতেছিল; অতঃপর তাহাদিগকে খাওয়া ভুষির ন্যায় করিয়া দিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ ফীল মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, পাঁচটি আয়াত, কুড়িটি শব্দ ও ছিয়ানব্বইটি অক্ষরটি রহিয়াছে।

(২) 'ফীল' শব্দের অর্থ হাতী। যেহেতু এই সূরাহতে হাতী বাহিনীর বিবরণ রহিয়াছে। এই কারণে সূরাহ্টির নাম দেওয়া হইয়াছে — 'ফীল'।

(৩) ইয়ামানের বাদশা আবরাহা ষাট হাজার সৈন্য লইয়া কা'বা শরীফকে ধ্বংস করিবার জন্য আসিয়া ছিল। তাহাদের সঙ্গে ছিল বহু সংখ্যক হাতী। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আবাবীল নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখিদের আক্রমনে তাহাদের সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(৪) এই ঘটনাটি কবে ঘটিয়া ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পয়দায়েশের চল্লিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। কেহ বলিয়াছেন — তেইশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। সহীমতে হুজুর পাকের পয়দায়েশের পঞ্চাশ দিন পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

(৫) আয়াত পাকে বলা হইয়াছে — প্রিয় পয়গম্বর! তুমি কি হাতী বাহিনীদের অবস্থা দেখ নাই? ইহা থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পৃথিবীতে পদার্পণ করিবার পূর্বে তাঁহার নবুয়াতের নজরে সব কিছু দেখিয়াছেন।

(৫) শত্রুর শত্রুতা থেকে নিরাপদের জন্য সূরাহ ফীল একশত বার পাঠ করিয়া দুয়া করিতে হইবে।

সূরাহ কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿۲﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿۴﴾

উচ্চারণ ঃ— লি ইলাফি কুরাইশিন - ঈলা ফিহিম রিহলাতাশ্ শিতাই অস্ সাইফ্ - ফালইয়া বুদু রব্বা হাজাল বাইতিল্লাজী আতআমাহুম মিন জুইন - অ আমানা হুম মিন খাওফ্।

অনুবাদ ঃ— এই জন্য যে, কুরাইশদিগকে প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে শীত ও গরম কালের সফরের প্রেরণা প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা যেন এই (কাবা) ঘরের প্রতিপালকের উপাসনা করিয়া থাকে, যিনি তাহা দিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে (বড় ধরনের) ভয় থেকে নিরাপদ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সুরাহ কুরাইশ মক্কা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, চারটি আয়াত, সতেরটি শব্দ ও তিয়াত্তরটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) যেহেতু মক্কা শরীফ ছিল এক অনাবাদি দেশ। যেখানে কোন প্রকার ফসল ফলিত না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে শীতে ইয়ামানের দিকে এবং গরম কালে শামের দিকে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য সফর করিবার প্রেরণা প্রদান করতঃ তাহাদের দারিদ্রতাকে দুর করিয়া তাঁহাদের প্রতি দয়া করিয়াছেন।
(৩) কা'বা শরীফের বর্কাতে অথবা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলায় কুরাইশগণ সর্বত্রে সম্মান পাইত এবং তাহারা সমস্ত বড় বড় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ ছিল।

(৪) প্রাণের হিফাজত ও অভাব অনটন থেকে নিরাপদ হইবার জন্য সূরাহ কুরাইশ সাতাশবার পাঠ করিতে হইবে।

সূরাহ মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۞ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۞ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞

উচ্চারণঃ — আরাআইতাল্লাজী ইউ কাজ্জিবু বিদ্দীন ফাজালিকাল্লাজী ইয়াদু' উল ইয়াতীম - অলা ইয়া হুদ্দু আলা ত্বয়ামিল মিস্‌কীন - ফা অয়াই লুল্লিল মুসাল্লীন - আল্লাজীনা হুম আন সলাতি হিম সাহুন - আল্লাজীনা হুম ইউরাউন- অ ইয়ামনাউনাল মা'উন।

অনুবাদ ঃ — (প্রিয় পয়গম্বর!) তুমি কি (তাহাকে) দেখিয়াছো? যে দ্বীনকে অস্বীকার করিয়া থাকে। সুতরাং সে সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়া থাকে এবং মিসকীনকে আহার প্রদানের জন্য প্রেরণা দিয়া থাকেন। সুতরাং সেই

নামাজীদের অমঙ্গল রহিয়াছে, যাহারা নিজেদের নামাজ থেকে ভুলিয়া থাকে, যাহারা (নামাজ ইত্যাদি ইবাদতকে) দেখাইয়া থাকে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ 'মা - উন' মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, সাতটি আয়াত, পাঁচটি শব্দ ও একশত পঁচিশটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) কোন বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, বর্তমান সূরার অর্ধাংশ মক্কা শরীফে আস ইবনো অয়েল এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং অর্ধাংশ মদীনা শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনো উবাই সালূল মুনাফিকের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। (খাযাইনুল ইরফান)

(৩) বড় ধরনের কোন সমস্যা সামনে আসিলে সূরাহ 'মা - উন' এক হাজার বার পাঠ করিলে খুব উপকার হইবে।

সূরাহ কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۞

উচ্চারণঃ— ইন্না আ'তাইনা কাল কাওসার - ফাসল্লি লি রব্বিকা অন্‌হার - ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার।

অনুবাদ ঃ — (প্রিয় পয়গম্বর!) নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওসার (অসংখ্য গুনাবলী) দান করিয়াছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানী করো। নিশ্চয় তোমার শত্রুই সমস্ত কল্যান থেকে বঞ্চিত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ কাওসার মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, তিনটি আয়াত, দশটি শব্দ ও বিয়াল্লিশটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) বর্তমান সূরাহ আঁস ইবানো অয়েল সাহমীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ, যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পুত্র হজরত কাসেম ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তখন সে বলিয়া ছিল — মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নির্বংশ। (জালালাইন)

এই সূরাহতে হুজুর পাককে শান্তনা দেওয়া হইয়াছে এবং কাফেরদিগকে নির্বংশ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

(৩) হজরত কাসেম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রথম সন্তান। তিনি দুই বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। কেহ বলিয়াছেন — সতের মাস, কেহ বলিয়াছেন — ঘোড়ায় চড়িবার বয়স হইয়াছিল এবং হুজুর পাকের নবুওয়াত প্রচারের পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন — নবুওয়াত প্রকাশের পর ইন্তেকাল করিয়াছেন। হুজুর পাকের সন্তানদের মধ্যে ইনি প্রথম ইন্তেকাল করিয়াছেন। (সাবী)

(৪) যাহাদের সন্তানাদি নাই তাহারা সন্তান নিতে চাহিলে ধারাবাহিক তিন মাস প্রত্যেক দিন সূরাহ কাওসার পাঁচশত বার করিয়া পাঠ করিতে থাকিবে।

সূরাহ কাফিরূণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَاۤ
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَاۤ
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۠

উচ্চারণ ঃ — কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূণ - লা আ'বুদু মাতা'বুদুন- অলা আনতুম আবিদুনা মা আবুদু - অলা আনা আবিদুম মা আবাত্তুম অলা আনতুম আবিদুনা মা আবুদু লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়া দ্বীন।

অনুবাদ ঃ — (প্রিয় পয়গম্বর!) তুমি বলো — কাফেরগণ! আমি ইবাদত করিতেছিনা যাহাকে তোমরা ইবাদত করিতেছো, এবং তোমরা ইবাদত করিতেছোনা যাহাকে আমি ইবাদত করিতেছি, আর আমি ইবাদতকারী নই যাহাকে তোমরা ইবাদত করিয়াছো এবং না তোমরা ইবাদতকারী যাহাকে আমি ইবাদত করিয়া থাকি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (শির্ক করা) এবং আমার জন্য আমার দ্বীন (ইসলাম)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ 'কা - ফিরূন' মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, ছয়টি আয়াত, ছাব্বিশটি শব্দ ও চুরা নব্বইটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) একদল মুশরিক যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিয়াছিল — তুমি এক বৎসর আমাদের দেবতাগুলিকে ইবাদত করিবে এবং আমরা তোমার মা'বুদকে এক বৎসর ইবাদত করিব। এই সময়ে বর্তমান সূরাহ অবতীর্ণ হইয়াছে। (জালালাইন)

(৩) সূরাহ 'কা - ফিরূন' কুরয়ান শরীফের এক চতুর্থাংশের সমান। কোন বিশেষ প্রয়োজন পূর্ণ করিতে হইলে রবিবার সূর্য উদয় হইবার সময় দশবার এই সূরাহটি পাঠ করিতে হইবে।

সূরাহ নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۟

উচ্চারণ ঃ — ইজা জাআ নাসরুল্লাহি অল ফাতহু - অরা আইতান্নাসা ইয়াদ খুলুনা ফি দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা - ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা অস্ তাগ ফিরহু - ইন্নাহু কানা তাউ অবা।

অনুবাদ ঃ — যখন (নবীর নিকট) আল্লাহর সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় আসিবে, এবং তুমি (প্রিয় পয়গম্বর!) মানুষকে দেখিবে যে, তাহারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করিতেছে; অতঃপর তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং (উম্মতের জন্য) তাহার কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তওবা কবুলকারী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ নসর মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, তিনটি আয়াত, সতেরটি শব্দ ও সাতাত্তরটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজ্জাতুল বিদাতে মিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার পর নাযিল হইয়াছে— اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আজ আমি পূর্ণ করিয়া দিয়াছি তোমাদের দ্বীনকে। ইহার আশি দিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন। (সাবী শরীফ)

(৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মা'সুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁহার তওবা ও ইস্তিগফার ছিল উম্মাতের জন্য অথবা উম্মাতের শিক্ষার জন্য।

সূরাহ লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۟ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۟ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۟ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۟ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۟

উচ্চারণ ঃ — তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ অ তাব্বা - মা আগনা আনহু মালুহু অমা কাসাব - সা ইয়াস্লা নারান জাতা লাহাব - অম্রাআতুহু - হাম্মা লাতাল হাতব - ফি জীঁদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অনুবাদ ঃ — ধ্বংস হইয়া গিয়াছে আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে (নিজেও) ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন কাজে আসে নাই তাহার সম্পদ, না যাহা সে সঞ্চয় করিয়াছে। অবিলম্বে সে (অতি) উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করিবে এবং তাহার স্ত্রী (উম্মে জামীলও), কাঠের বোঝা বহনকারীনী, তাহার গলায় খেজুর ছালের দড়ি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ 'লাহাব' মক্কা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, পাঁচটি আয়াত, কুড়িটি শব্দ ও সাতাত্তরটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার কওমকে ডাকিয়া বলিয়া ছিলেন — আমি তোমাদিগকে কঠিন আযাবের ভয় দেখাইতেছি। তখন তাঁহার চাচা আবু লাহাব বলিয়াছিল — তুমি ধ্বংস হইয়া যাও। এইজন্য

আমাদিগকে ডাকিয়াছো? ইহার জবাবে বর্তমান সূরা অবতীর্ন হইয়াছে। (জালালাইন)

(৩) শত্রু দমন করিতে হইলে এই সূরাহটি খুব বেশি করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

সূরাহ ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

উচ্চারণ ঃ — কুল হু অল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ। অলামইয়া কুল্লাহু কুফুঅন আহাদ।

অনুবাদ ঃ — (মাহবুব মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম!) তুমি বলো — তিনি আল্লাহ, তিনি এক। আল্লাহ বেপরওয়া (কাহার মুখাপেক্ষি নহেন)। তাহার কোন আওলাদ নাই, না তিনি কাহার থেকে পয়দা হইয়াছেন এবং তাহার কেহ সমতুল্য রহিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ 'ইখলাস' মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে একটি রুকু, চারটি অথবা পাঁচটি আয়াত, পনেরটি শব্দ ও ছেচল্লিশটি অক্ষর।

(২) কাফেররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল — আল্লাহ তায়ালা কিসের তৈরি? সোনার না চাঁদীর? লোহার না কাঠের? তিনি কি পানাহার করিয়া থাকেন? ইত্যাদি। অতপরঃ তাহাদের খন্ডনে বর্তমান সূরাহ অবতীর্ন হইয়াছে। (খাযাইনুল ইরফান)

(৩) সূরাহ 'ইখলাস' কুরয়ান মাজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান। যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া এই সূরাহটি খুব বেশি পাঠ করিতে থাকিবে। যদি সে সেই রোগে ইন্তেকাল করিয়া থাকে, তাহা হইলে কবরের সমস্ত প্রকার আযাব থেকে নিরাপদ হইয়া যাইবে এবং কিয়ামতের দিন ফিরিশতাগন তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া লইয়া নিজেদের বাজুর উপর বসাইয়া পুল সিরাত পার করতঃ জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবেন। (জান্নাতী জেওর)

সূরাহ ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

উচ্চারণ ঃ — কুল আউজু বি রব্বিল ফালাক - মিন শার্রি মা খলাক্ব - অমিন শার্রি গসিক্বিন্ ইজা অক্বাব - অমিন শার্রিন নাফ্‌ফা সাতি ফিল উক্বাদ - অমিন শার্রি হাসিদিন ইজা হাসাদ।

অনুবাদ ঃ — (প্রিয় পয়গম্বর!) তুমি বলো — আমি সকলের সৃষ্টি কর্তার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি, তাহার সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট থেকে, এবং অন্ধকার আচ্ছন্ন কারীর অনিষ্ট থেকে, যখন তাহা ডুবিয়া যায়, এবং সেই সমস্ত নারীর অনিষ্ট থেকে, যাহারা গিরোতে ফুঁক দিয়া থাকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে (আমার প্রতি) হিংসা (প্রকাশ) করিয়া থাকে।

সূরাহ নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

উচ্চারণ ঃ — কুল আউজু বি রব্বিন নাস - মালিকিন্ নাস - ইলাহিন্ নাস - মিন শার্রিল অস অয়াসিল খন্নাস - আল্লাজী ইউ অস বিসু ফি সুদুরিন্নাস- মিনাল জিন্নাতি অন্নাস।

অনুবাদ ঃ — (প্রিয় পয়গম্বর!) তুমি বলো — আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, (যিনি) সমস্ত মানুষের বাদশাহ, (যিনি) সমস্ত মানুষের মা'বুদ — তাহারই অনিষ্ট থেকে, যে (অন্তরে) গোপনে কুমন্ত্রনা দিয়া থাকে (যখন তাহারা আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হইয়া থাকে) জ্বিন ও মানুষ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ 'ফালাক্ব' মদীনা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, পাঁচটি আয়াত, তেইশটি শব্দ ও চুয়াত্তরটি অক্ষর রহিয়াছে।

সূরাহ 'নাস' মদীনা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, ছয়টি আয়াত, কুড়িটি শব্দ ও উনোআশিটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) লাবীদ ইবনো আ'সাম ইহুদি ও তাহার কন্যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উপর একটি ধাগাতে এগারোটি গিরা দিয়া যাদু করিয়াছিল এবং যাদুর কয়েকটি জিনিষ লইয়া একটি কূঁয়াতে একটি পাথরের নিচে চাপা দিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। ইহার সামান্য প্রতিক্রিয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পবিত্র জাহিরী

দেহের উপরে। তাঁহার দিল ও দিমাগ শরীফের উপর ইহার কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হইয়া ছিলনা। এই সময়ে বর্তমান সূরাহ দুইটি অবতীর্ন হইয়াছে। দুইটি সূরাহতে এগারটি আয়াত রহিয়াছে। হজরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, অমুক ইহুদী যাদু করিয়া কয়েকটি জিনিষ অমুক কূঁয়ার নিচে পুতিয়া দিয়াছে। হুজুর পাকের হুকুমে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু সেইগুলি বাহির করিয়া আনিয়া ছিলেন। অতঃপর সূরাহ ফালাক্বের পাঁচটি আয়াত ও সূরাহ নাসের ছয়টি আয়াত, মোট এগারটি আয়াতের এক একটি আয়াত পাঠ করিলে এক একটি গিরা খুলিয়া গিয়াছে এবং যাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (খাযাইনুল ইরফান)

(৩) সূরাহ 'ফালাক্ব' ও সূরাহ 'নাস' প্রত্যেকটি একশত বার করিয়া পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া তাহা পান করাইলে যাদু নষ্ট হইয়া যাইবে ইনশা আল্লাহ।

সূরাহদয় তা'বীজ বানাইয়া শিশুদের গলায় বাঁধিয়া দিলে জ্বিন ও শয়তানের থেকে এবং বিষাক্ত জীব জন্তুর আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকিবে।

দুয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُکَ وَنَسْتَغْفِرُکَ وَنُؤْمِنُ بِکَ وَنَتَوَکَّلُ عَلَيْکَ وَنُثْنِيْ عَلَيْکَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُکَ وَلَا نَكْفُرُکَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُکُ مَنْ يَّفْجُرُکَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَلَکَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْکَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَکَ وَنَخْشٰى عَذَابَکَ اِنَّ عَذَابَکَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহুম্মা ইয়া নাস্তাইনুকা অনাস্তাগ ফিরুকা অনু মিনু বিকা অনা তাওয়াক্কালু আলাইকা অনুসনী আলাইকাল খয়রা - অনাশ্ কুরুকা অলানাক ফুরুকা অনাখলাও অনাতরোকু মাই ইয়াফ জুরুকা আল্লাহুম্মা ই'য়াকা না'বুদু অলাকা নুসাল্লী অনাস্ জুদু অ ইলাইকা নাসআ - অনাহফিদু অনারজু রহমাতাকা অনাখ্শা আজাবাকা ইয়া আজাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক।

তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ — আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি অস্ সলাওয়াতু অত্ তাইয়ে বাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইউ হান্নাবীউ অ রহমা তুল্লাহি অ বারাকা তুহু আস্‌সালামু আলাইনা অ আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন - আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু অ রসুলুহু।

দরূদে ইব্রাহিমী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ . وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিউ অ আলা আলে সাইয়েদিনা মোহাম্মাদ - কামা সল্লাইতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহীমা অ আলা আলে সাইয়েদিনা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ - আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিন অ আলা আলে সাইয়েদিনা মোহাম্মাদ - কামা বারাকতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহীমা অ আলা আলে সাইয়েদিনা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

দুয়ায়ে মাসুরাহ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ اِنَّهٗ لَا

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ

عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহুম্মা ইন্নী জলামতু নাফ্‌সী জুলমানকাসীরাউ অ ইন্নাহু লা ইয়াগ ফিরুজ্ জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরা তাম মিন ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আনতাল গফুরুর্রাহীম।

সূরাহ ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ — আল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন - আর্রাহমা নির্রাহীম - মালিকি ইয়াও মিদ্দীন - ইয়্যাকা না'বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহ্দি নাস্সিরা তাল মুস্তাকীম - সিরা তাল্লাজীনা আন্ আমতা আলাইহিম - গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ্ দাল্লীন।

অনুবাদ ঃ — সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রতি পালক; পরম দয়ালু করুনাময়; কিয়ামতের দিনের মালিক। আমরা তোমাকেই ইবাদত করিয়া থাকি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাহিয়া থাকি। আমাদিগকে সোজা রাস্তায় চালাও, তাহাদেরই পথে যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছো; না তাহাদের (ইহুদীদের) পথে, যাহাদের উপর গজব রহিয়াছে এবং না গোমরাহদের (ঈসায়ীদের পথে)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ ফাতিহা মক্কা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, সাতটি আয়াত, সাতাশটি শব্দ ও একশত চল্লিশটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) বর্তমান সূরাহ এর শানে নুযুল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী মক্কা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন মদীনা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন সূরাহ ফাতিহা দুইবার অবতীর্ন হইয়াছে। একবার মক্কা শরীফে ও একবার মদীনা শরীফে। নামাজ ফরজ হইবার সময় মক্কা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে এবং কিবলা পরিবর্তনের সময় মদীনা শরীফে অবতীর্ন হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন সূরার অর্ধাংশ মক্কা শরীফে ও অর্ধাংশ মদীনা শরীফে নাযিল হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম উক্তিটি সর্বাধিক সহী। (সাবী)

আমর ইবনো শুরাহবীল হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত খাদীজা রাদী আল্লাহু আনহার নিকটে বলিয়াছেন— আমি একটি আওয়াজ শুনিয়া থাকি, যাহাতে বলা হইয়া থাকে ইক্বরা — পড়ুন। এ বিষয়ে হজরত খাদীজার চাচাতো ভাই তাওরাতের পন্ডিত অরকা ইবনো নওফলকে জানানো হইলে তিনি বলিয়াছেন — যখন এই আওয়াজ আসিবে তখন আপনি খুব একাগ্রতার সহিত শুনিবেন। ইহার পরে হজরত জিবরাঈল

আলাইহিস্ সালাম হুজুর পাকের খিদমতে হাজির হইয়া আবেদন করিয়াছেন— আপনি বলুন — বিস্মিল্লাহহির রহমা নির্রাহীম — আল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। এই বর্ণনা অনুযায়ী সূরাহ ফাতিহা সর্ব প্রথম নাযিল হইয়াছে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে — সর্ব প্রথম সূরাহ ইক্বরা অবতীর্ণ হইয়াছে। (খাযইনুল ইরফান)

(৩) প্রত্যেক নামাজে সূরাহ 'ফাতিহা' পাঠ করা অয়াজিব। কিন্তু ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদীর জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা কঠিন নাজায়েজ। কুরয়ান ও হাদীসের খেলাফ।

(৪) 'আমীন'। ইহা কুরয়ান পাকের আয়াত নয়। এই জন্য কুরয়ান পাকে লেখা নাই। তবে সূরাহ ফাতিহার পরে ও প্রত্যেক দুয়ার পরে 'আমীন' বলা সুন্নাত। হদীস অনুযায়ী হানাফী মাজহাবে 'আমীন' আস্তে বলিতে হইবে। আমাদের দেশের ওহাবী সম্প্রদায় আমীন জোরে বলিয়া থাকে ও ইমামের পশ্চাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিয়া থাকে। ওহাবী সম্প্রদায় গোমরাহ্। তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দলগুলি এই গোমরাহ্ দলের শাখা প্রশাখা।

(৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — সূরাহ ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধ। (বায়হাকী) ফজরের সুন্নাত ও ফরজ নামাজের মাঝখানে সূরাহ ফাতিহা একচল্লিশবার পাঠ করিয়া রুগীর উপর ফুঁক দিলে রুগী আরাম পাইয়া যাইবে। (জান্নাতী জেওর)

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا

الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণঃ — আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল ক্বাইউম - লাতাখুজুহু সিনাতুঁউ অলা নাউম – লাহু মাফিস্ সামা ওয়াতি অমাফিল আরদ্। মান্‌জাল্লাজী ইয়াশ্ ফাউ ইন্‌দাহু ইল্লা বিইজ্ নিহী – ইয়া'লামু মাবাইনা আইদিহীম অমা খালফাহুম অলা ইউহি তুনা বিশাই ইম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমাশায়া - অসিয়া কুরসী ইউহুস্ সামা ওয়াতি অল আরদা অলা ইয়া উদুহু হিফজু হুমা অহুয়াল আলি উল আ'জীম।

অনুবাদ ঃ — আল্লাহ, একমাত্র তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি (নিজেই সব সময়ে) জীবিত এবং (সমস্ত মাখলূকের) তত্ত্বাবধায়ক তাহাকে না তন্দ্রা স্পর্শ করিয়া থাকে, না নিদ্রা। তাহারই (সৃষ্টি), যাহা কিছু রহিয়াছে অসমান সমূহে ও যাহা কিছু রহিয়াছে জমীনে। কে রহিয়াছে যে তাহার বিনা অনুমতিতে তাহার নিকটে (কাহার জন্য) সুপারিশ করিবে? তিনি জ্ঞাত রহিয়াছেন যাহা কিছু তাহাদের (মাখলূকের) সামনে রহিয়াছে এবং যাহা রহিয়াছে তাহাদের পিছনে। আর তাহারা তাহার জ্ঞানের কিছু পাইয়া থাকেনা। কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাহার 'কুরসী' সমস্ত আসমান ও জমীন ব্যাপি এবং এই গুলিকে হিফাজত করিতে তাহার ভারী হইয়া থাকেনা। তিনিই (সমস্ত মাখলূকের উপর শক্তিতে) উচ্চ ও বড়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন — যে ব্যক্তি শয়ন করিবার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিয়া থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহার বাড়ী ও তাহার আশে পাশের বাড়ীগুলিকে নিরাপদ করিয়া রাখেন।

(২) হজরত ইমাম হুসাইন ইবনো আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিবে, সে দ্বিতীয় নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার হিফাজতে থাকিবে। (কাঞ্জুল উম্মাল)

(৩) রাতে শুইবার সময় যদি কেহ 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিয়া থাকে, তাহাহইলে আল্লাহ তায়ালার একজন ফিরিশ্‌তা সারা রাত্রি তাহাকে হিফাজত করিবেন এবং শয়তান তাহার কাছে আসিতে পারিবেনা।

সূরাহ ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

উচ্চারণঃ — ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলা তিল ক্বদরি অমা আদ্‌রাকা মা লাইলাতুল ক্বদরি - লাইলাতুল ক্বদরি খয়রুম মিন আলফি শাহরিন - তানাজ্জালুল মালাইকাতু অরূহু ফিহা বি ইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লে আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা ইল ফাজরি।

অনুবাদ ঃ — নিশ্চয় আমি উহা (কুরয়ান লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে সম্মানিত) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করিয়াছি; (প্রিয় পয়গম্বর!) তুমি কি জানো ক্বদরের রাত কি? ক্বদরের রাত (এর আমল) হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ইহাতে ফিরিশ্‌তা ও রূহ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক কাজের জন্য। (এই রাত হইল) শান্তিময়, যাহা সকাল পর্যন্ত (থাকে)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সূরাহ্ 'ক্বদর' মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে একটি রুকু, পাঁচটি আয়াত, তিরিশটি শব্দ ও একশত বারটি অক্ষর রহিয়াছে।

(২) হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অতীত উম্মাতের জনৈক আবেদের কথা বলিয়াছেন যে, যিনি সারা রাত ইবাদত করিতেন এবং সারা দিন জিহাদে লিপ্ত থাকিতেন। এই প্রকারে তিনি হাজার মাস কাটাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া মুসলমানেরা আশ্চর্য হইয়া ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে শবে ক্বদর দান করিয়াছেন এবং এই আয়াত পাককে নাযিল করিয়াছেন, যাহাতে বলা হইয়াছে — শবে ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

(৩) শবে ক্বদর সম্পর্কে উলামায় কিরামদিগের মতভেদ রহিয়াছে। সর্বাধিক সহী মতে রমযান মাসের সাতাশ রজনী হইল লাইলাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর। এই অভিমতটি হইল ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির। প্রকাশ থাকে যে, 'লাইলাতুল ক্বদর' لَيْلَةُ الْقَدْرِ শব্দটি থেকে সাতাশ রজনীর ইংগিত পাওয়া যায়। কারণ, এই শব্দটির মধ্যে রহিয়াছে নয়টি অক্ষর এবং এই সূরার মধ্যে শব্দটি তিনবার আসিয়াছে। নয়কে তিনগুন করিলে সাতাশ হইয়া থাকে।

(৪) যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় সূরাহ্ ক্বদর তিনবার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার মান সম্মান বাড়াইয়া দিবেন।

অজুর বিবরণ

ইমাম আবু হানীফা খালিদ বিন আলকামা হইতে - তিনি আব্দে খায়ের হইতে - তিনি হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— হজরত আলী অজু করিয়াছেন। তিনবার হাত ধুইয়াছেন। তিনবার কুল্লি করিয়াছেন। তিনবার নাকে পানি দিয়াছেন। মাথা মাসাহ করিয়াছেন। দুই পা ধুইয়াছেন। এবং তিনি বলিয়াছেন — ইহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অজু। (মোসনাদে ইমাম আ'জম) - আবু হাইয়াত বর্ণনা করিয়াছেন— আমি হজরত

আলীকে অজু করিতে দেখিয়াছি। তিনি দুই হাত ধুইয়াছেন। তারপর তিনবার কুল্লি করিয়াছেন। তিনবার নাকে পানি দিয়াছেন। তিনবার মুখ ধুইয়াছেন। দুই হাত কনুই সমেত তিনবার ধুইয়াছেন। মাথা একবার মাসাহ করিয়াছেন। দুই পা গোড়ালী সমেত ধুইয়াছেন। তারপর দাঁড়াইয়া অজুর অবশিষ্ট পানি পান করিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অজু কেমন ছিল, তাহা দেখাইতে পছন্দ করিয়াছি। (তিরমিজী, নাসায়ী) - উল্লেখিত হাদীসদ্বয় হইতে প্রমাণ হয় যে, অজুর সমস্ত অঙ্গ তিনবার করিয়া ধোয়া সুন্নাত। কিন্তু মাথা মাসাহ করা একবার সুন্নাত। ইহাই ইমাম আবু হানীফার মত।

অজু করিবার নিয়ম

অজুকারী প্রথমে অজুর আন্তরিক নিয়াত করিয়া কিবলার দিকে মুখ করতঃ কোন উচু স্থানে বসিয়া 'বিস্‌মিল্লাহির্‌রহমা নির্‌রাহীম' পাঠ করতঃ দুই হাতের টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। তারপর দাঁতন করিবে। যদি দাঁতন না থাকে, তাহা হইলে আঙ্গুল দিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া নিবে। ইহার পর তিনবার কুল্লি করিবে। যদি রোজাদার না হয়, তাহা হইলে গড়গড়াও করিবে। ইহার পর ডান হাত দিয়া তিনবার নাকে পানি দিবে এবং বাম হাত দিয়া নাক পরিষ্কার করিবে। তারপর সম্পূর্ণ মুখমন্ডল তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। মাথার চুলের গোড়া হইতে চিবুকের নিচে পর্যন্ত এবং ডান কানের লতি হইতে বাম কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত স্থানে পানি বহাইয়া দিতে হইবে। দাড়ি থাকিলে ধুইতে হইবে এবং আঙ্গুল দিয়া খিলাল করিতে হইবে। অবশ্য ইহরামের অবস্থায় থাকিলে খিলাল করিতে হইবেনা। ইহার পর ডান হাত তিনবার কনুই সমেত ধুইয়া ফেলিবে। অনুরূপ বাম হাত তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। যদি হাতে চুঁড়ি অথবা আংটি থাকে, তাহা হইলে ভাল করিয়া হেলাইতে হইবে। ইহার পর সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করিতে হইবে। মাসাহ করিবার উত্তম তরীকা ইহাই – একবার দুই হাতের তালু এবং দুই হাতের তিনটি করিয়া আঙ্গুল একে অপরের সহিত মিলিত ভাবে মাথার

প্রথম অংশ হইতে চাপিয়া শেষ অংশের দিকে লইয়া যাইবে। (ফাতাওয়ায় মুস্তফাবীয়া) ইহার পর শাহাদাত আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের ভিতরে এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের বাহিরে মাসাহ করিবে এবং আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করিবে। ইহার পর তিনবার ডান পা গোড়ালী সমেত ধুইয়া ফেলিবে। তারপর বাম পা ডান পায়ের ন্যায় তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দ্বারা দুই পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করিবে। ডান পায়ের ছোট আঙ্গুল হইতে খিলাল করা আরম্ভ করিবে এবং ধারাবাহিক ভাবে বাম পায়ের ছোট আঙ্গুলে শেষ করিবে।

অজুর ফরজ

অজুর ফরজ চারটি। (১) সম্পূর্ণ মুখমন্ডল একবার ধোয়া (২) দুই হাত কনুই সমেত একবার ধোয়া (৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ একবার মাসাহ করা (৪) দুই পা গোড়ালী সহ একবার করিয়া ধোয়া। (কোরয়ান শরীফ) পবিত্র কুরয়ানে কেবল মাথা মাসাহ করিবার নির্দেশ আসিয়াছে। হজরত মুগীরাহ বিন শো'বা রাদী আল্লাহু আনহুর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মাথার এক চতুর্থাংশে মাসাহ করিয়াছেন। এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা মাথার এক চতুর্থাংশে মাসাহ করা ফরজ বলিয়াছেন। অজু ও গোসলের মধ্যে যে অঙ্গগুলি ধুইবার নির্দেশ রহিয়াছে, কম পক্ষে ঐ অঙ্গগুলির উপর হইতে দুই ফোটা পানি বহিয়া যাওয়া শর্ত। অন্যথায় অজু ও গোসল কিছুই হইবেনা। (আলামগিরী, রদ্দুল মুহতার)

অজুর সুন্নাত

অজুর মধ্যে ষোলটি সুন্নাত রহিয়াছে। যথা — (১) অজুর নিয়াত করা, (২) 'বিস্মিল্লাহ' পাঠ করা, (৩) প্রথমে দুই হাত তিনবার ধোয়া, (৪) দাঁতন করা, (৫) ডান হাত দিয়া তিনবার কুল্লি করা, (৬) ডান হাত দিয়া তিনবার নাকে পানি দেওয়া, (৭) বাম হাত দিয়া নাক পরিস্কার করা, (৮) আঙ্গুল দিয়া

দাড়ি খিলাল করা, (৯) হাত এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করা, (১০) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করিয়া ধোয়া, (১১) সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা, (১২) ধারাবাহিক অজু করা, (১৩) দাড়ির যে চুলগুলি ঝুলিয়া থাকে সেগুলির উপরে ভিজা হাত বুলানো, (১৪) একটি অঙ্গ শুকাইবার পূর্বে অন্যটি ধোয়া, (১৫) কানগুলি মাসাহ করা, (১৬) প্রত্যেক অপছন্দ কথা হইতে বিরত থাকা। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

অজু ভঙ্গের কারণ

(১) পেশাব অথবা পায়খানা করা (২) পেশাব অথবা পায়খানার দ্বার হইতে কোন জিনিস বাহির হওয়া অথবা পায়খানার দ্বার হইতে হাওয়া বাহির হওয়া (৩) দেহের কোনো অংশ হইতে রক্ত অথবা পুঁজ বাহির হইয়া এমন স্থানে বহিয়া যাওয়া যে, ঐ স্থানে অজু অথবা গোসলে ধোয়া ফরজ (৪) খাদ্য অথবা পানি অথবা রক্ত অথবা পিত্ত মুখ ভর্তি হইয়া বমন হইয়া যাওয়া (৫) এমন অবস্থায় শোয়া, যাহাতে দেহের জোড়গুলি ঢিলা হইয়া যায় (৬) বেহুঁশ হইয়া যাওয়া (৭) কোনো জিনিষের নেশা এত বেশি হইয়া যাওয়া, যাহাতে পা সোজা ভাবে না পড়ে (৮) অসুস্থ চক্ষু হইতে পানি বাহির হওয়া (৯) রুকু, সিজদা বিশিষ্ট নামাযে খুব জোরে হাসা। (আলামগিরী)

কতিপয় জরুরী মসলা

(১) যদি অজু করিবার অবস্থায় কোন অঙ্গ ধোয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং এই সন্দেহটি জীবনের প্রথম, তাহা হইলে ঐ অঙ্গটি ধুইয়া লইবে। আর যদি সর্বদা এই প্রকার সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার দিকে লক্ষ করিবার প্রয়োজন নাই। অনুরূপ অজু করিবার পরে যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে পুনরায় অজু করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। (আলামগিরী) (২) অজু অবস্থায় ছিল, এখন অজু আছে, না নাই সন্দেহ হইলে, অজু করিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য

অজু করিয়া নেওয়া উত্তম। আর যদি বেঅজু অবস্থায় থাকে এবং সন্দেহ হয়, অজু করা হইয়াছে অথবা হয় নাই তাহা হইলে অজু নিশ্চয় নাই মনে করিয়া অজু করিতে হইবে। (আলামগিরী) (৩) স্মরণ রহিয়াছে যে অজুর মধ্যে একটি অঙ্গ ধোয়া হয় নাই। কিন্তু কোনটি তাহা মনে নাই। এমতাবস্থায় বাম পা ধুইয়া লইবে। (দুর্রে মুখতার) (৪) নিদ্রিত মানুষের মুখ থেকে যে লালা বাহির হয়, উহা পাক। (দুর্রে মুখতার) (৫) অজু করিবার পর নখ চুল কাটিলে অজু নষ্ট হইবেনা। (জান্নাতী জেওর) (৬) শিশু যদি বমন করিয়া দেয় এবং উহা পেট হইতে আসে, তাহা হইলে নাপাক হইবে। আর যদি সিনা হইতে আসে, তাহা হইলে পাক। (দুর্রে মুখতার) (৭) মশা, ছারপোকা রক্ত খাইলে অজু নষ্ট হইবেনা। (দুর্রে মুখতার) (৮) অজু করিতে করিতে যদি অজু নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে নতুন করিয়া অজু করিতে হইবে। এমন কি হাতে পানি থাকা অবস্থায় যদি হাওয়া বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পানি ফেলিয়া দিতে হইবে। (জান্নাতী জেওর) (৯) থুথুতে রক্ত আসিলে, রং যদি হলুদ হয়, তাহা হইলে অজু নষ্ট হইবেনা, আর যদি থুথু লাল হইয়া যায়, তাহা হইলে অজু নষ্ট হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার) (১০) বমনে কেবল ক্রিমি বাহির হইলে অজু নষ্ট হইবেনা। যদি পানি অথবা খাদ্য বাহির হয় এবং উহা যদি মুখ ভরিয়া না হয়, তাহা হইলে অজু নষ্ট হইবেনা। আর যদি মুখ ভরিয়া হয়, তাহা হইলে অজু নষ্ট হইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার)

গোসলের বিবরণ

গোসলের ফরজ তিনটি। (১) কুল্লি করা, (২) নাকে পানি দেওয়া, (৩) সমস্ত শরীরে পানি বহান। কুল্লি করিবার অর্থ এই নয় যে, সামান্য পানি মুখে নিয়া ফেলিয়া দেওয়া। বরং মুখ ভর্তি পানি লইয়া ঠোঁট হইতে কণ্ঠ নালীর জড় পর্যন্ত সমস্ত তালু এবং দাঁতের জড় ও জিহবার নিচে সমস্ত স্থানে পানি বহাইয়া দিতে হইবে অর্থাৎ মুখের মধ্যে পানি ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ফেলিতে হইবে। অন্যথায় ফরজ আদায় হইবেনা। – নাকে পানি দেওয়ার অর্থ ইহাই যে, শ্বাস উপরের দিকে টানিয়া নাকের নরম মাস পর্যন্ত এমন ভাবে পানি পৌঁছাইতে হইবে,

যাহাতে ভিতরের সমস্ত স্থানে পানি বহিয়া যায়, অন্যথায় ফরজ আদায় হইবেনা। মোটকথা, নাকের ভিতরের একটি লোম যদি না ভেজে, তাহা হইলে গোসল হইবেনা। – সমস্ত শরীরে পানি বহান ফরজ। যদি একটি লোম ভিজিতে বাকী থাকে তাহা হইলে গোসল হইবেনা।

গোসল করিবার নিয়ম

প্রথমে গোসলের আন্তরিক নিয়্যাত করতঃ দুই হাতের কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। তারপর পেশাব ও পায়খানার স্থান ধুইয়া ফেলিবে। চাই নাপাক লাগিয়া থাকুক অথবা নাই থাকুক। যদি শরীরের কোন স্থানে নাপাক লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে ধুইয়া ফেলিবে। এইবার অজু করিবে। কুল্লি ও নাকে পানি খুব ভাল করিয়া দিবে। তারপর পানি হাতে লইয়া ভাল করিয়া শরীরে মলিতে থাকিবে। শীতকালে খুব সতর্ক ভাবে গোসল করিতে হইবে। অনেক সময়ে শরীরের উপর পানি বহাইয়া দিলেও লোমের গোড়া শুকনো রহিয়া যায়। ইহার পর ডান ও বাম কাঁধে তিনবার করিয়া পানি বহাইয়া দিবে। তারপর মাথা এবং সমস্ত দেহে তিনবার পানি বহাইয়া দিবে। এমন কি একটি লোম ভিজিতে বাকী থাকিলে গোসল হইবে না। – অনেকেই নাপাক শরীরে লাগিয়া থাকা অবস্থায় এবং নাপাক কাপড়ে গোসল করিয়া থাকে। ইহাতে শরীর ও কাপড়ের নাপাক বেশি ছড়াইয়া পড়ে। তাই প্রথমে শরীর ও কাপড়ের নাপাক ধুইয়া ফেলা জরুরী। – যদি মাথার চুল বাঁধা থাকে, তাহা হইলে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো জরুরী। চুল খুলিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য ইহা মহিলাদিগের জন্য। পুরুষের বাঁধা থাকিলে, উহা খুলিয়া চুলের গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমস্ত চুলের উপর পানি বহাইতে হইবে; মহিলাদিগের কানে, নাকে অলংকার থাকিলে, উহা হেলাইয়া পানি পৌঁছানো জরুরী।

গোসল ফরজ হইবার কারণ

পাঁচটি কারণে গোসল ফরজ হইয়া যায় (১) কামোত্তেজনার সহিত মনি নির্গত হওয়া (২) স্বপ্নদোষ হওয়া (৩) লিঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রী লোকের অগ্র পশ্চাতে অথবা পুরুষের পশ্চাতে প্রবেশ করা ইহাতে দুইজনের প্রতি গোসল ফরজ হইবে (৪) মাসিক শেষ হইয়া যাওয়া (৫) নিফাস শেষ হইয়া যাওয়া। (আলামগিরী) – যাহার উপর গোসল ফরজ হইয়াছে তাহার বিনা গোসলে মসজিদে যাওয়া, কুরয়ান শরীফ ধরা ও উহা পাঠ করা, কোন আয়াত লেখা হারাম। হাদীস ও অন্য কিতাবে হাত দেওয়া মাকরূহ। ঐ সমস্ত কিতাবে আয়াতের স্থানে হাত দেওয়া হারাম। (রদ্দুল মুহতার) গোসল ফরজ হইলে গোসল করিতে বিলম্ব করা নাজায়েজ। আল্লাহর রহমতের ফিরিশ্‌তা বাড়ীতে প্রবেশ করে না। (বাহারে শরীয়ত) নাপাক অবস্থায় পানাহার অথবা স্ত্রী সঙ্গম করিতে ইচ্ছা করিলে অজু করিয়া নেওয়া উচিৎ। কম পক্ষে হাত মুখ ধুঁইয়া ফেলিতে হইবে। (জান্নাতী জেওর)

তায়াম্মুমের বিবরণ

যদি কোন কারণে পানি ব্যবহার করিবার অসামর্থ হয়, তাহা হইলে অজু গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ। যথা, এমন এক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে যে, চারি দিকে এক মাইলের মধ্যে পানি নাই অথবা নিকটে পানি রহিয়াছে কিন্তু দুশমন অথবা হিংস্র জন্তুর আক্রমনের ভয় রহিয়াছে অথবা পানি ব্যবহার করিলে রোগ হইবে অথবা রোগ বাড়িয়া যাইবে ইত্যাদি কারণে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ।

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি ঃ — (১) নিয়াত করা (২) সমস্ত মুখমন্ডলে হাত বুলানো (৩) কনুই সমেত দুই হাতের উপর হাত বুলানো। (দুর্রে মুখতার)

তায়াম্মুমের মধ্যে দশটি জিনিষ সুন্নাত ঃ — (১) 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করা (২) দুই হাত জমীনে মারা (৩) হাতে খুব বেশি ধুলা লাগিয়া গেলে ঝাড়িয়া ফেলা (৪) জমীনে হাত মারিয়া ঘষা (৫) প্রথমে মুখে হাত বুলানো (৬) তারপর হাতের উপর হাত বুলানো (৭) মুখে হাত বুলাইবার পর বিলম্ব না করিয়া দুই হাত মাসাহ করা (৮) প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত মাসাহ করা (৯) আঙ্গুল দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ (১০) আঙ্গুলে ধুলা ভরিয়া গেলে আঙ্গুলগুলি খিলাল করা। (বাহারে শরীয়ত)

বালি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। লোহা, পিতল, তামা ও কাঠ ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নয়। এক কথায় মাটি জাতীয় জিনিষে তায়াম্মুম জায়েজ। যাহা মাটি জাতীয় নয়, উহাতে জায়েজ নয়। যাহা আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়না অথবা গলিয়া যায়না, উহা মাটির জাত। আর যাহা আগুনে পুড়িয়া অথবা গলিয়া যায়, উহা মাটির জাত নয়।

মসজিদে শয়ন অবস্থায় নাপাক হইয়া গেলে, তায়াম্মুম করতঃ বাহির হইতে হইবে। মসজিদের দেওয়ালে অথবা জমীনে তায়াম্মুম করা জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত) যে সমস্ত জিনিষে অজু নষ্ট হইয়া যায় অথবা গোসল ওয়াজিব হইয়া যায়, উহাতে তায়াম্মুম নষ্ট হইয়া যায়। উহা ব্যতিত যখন পানি ব্যবহার করিতে সামর্থ হইবে, তখন তায়াম্মুম বাতিল হইয়া যাইবে।

তায়াম্মুম করিবার নিয়ম

'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করতঃ প্রথমে আন্তরিক ভাবে তায়াম্মুমের নিয়াত করিবে। ইহার পর দুই হাতের আঙ্গুলগুলি ছড়াইয়া রাখিয়া মাটিতে অথবা দেওয়ালে দুই হাত মারিবে। তারপর দুই হাত দ্বারা সম্পূর্ণ মুখমন্ডলে ভালো করিয়া বুলাইবে। অজুতে যত দুর পর্যন্ত ধোয়া ফরজ তত দুর পর্যন্ত হাত বুলাইবে। ইহার পর দুই হাত মাটিতে অথবা দেওয়ালে মারিয়া বাম হাত দ্বারা ডান হাত এবং ডান হাত দ্বারা বাম কনুই সমেত বুলাইবে। যত দুর পর্যন্ত অজুতে ধোয়া ফরজ তত দুর পর্যন্ত হাতের সমস্ত অংশের উপর হাত বুলাইতে হইবে। যদি নাকে

অথবা হাতে অলংকার থাকে, তাহা হইলে সেগুলি হটাইয়া হাত বুলাইতে হইবে। হাত বুলানো হইতে একটি লোম বাকী থাকিলে তায়াম্মুম হইবেনা। (দুর্রে মুখতার)

হায়েজ ও নিফাসের বিবরণ

বালেগ মহিলার সামনের দিক দিয়া সাভাবিক ভাবে যে রক্ত বাহির হয়, উহাকে 'হায়েজ' বলা হয়। অসুস্থতার কারণে যে রক্ত বাহির হয়, উহাকে 'ইস্তেহাজা' বলা হয়। সন্তান জন্ম গ্রহণের পর যে রক্ত বাহির হয়, উহাকে 'নিফাস' বলা হয়। 'হায়েজ' — এর নিম্ন সময় তিন দিন তিন রাত। অর্থাৎ পূর্ণ বাহাত্তর ঘন্টা। ইহার কমে যে রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে, উহা হায়েজ নয়, বরং ইস্তেহাজা হইবে। হায়েজের উর্দ্ধ সময় দশ দিন দশ রাত। যদি দশ দিন দশ রাতের পরে রক্ত বাহির হয় এবং এই রক্ত যদি জীবনের প্রথম হয়, তাঁহা হইলে দশ দিন পর্যন্ত হায়েজ গনণা করা হইবে এবং উহার পরে যে রক্ত বাহির হইয়াছে, উহা ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি মহিলার ইতি পূর্বে হায়েজ হইয়া থাকে এবং দশ দিনের কম থাকে, তাহা হইলে দশ দিন হায়েজ গণ্য হইবে এবং বাকী দিনগুলি ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। নয় বৎসর হইতে পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত যে রক্ত আসিবে তাহা হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে। নয় বৎসরের পূর্বে এবং পঞ্চান্ন বৎসরের পরে যে রক্ত বাহির হইবে, তাহা হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবেনা, বরং ইস্তেহাজা হইবে। অবশ্য যদি পঞ্চান্ন বৎসরের পর পূর্বের ন্যায় খাঁটি রক্ত আসে, তাহা হইলে উহা হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে।

নিফাসের নিম্নে সময় বলিয়া কিছুই নাই। সন্তান জন্মের এক মিনিট পর রক্ত বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। নিফাসের উর্দ্ধ সময় চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিনের পর যে রক্ত বাহির হইবে উহা 'ইস্তেহাজা'। দুই 'হায়েজ' এর মাঝখানে কমপক্ষে পনেরো দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি রক্ত বাহির হয়, তাঁহা হইলে উহা ইস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। (জান্নাতী জেওর)

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নামাজ পড়া ও রোজা রাখা হারাম। ঐ দিনগুলির নামাজ মাফ। পরে আদায় করিতে হইবেনা। অবশ্য পরে রোজার কাজা আদায় করা ফরজ। হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় দেখিয়া অথবা না দেখিয়া

কুরয়ান শরীফ পাঠ করা হারাম। অনুরূপ কুরয়ান শরীফ ধরাও হারাম। অবশ্য জুজদানের মধ্যে থাকিলে ধরায় দোষ হইবেনা। (আলামগিরী)

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় কুরয়ান মাজীদ ছাড়া সমস্ত প্রকার জিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েজ। নামাজের অয়াক্তে অজু করতঃ দরূদ শরীফ, জিকির ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকা মুস্তাহাব। (আলামগিরী)

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় সহবাস করা হারাম। এমন কি নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত স্ত্রী লোকের দেহে হাত দেওয়া হারাম। (আলামগিরী)

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় মসজিদে যাওয়া হারাম। অবশ্য ঈদ গাহে যাইতে পারে। (জান্নাতী জেওর)

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করা হালাল জানিলে কাফের হইয়া যাইবে। হারাম জানিয়া সঙ্গম করিলে কঠিন গোনাহ্গার হইবে। তওবা করা ফরজ। (আলামগিরী)

হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় স্ত্রী লোকের তৈরি করা খাদ্য খাওয়া অথবা এক সঙ্গে একই পাত্রে খাওয়া অথবা উহার ঝুঁটা খাওয়া জায়েজ। (জান্নাতী জেওর)

ইস্তেহাজার অবস্থায় সব জায়েজ। অর্থাৎ নামাজ পড়িতে হইবে, রোজা রাখিতে হইবে, কুরয়ান শরীফ পাঠ করিতে পারিবে, মসজিদ ও কাবা শরীফে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং সঙ্গম করাও জায়েজ। (আলামগিরী)

নামাজের সময়ের বিবরণ

দিন ও রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারিত করিয়াছেন। যে নামাজের জন্য যে ওয়াক্ত বা সময় নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে ঐ নামাজ আদায় করা ফরজ। নির্ধারিত সময় অতিক্রম করিলে নামাজ কাজা হইয়া যাইবে।

ফজরের সময়

সুবহা সাদেক হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য উদয় পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময়। এই সময়ের মধ্যে যখন ইচ্ছা নামাজ পড়িলে হইবে। কিন্তু ফজরের নামাজ একটু বিলম্বে শেষ সময়ের দিকে পড়াই মুস্তাহাব। 'সুবহা সাদেক' শীতকালে প্রায় ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট এবং গরম কালে প্রায় দেড় ঘন্টার মত থাকে।

জোহরের সময়

সূর্য্য ঢলিবার পর হইতে আরম্ভ হয় এবং কোন জিনিষের আসল ছায়া বাদ দিয়া দ্বিগুন হইবার পূর্ব পর্যন্ত জোহরের সময় থাকিবে। শীত কালে জোহরের নামাজ সময়ের প্রথম দিকে এবং গরম কালে বিলম্ব করিয়া পড়া মুস্তাহাব।

আসল ছায়া ধরিবার নিয়ম

একটি লাঠি মাটিতে সোজা ভাবে পুঁতিয়া দিতে হইবে। সূর্য্য যত উপরে উঠিবে, লাঠির ছায়া ততই ছোট হইবে। যখন ছায়া ছোট হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন ছায়া আসল হইয়া গেল। এই সময়টা দুপুর বলা হয়। এই সময় হইতে জোহরের নামাজ আরম্ভ হইয়া গেল। লাঠির ছায়া যে পর্যন্ত গিয়া আর ছোট হইল না। সেখানে একটি দাগ দিয়া রাখিতে হইবে। যখন ঐ ছায়াটি বড় হইয়া দ্বিগুন হইয়া যাইবে, তখন জোহরের সময় শেষ হইয়া গেল।

আসরের সময়

জোহরের সময় শেষ হইবার পর হইতে আসরের সময় আরম্ভ হইয়া যায় এবং অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আসরের সময় বাকী থাকে। শীত কালে প্রায় দেড় ঘন্টার মত এবং গরম কালে প্রায় দুই ঘন্টার মত আসরের সময় থাকে। সব সময় আসরের নামাজ বিলম্ব করিয়া পড়া মুস্তাহাব। অবশ্য এত বিলম্ব করিবে না, যাহাতে সূর্য্য হলুদ হইয়া যায়।

মাগরিবের সময়

সূর্য্য অস্ত যাইবার পর হইতে মাগরিবের সময় আরম্ভ হইয়া যায় এবং 'শফক' অদৃশ্য হইয়া যাওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। 'সফক' ঐ সাদা আভাকে বলা হয়, যাহা সূর্য্য অস্ত যাইবার পর পশ্চিম আকাশের লাল আভা কাটিবার পর সুবহা সাদেকের ন্যায় যে সাদা ভাবটি উত্তর ও দক্ষিণ আকাশে ছড়াইয়া যায়। আমাদের দেশে মাগরিবের সময় কমপক্ষে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট এবং বেশির দিকে প্রায় দেড় ঘন্টার মত থাকে। প্রত্যেক দিন ফজরের সময় যতক্ষন থাকে, ততক্ষন মাগরিবের সময় থাকে।

ঈশার সময়

মাগরিবের সময়ের পর হইতে সুবহা সাদেক প্রকাশ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঈশার সময় থাকে। রাতের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ঈশার নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। অর্ধ রাত পর্যন্ত পড়া মুস্তাহাব এবং উহার পর মাকরুহ।

বিতিরের সময়

ঈশা ও বিতিরের একই সময়। কিন্তু ঈশার নামাজের পূর্বে বিতির পড়া জায়েজ নয়। কারণ, বিতিরের পূর্বে ঈশার নামাজ আদায় করা ফরজ। ইচ্ছাকৃত ঈশার পূর্বে বিতির পড়িলে আদায় হইবেনা। ঈশার পর পূণরায় বিতির পড়িতে হইবে। যদি বিতির নামাজ ভুল করিয়া ঈশার পূর্বে পড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে ঈশার নামাজ আদায় করিবার পর বিতির পড়িতে হইবেনা।

মাকরূহ সময়ের বিবরণ

সূর্য্য উদয়, অস্ত ও দুপুর বেলায় কোন নামাজ পড়া জায়েজ নয়। অবশ্য ঐ দিনের আসরের নামাজ যদি পড়া না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় পড়া জায়েজ। এই প্রকার বিলম্বে পড়া কঠিন গোনাহ্। – ঐ তিনটি

সময়ে জানাজা আসিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে পড়া বিনা মাকরূহে জায়েজ। ঐ তিনটি সময়ের পূর্বে জানাজা আসিয়া গিয়াছে কিন্তু বিলম্ব করিবার কারণে যদি মাকরূহ সময় আসিয়া যায়, তাহা হইলে জানাজা পড়া মাকরূহ হইবে। (আলামগিরী) - - সূর্য্য উদয়ের সময়ে প্রায় কুড়ি মিনিট নামাজ নাজায়েজ। সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্বে যখন উহার রং কালো মত হইয়া যাইবে, তখন হইতে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন নামাজ জায়েজ নয়। অবশ্য ঐ দিনের আসর পড়িলে মাকরূহ হইয়া আদায় হইয়া যাইবে। অনুরূপ দ্বিপ্রহরের সময় কোন নামাজ জায়েজ নয়। বারোটি সময়ে নফল ও সুন্নাত নামাজে পড়া নিষেধ। যথা, (১) সুবহা সাদেকের পর হইতে সূর্য্য উদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ও ফরজ ছাড়া অন্য কোন নফল নামাজ পড়া নিষেধ। (২) ইকামাত আরম্ভ হওয়া হইতে জামায়াত শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরিমী। অবশ্য ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়িয়া যদি জামায়াতে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সুন্নাত পড়া জায়েজ হইবে। আর যদি ধারনা হয় যে, সুন্নাত পড়িলে জামায়াত ত্যাগ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সুন্নাত না পড়িয়া জামায়াত ধরিতে হইবে। কেবল ফজরের নামাজ ছাড়া অন্য নামাজের ইকামাত হইবার পর যদি ধারনা হয় যে, সুন্নাত পড়িবার পর জামায়াত পাওয়া যাইবে, তবুও সুন্নাত পড়িবার অনুমতি নাই। সুন্নাত ত্যাগ করিয়া জামায়াত ধরিতে হইবে। (৩) আসরের নামাজ পড়িবার পর সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যে কোন নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। সূর্য্য অস্ত যাইবার কুড়ি মিনিট পর্যন্ত কাজা নামাজ পড়া জায়েজ। (৪) সূর্য্য অস্ত যাইবার পর মাগরিবের ফরজ পড়িবার পূর্বে কোন নফল নামাজ জায়েজ নেই। (৫) যখন ইমাম নিজ স্থান হইতে জুমআর খুৎবার জন্য দাঁড়াইবে। সেই সময় হইতে জুমআর নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন সুন্নাত, নফল ইত্যাদি জায়েজ নয়। (৬) খুৎবাহ পাঠের সময় কোন সুন্নাত, নফল জায়েজ নয়। চাই জুমআর খুৎবাহ হউক অথবা ঈদের খুৎবাহ অথবা গ্রহণের খুৎবাহ অথবা নেকাহ অথবা ইস্তেস্কার খুৎবাহ হউক। অবশ্য সাহেবে তারতীবের জন্য জুমআর খুৎবার মাঝে কাজা নামাজ পড়িয়া নেওয়া জরুরী। (৭) ঈদের নামাজের পূর্বে বাড়িতে হউক অথবা মসজিদে অথবা ঈদ গাহে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। (৮) ঈদের নামাজের পর ঈদ গাহ অথবা মসজিদে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। অবশ্য বাড়িতে পড়া মাকরূহ নয়।

(৯) আরফার ময়দানে জোহর ও আসর এক সঙ্গে পড়িতে হয়। ঐ দুই নামাজের মাঝখানে এবং নামাজের পর নফল ও সুন্নাত পড়া মাকরূহ। (১০) মুজদালফায় মাগরিব ও ঈশাকে এক সঙ্গে পড়িতে হয়। ঐ নামাজের মাঝখানে নফল ও সুন্নাত পড়া মাকরূহ। অবশ্য ঐ দুই নামাজের পর নফল, সুন্নাত পড়িলে মাকরূহ হইবেনা। (১১) ফরজ নামাজের সময় যদি সংকীর্ণ হয়, তাহা হইলে সুন্নাত পড়া মাকরূহ। অতি শীঘ্র ফরজ নামাজ আদায় করিয়া ফেলিবে যাহাতে নামাজ কাজা হইয়া না যায়। (১২) পেশাব, পায়খানার খুব প্রয়োজন থাকিলে উহা চাপিয়া যে কোন নামাজ পড়া মাকরূহ।

আজানের বিবরণ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি সওয়াবের জন্য সাত বৎসর আজান দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জাহান্নাম হইতে নাজাত প্রাপ্ত বলিয়া লিখিয়া দিবেন। (ইবনো মাজা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি বারো বৎসর আজান দিবে, তাহার জন্য জান্নাত অয়াজিব হইয়া যাইবে। (হাকিম)

আজান ইসলামের একটি অন্যতম নিদর্শন। যদি কোন গ্রামের অথবা শহরের মানুষ আজান দেওয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে ইসলামী বাদশা উহাদিগকে আজান দিতে বাধ্য করিবে। ইহাতে মানুষ যদি অস্বীকার করে, তাহা হইলে উহাদের সহিত জিহাদ ঘোষনা করিবে। (কাজী খান) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার নামাজ মসজিদে জামায়াতের সহিত আদায় করিবার জন্য আজান দেওয়া 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'। যদি আজান না হয়, তাহা হইলে সেখানকার সমস্ত মানুষ গোনাহ্‌গার হইয়া যাইবে। – মসজিদে বিনা আজান ও ইক্বামতে জামায়াত করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। ওয়াক্ত হইবার পর আজান দিতে হইবে। যদি সময়ের সামান্য আগে আজান হইয়া যায়, তাহা হইলে পূণরায় আজান দিতে হইবে। (জান্নাতী জেওর) যদি মুয়াজ্জিন আজানের মধ্যে কথা বলে, তাহা হইলে পূণরায় আজান দিতে হইবে। (সাগিরী) আজানের সময়ে সালাম দেওয়া, নেওয়া

জায়েজ নয়। সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া দিবে এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া শ্রবন করিবে এবং উহার উত্তর দিবে। অনুরূপ ইক্বামতের সময় করিবে। (আলামগিরী) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি আজানের সময়ে দুনিয়ার কথা বলিবে, তাহার চল্লিশ বৎসরের আমল বরবাদ হইয়া যাইবে। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া) যে ব্যক্তি আজানের সময় কথা বলিতে থাকিবে, খোদা না করুন তাহার ইন্তেকাল ভালো অবস্থায় না হইবার. আশংকা রহিয়াছে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে

সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। চাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান হউক অথবা খুৎবার আজান হউক, মুখে আজান দেওয়া হউক অথবা মাইকে আজান দেওয়া হউক, মসজিদের ভিতর দেওয়া নাজায়েজ — মাকরূহ তাহরিমী। আজকাল অধিকাংশ স্থানে মসজিদের ভিতরে মাইক লাগাইয়া আজান দেওয়া হইতেছে, ইহা নাজায়েজ — মাকরূহ তাহরিমী। অধিকাংশ স্থানে খুৎবার আজান মসজিদের ভিতরে প্রথম লাইনে খুব আস্তে আস্তে দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা সুন্নাতের খেলাফ, নাজায়েজ ও মাকরূহ তাহরিমী। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগ হইতে হজরত উসমান গণী রাদী আল্লাহু আনহুর প্রথম যুগ পর্যন্ত জুমুয়ার নামাজের জন্য কেবল খুৎবার আজানটি হইত। যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হইয়া গেল এবং দুর দুরান্তে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ঐ একটি আজানে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। হজরত উসমান গণী বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করতঃ খুৎবার আজানের পূর্বে জাওরা নামক স্থানে আরো একটি আজান দেওয়া আরম্ভ করিলেন। আজও আজানটি যথা নিয়মে আমরা পালন করিতেছি। যদিও লা- মাজহাবী সম্প্রদায় ঐ আজানটি ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। হজরত উসমান গণীর অতিরিক্ত আজানটি জাওরা নামক স্থানে হইত ইহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। এখন একটি প্রশ্ন রহিয়া যায় যে, খুৎবার আজানটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের

যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদিগের যুগে কোন্ স্থানে হইত? – হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জুমুয়ার দিবস যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মিম্বারে বসিতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত। (আবুদাউদ)

উল্লেখিত হাদীস হইতে পরিষ্কার প্রমান হয় যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদিগের যুগে খুৎবার আজান মসজিদের বাহিরে হইত। আবু দাউদ শরীফের হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। যাহারা এই সহীহ হাদীসটিকে জঈফ বলিয়া ভিতরে আজান দিয়া থাকেন, তাহারা চরম গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছেন। কারণ, (১) জঈফ বলিয়া আদৌ প্রমান করিতে পারিবেন না। (২) ঐ হাদীসটির বিপরীত দ্বিতীয় কোন হাদীস নাই। (৩) রাসুল পাকের যুগে কেবল খুৎবার আজানটি ছিল। যদি ঐ আজানটি মসজিদের ভিতরে আস্তে আস্তে হইত, তাহা হইলে মানুষ কি প্রকারে উপস্থিত হইত? যাহারা বলিয়া থাকে যে, হজরত উসমান গণীর আবিষ্কার করা আজানের পর হইতে হুজুরের খুৎবার আজানটি মসজিদের ভিতরে দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারা চরম গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছেন। কারণ, প্রতিটি সাহাবা হুজুরের প্রতিটি সুন্নাতকে নিজেদের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। তাহা হইলে হজরত উসমান গণীর ন্যায় একজন সাহাবা খুৎবার আজানকে মসজিদের ভিতর ঢুকাইয়া রসুল পাকের সুন্নাতকে মুর্দা করিয়া দিলেন? (নাউজুবিল্লাহ) ইহা হজরত উসমান গণীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

হানাফী মাজহাবের সমস্ত ফিকহের কিতাবে মসজিদের ভিতর আজান দেওয়া মূলতঃ নাজায়েজ বলা হইয়াছে। অতএব, খুৎবার আজান মসজিদের ভিতর দেওয়া জায়েজ হইতে পারেনা। অবশ্য কিছু ফিকহের কিতাবে ইমামের সামনে আজান দেওয়ার কথা উল্লেখিত হইয়াছে। যাহারা 'ইমামের সামনে' হইতে মসজিদের ভিতর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা চরম গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছেন। কারণ, (১) আবু দাউদের হাদীসে 'সামনে' বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে উহার ব্যাখ্যা করতঃ মসজিদের দরওয়াজায় আজান হইত বলা হইয়াছে। অতএব, ফিকহের কিতাবে যে 'ইমামের সামনে' বলা হইয়াছে উহার অর্থ মসজিদের ভিতর নয়, বরং বাহির ধরিতে হইবে। অন্যথায় ফিকহের কিতাব হাদীসের বিপরীত হইয়া যাইবে।

(২) সমস্ত ফিকহের কিতাবে মসজিদের ভিতর আজান দেওয়া নিষেধ করা হইয়াছে। যদি খুৎবার আজান মসজিদের ভিতর দেওয়া হয়, তাহা হইলে একই কিতাবে দুইটি উক্তি পরস্পর বিরোধী হইয়া যাইবে।

(৩) সমস্ত আজানের উদ্দেশ্য হইল মানুষকে আহ্বান করা। মসজিদের ভিতরে আজান হইলে উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া যাইবে।

(৪) আজান ইসলামের একটি অন্যতম নিদর্শন। যাহা নিদর্শন হয়, তাহা কোন সময় ভিতরে থাকে না, বরং বাহিরে থাকে।

(৫) জজের এজলাস হইতে অপরাধীকে চিৎকার করিয়া আহ্বান করা হয় না। মসজিদ হইল দরবারে ইলাহী। আমরা প্রত্যেকেই অপরাধী। অতএব, মসজিদের ভিতর আজান দিয়া মুসাল্লীগণকে ডাকা দরবারে ইলাহীর চরম বেয়াদবী।

যাহারা বলিয়া থাকেন যে, খুৎবার আজান বাহিরে চালু করিলে ফিৎনা হইবে, তাহারা চরম গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছেন। কারণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ফিৎনার যুগে যাহারা আমার একটি মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবে, তাহারা এক শত শহীদের সওয়াব পাইবে। বর্তমান হাদীসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিবার প্রেরণা দিয়াছেন। ফিৎনার কথা বলিয়া রসুলুল্লাহর সুন্নাতকে মুর্দা করিয়া রাখা গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। হজরত উমার বিন আব্দুল আজীজ বহু মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে ফিৎনাকারী বলেন নাই। হাদীসের প্রতি আমল করা ফিৎনা নয়, বরং যাহারা বাধা প্রদান করিয়া থাকে তাহারাই ফিৎনাকারী।

হানাফী মাজহাবের সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলিতে মসজিদের বাহিরে আজান দেওয়া সুন্নাত এবং ভিতরে দেওয়া নাজায়েজ ও মাকরূহ তাহরিমী বলা হইয়াছে। যথা, কাজীখান, আলামগিরী, বাহরুর্রায়েক, তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, উমদাতুর রেয়াইয়া ইত্যাদি। মুসলমানগণ! আল্লাহর অয়াস্তে এবং হুজুরের হাদীসকে স্মরণ করিয়া মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া বন্ধ করিয়া বাহিরে আজান চালু করিয়া দিন। ইনশা আল্লাহ, আপনাদের আমলনামায় একশত শহীদের সওয়াব লেখা হইবে।

দাফনের পর আজান মুস্তাহাব

জানিয়া রাখা উচিৎ যে, আজান কেবল নামাজের জন্য নয়। আজান হইলেই যে নামাজ পড়িতে হইবে তাহাও নয়। যেমন পাঁচ অয়াক্ত নামাজ ও জুমআর নামাজের জন্য আজান দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ঈদ, বকরা ঈদ, ইস্তেস্কা ও গ্রহণের নামাজের জন্য আজান নাই। অনুরূপ সন্তান - সন্ততি জন্মগ্রহণ করিলে, দুঃখিত ব্যক্তির কানে, যুদ্ধের ময়দানে, আগুন লাগিয়া গেলে, রাস্তা ভুলিয়া গেলে ইত্যাদি স্থানে আজান দেওয়া মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। (শামী) অথচ ঐ আজানগুলির পরে নামাজ পড়া হয় না।

দাফনের পর কবরের নিকট আজান দেওয়া মুস্তাহাব। (শামী, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, বাহারে শরীয়ত) ইহাতে মুর্দার বহু উপকার হইয়া থাকে। যথা, হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম সরন্দীপ নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া ভয় পাইয়া ছিলেন। তাঁহার এই ভয় দূর করিবার জন্য হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আজান দিয়াছিলেন। (খাসায়েসে কোবরা) মুর্দা কবরের ন্যায় একটি নতুন জগতে উপস্থিত হইয়া ভীত হইয়া পড়িবে। আজানে তাহার ভয় দূর হইয়া যাইবে, ইনশা আল্লাহ।

দাফনের পর কবরে মুর্দাকে আল্লাহ, রসুলুল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আজানের মধ্যে ঐ প্রশ্নগুলির জবাব রহিয়াছে। ইনশা আল্লাহ, দাফনের পর আজান দিলে মুর্দার উপকার হইবে।

হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শয়তান আজান শুনিয়া রাওহা নামক স্থান পর্যন্ত পলায়ন করে। হজরত জাবির বলিয়াছেন— মদীনা শরীফ হইতে 'রাওহা' নামক স্থানের ব্যবধান ছত্রিশ মাইল। (মুসলিম শরীফ)

ইমাম তিরমিজী 'নাওয়াদিরুল উসুল' এর মধ্যে হজরত সুফিয়ান সাউরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন মুর্দাকে প্রশ্ন করা হয়, তোমার 'রব' অর্থাৎ প্রতিপালক কে? তখন শয়তান উহার নিকট প্রকাশ হইয়া নিজের দিকে ইংগিত করতঃ বলিয়া থাকে — আমি তোমার প্রতিপালক। 'নুজহাতুল কারীশরহে বোখারী' কিতাবে উল্লেখিত হাদীসটি হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমানের মহা সম্পদ ঈমান। ঈমানের মহা শত্রু শয়তান। শয়তান

মুসলমানের ঈমান ছিনাইবার জন্য কবরে পর্যন্ত আক্রমন করিবে। দাফনের পর আজান দিলে শয়তান ছত্রিশ মাইল দূরে পলায়ন করিবে। মুর্দা মুনকীর ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তর সহজে দিয়া দিবে, ইনশা আল্লাহ। ইহা ছাড়াও আরো বহু উপকারীতা রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর লেখা 'ইজানুল আজর ফি আজানিল কবর' পাঠ করুন। আর বাংলা ভাষায় বিস্তারিতভাবে জানিতে হইলে আমার লেখা — 'দাফনের পর' নামক বইটি অবশ্যই পাঠ করিবেন।

আজান দেওয়ার নিয়ম

মসজিদের বাহিরে কোন উঁচু স্থানে কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে এবং দুই কানের ছিদ্রতে দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়া উচ্চ শব্দে বলিবে —

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ   اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ   اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ   اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ   حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ

حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ   حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ   لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -
আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ -
আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ।
হাইয়া আলাস্ সলাহ - হাইয়া আলাস্ সলাহ।
হাইয়া আলাল ফালাহ্ - হাইয়া আলাল ফালাহ্।
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।।

ফজরের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার পর দুইবার اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'আস্ সলাতু খয়রুম মিনান্নাউম' বলিবে। আজানের পর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। মুয়াজ্জিন ও শ্রোতা সবাই নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিবে —

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহীদ্ দাওয়া তিত্ তাম্মাতি অস্সালাতিল কায়িমাতি আতি সাইয়েদানা মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অল ফাদীলাতা অদ্দারাজা তাররাফী আতা অব আসহু মাকামান মাহমুদা নিল্লাজী অয়াত্ তাহু অরজুকনা শাফায়াতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীয়াদ।

যখন মুয়াজ্জিন 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' বলিবে, তখন শ্রোতাবৃন্দ দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবে। ঐ সময়ে এই দোয়াটি পাঠ করিবে —

قُرَّةُ عَيْنِیْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِیْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

'কুর্রাতো আয়নী বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিস্ সামঈ অল বাসারী'। (রদ্দুল মুহতার)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি আজানে আমার নাম শুনিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবে আমি কিয়ামতের ময়দানে তাহাকে খুঁজিয়া জান্নাতে লইয়া যাইবো। (মুসনাদুল ফিরদাউস, জায়াল হক)

হুজুরের নাম শুনিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলানো মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুতার, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, বাহারে শরীয়ত) অবশ্য খুৎবার আজানে মুক্তাদীগণের মৌখিক জবাব দেওয়া জায়েজ নাই। (দুর্রে মুখতার) শরীর নাপাক থাকিলেও আজানের উত্তর দিতে পারিবে। (জান্নাতী জেওর) মহিলা হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায়, সঙ্গম করিবার সময়, পেশাব ও পায়খানা করিবার সময় আজানের উত্তর দিতে হইবেনা। (দুর্রে মুখতার)

সলাত পাঠ করা মুস্তাহাব

আজান ও ইক্বামাতের মাঝখানে 'সলাত' পাঠ করা অর্থাৎ *'আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ'* উচ্চস্বরে বলা জায়েজ – মুস্তাহসান। শরীয়তের পরি ভাষায় এই 'সলাত' কে 'তাস্‌বীব' বলা হইয়া থাকে। উলামায়ে ইসলাম মাগরিবের নামাজ ছাড়া সমস্ত নামাজের জন্য তাস বীব পাঠ করা মুস্তাহাব বলিয়াছেন। (আলামগিরী, মারাকিল ফালাহ ইত্যাদি) এই 'তাসবীব' আরব ও অনারব পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে চালু রহিয়াছে। অবশ্য তাসবীব পাঠকরিবার জন্য নির্দিষ্ট কোন শব্দ নাই। যে কোন ভাষায় যে কোন শব্দ উচ্চারণ করতঃ তাসবীব পাঠ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে অধিকাংশ মসজিদে মাইকে মানুষ ডাকা হইয়া থাকে, যদিও উহা নাজায়েজ নয়। কিন্তু রাসুলুল্লাহর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ ডাকাই উত্তম।

৭৮১ হিজরী রবিউল অউয়াল মাসে সোমবার দিন ঈশার অয়াক্ত হইতে আজানের পর সলাত ও সালাম পাঠ করা চালু হইয়াছে। ইহার পর জুময়াতে চালু হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পর মাগরিব ছাড়া সমস্ত নামাজে চালু হইয়াছে। (দুর্রে মুখতার) তাসবীবের মসলায় উলামায় দেওবন্দ এক মত। (ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ)

ইক্বামাত

ইক্বামাত আজানের মতই পাঠ করিতে হয়। ইক্বামাত ও আজানের মধ্যে পার্থক্য ইহাই যে, আজানের শব্দগুলি থামিয়া থামিয়া বলিতে হয় এবং ইক্বামাতের শব্দগুলি তাড়াতাড়ি বলিতে হয়। ইক্বামাতে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার পর দুইবার 'ক্বাদকা মাতিস্ সলাহ' বলিতে হইবে। আজানের শব্দগুলি খুব উচ্চস্বরে বলিতে হইবে। কিন্তু ইক্বামাতের শব্দগুলি আজানের ন্যায় উচ্চস্বরে বলিতে হইবেনা। কেবল মসজিদের মানুষগুলি শুনিতে পাইলে যথেষ্ট হইবে। ইক্বামাত বলিবার সময় কানে আঙ্গুল দিতে হয় না। আজান মসজিদের বাহিরে দিতে হয় কিন্তু ইক্বামাত মসজিদের ভিতরে পড়া হইবে। (জান্নাতী জেওর) যদি ইমাম ইক্বামাত পাঠ করে, তাহা হইলে 'ক্বাদকা মাতিস্ সলাহ' বলিবার সময় সামনের মুসাল্লাতে যাইবে। (রদ্দুল মুহতার) ইক্বামাত পাঠ করিবার সময় যখন 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে, তখন ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ঘুরাইতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

ইক্বামাত পাঠ করিবার সময় ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে বসিয়া থাকিতে হইবে। যখন মুকাব্বির 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে, তখন সবাই উঠিবে। (আলামগিরী) ইক্বামাত পাঠ করিবার সময় দাঁড়াইয়া থাকা সুন্নাতের খেলাফ। ইক্বামাতের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। ইক্বামাতের জবাব আজানের মত। কেবল 'ক্বাদকা মাতিস্ সলাহ' এর জবাবে বলিতে হইবে — আক্বামা হাল্লাহু অ আদামাহা মাদামাতিস্ সামাওয়াতি অল আরদু। যদি ইক্বামাত পাঠ করিবার সময় কোন ব্যক্তি আসিয়া যায়, তাহাকেও বসিতে হইবে। সবাই যখন উঠিবে তখন উঠিবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন ইক্বামাত পাঠ করা হইবে তখন তোমরা উঠিবেনা যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা আমাকে বাহির হইতে না দেখিবে। (বোখারী, মুসলিম) – তাকবীর আরম্ভ হইবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হুজরা শরীফ হইতে বাহির হইতেন এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় মসজিদের মেহরাবে প্রবেশ করিতেন। এই কারণে

আমাদের ইমামগণ বলিয়াছেন — ইমাম ও মুক্তাদীগণ 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় উঠিবে। (হাশিয়ায় মিশকাত) – ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম শাফেয়ীর নিকট বসিয়া তাকবীর শ্রবণ করা সুন্নাত। এই মসলায় ইমাম মালিকের কোন অভিমত পাওয়া যায়না। তাকবীর আরম্ভ হইবার পর ইমাম ও মুক্তাদী কখন উঠিবে, এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও আরো একদল উলামার নিকটে তাকবীর শেষ হইবার পর উঠিতে হইবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের নিকট 'ক্বাদক্বা মাতিস্ সলাহ' বলিবার সময় উঠিবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মাদের নিকটে হাইয়া আলাস্ সলাহ বলিবার সময় উঠিবে। (ফতহুলবারী, আয়নী)

অবশ্য ফাতাওয়ায় আলামগিরীতে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় উঠিতে হইবে বলা হইয়াছে এবং শরহে বিকাইয়া কিতাবে 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' বলিবার সময় উঠিবার কথা বলা হইয়াছে। মোটকথা, হানাফী মাজহাবের কিতাবগুলিতে দুইটি মত পাওয়া যায়। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী বলিয়াছেন, 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' বলিবার সময় উঠিতে আরম্ভ করিবে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া) ইমাম মোহাম্মাদ বলিয়াছেন — যখন মুক্কাবির 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে, তখন মুক্তাদীগণ উঠিবে এবং লাইন সোজা করিবে। (মুয়াত্তায় ইমাম মুহাম্মাদ) কোন ইমামের নিকট তাকবীরের সময় দাঁড়ানো জায়েজ নয়। সব চাইতে উত্তম লাইন সোজা করতঃ বসিয়া থাকা। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সুন্নাতের খেলাফ করা জায়েজ হইবে না। 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার পর দাঁড়াইয়া লাইন সোজা করিতে হইবে।

রাকয়াত ও নিয়্যাতের বিবরণ

ফজরের নামাজ মোট চার রাকয়াত। প্রথমে দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। তারপর দুই রাকয়াত ফরজ। জোহরের নামাজ মোট বারো রাকয়াত। প্রথমে চার রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। ইহার পর চার রাকয়াত ফরজ। তার পর দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। শেষে দুই রাকয়াত নফল। আসরের নামাজ

মোট আট রাকয়াত। প্রথমে চার রাকয়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্। ইহার পর চার রাকয়াত ফরজ। মাগরিবের নামাজ মোট সাত রাকয়াত। প্রথমে তিন রাকয়াত ফরজ। ইহার পর দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। তার পর দুই রাকয়াত নফল। ঈশার নামাজ মোট সতেরো রাকয়াত। প্রথমে চার রাকয়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্। ইহার পর চার রাকয়াত ফরজ। ইহার পর দুই রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইহার পর দুই রাকয়াত নফল। ইহার পর তিন রাকয়াত বিতির অয়াজিব। ইহার পর দুই রাকয়াত নফল। সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ ও নফল নামাজ পড়া জরুরী নয়। কিন্তু পড়িলে সওয়াব পাইবে।

সমস্ত নামাজের বাংলা নিয়্যাত

ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাত ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাত নামাযের। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। রসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

ফজরের দুই রাকয়াত ফরজ ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, ফজরের দুই রাকয়াত ফরজ নামাযের। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত সুন্নাত ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, জোহরের চার রাকয়াত সুন্নাত নামাযের। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। রসুলুল্লার সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত ফরজ ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, জোহরের চার রাকয়াত ফরজ নামাযের। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

জোহরের দুই রাকয়াত সুন্নাত ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, জোহরের দুই রাকয়াত সুন্নাত নামাযের। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। রসুলুল্লার সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত সুন্নাত ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, আসরের চার রাকয়াত সুন্নাত নামাযের। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। রসুলুল্লার সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত ফরজ ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, আসরের চার রাকয়াত ফরজ নামাযের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের তিন রাকয়াত ফরজ ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, মাগরিবের তিন রাকয়াত ফরজ নামাযের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকয়াত সুন্নাত ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, মাগরিবের দুই রাকয়াত সুন্নাত নামাযের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত সুন্নাত ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, ঈশার চার রাকয়াত সুন্নাত নামাযের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত ফরজ ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, ঈশার চার রাকয়াত ফরজ নামাযের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

ঈশার দুই রাকয়াত সুন্নাত ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, ঈশার দুই রাকয়াত সুন্নাত নামাযের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

ঈশার তিন রাকয়াত বিতির ঃ — আমি নিয়্যাত করিয়াছি, ঈশার তিন রাকয়াত অয়াজিব নামাযের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

সমস্ত নফল নামাযের নিয়্যাত একই প্রকার। যথা, "আমি আল্লাহ তায়ালার জন্য দুই রাকয়াত নফল নামাযের নিয়্যাত করিয়াছি। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।"

কোনো কাজ করিবার আন্তরিক ইচ্ছাকে নিয়্যাত বলা হইয়া থাকে। নামাযের আন্তরিক নিয়্যাত ফরজ। মৌখিক নিয়্যাত মুস্তাহাব। বিনা নিয়্যাতে নামায হইবেনা। ইমাম যদি ইমামে হইবার নিয়্যাত না করে, তাহা হইলে মুক্তাদীগণের নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু জামায়াতের সওয়াব পাইবেনা। ইমামের নিয়্যাত

যথা, 'আমি উপস্থিত ও অনুপস্থিতগণের ইমাম'। মুক্তাদীর নিয়্যাত যথা, 'এই ইমামের পশ্চাতে'। "আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে" বলিবার পূর্বে ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়্যাতটি বলিতে হইবে।

আরবী নিয়্যাত ও বাংলা উচ্চারণ

ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ফাজ্‌রি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফজরের দুই রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ফাজ্‌রি ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিজ্ জোহরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضِ
اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিজ্ জোহরি ফারদিলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ
اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিজ্ জোহরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল আসরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضِ
اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল আসরি ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের তিন রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ
فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাকয়াতি সলাতিল মাগরিবে ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল মাগরিবি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল ঈশাই সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল ঈশাই ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ঈশাই সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার তিন রাকয়াত বিতির

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাকয়াতি সলাতিল বিতরি অয়াজিবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দুই রাকয়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ النَّفْلِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিন্ নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ইমামের নিয়্যাত

اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَ مَنْ يَّحْضُرُ

উচ্চারণ ঃ — আনা ইমামুল লিমান হাদারা অমাই ইয়াহদুরু।

মুক্তাদীর নিয়্যাত

اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

উচ্চারণ ঃ — ইক্তা দায়তু বিহাজাল ইমাম।

মুসাল্লায় দাঁড়াইবার দুয়া

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উচ্চারণ ঃ — ইন্নী অজ্জাহতু অজ্হিয়া লিল্লাজী ফাতারস্ সামাওয়াতি অল্ আরদা হানীফাঁউ অমা আনা মিনাল মুশরিকীন।

নামায পড়িবার নিয়ম

প্রথমে অজু করিবার পর কিবলার দিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুলের ব্যবধান থাকিবে। দুই হাত কান পর্যন্ত এমন ভাবে উঠাইবে, যাহাতে দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল দুই কানের লতিতে লাগিয়া যায়। বাকী আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিবে। অর্থাৎ একেবারে মিলিত থাকিবেনা এবং একেবারে ছড়াইয়া থাকিবে না। দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল কানের লতিতে লাগিয়া থাকিবে। হাতের তালুগুলি কিবলার দিকে থাকিবে এবং দৃষ্টি থাকিবে সিজদার স্থানে। এই বার নিয়্যাত করতঃ 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত নিচের দিকে আনিয়া নাভীর নিচে বাঁধিবে। ডান হাতের তালু বাম হাতের পৃষ্ঠের উপর কব্জির নিকটে থাকিবে। বৃদ্ধ আঙ্গুল এবং ছোট আঙ্গুল কলাই এর আশে পাশে

গোলাকার হইয়া থাকিবে। ইহার পর সানা পাঠ করিবে –

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ
اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ ঃ — সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবি হামদিকা অতাবারা কাস্মুকা অতায়ালা জাদ্দুকা অলা ইলাহা গায়রুকা। ইহার পর –

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ — ''আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতা নির্রাজীম'' পাঠ করিবে। তারপর —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ''বিসমিল্লাহির রহমা নির্রহীম'' পাঠ করিবে। এইবার সূরাহ ফাতিহা সম্পূর্ণ করিবার পর খুব মৃদু আওয়াজে 'আমীন' বলিবে। ইহার পর কোন একটি সূরাহ অথবা ধারাবাহিক তিনটি আয়াত অথবা তিনটি আয়াতের সমান একটি বড় আয়াত পাঠ করিবে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া রুকুতে যাইবে। দুই হাত দিয়া দুই হাঁটু এমন ভাবে ধরিবে, যাহাতে হাতের তালুগুলি হাঁটুর উপর থাকে। আঙ্গুলগুলি ছড়ানো থাকিবে। পিঠ বিছানো থাকিবে। মাথা সমান থাকিবে। সামান্য উঁচু বা নিচু থাকিবে না। দৃষ্টি থাকিবে পায়ের পিঠের উপর। কমপক্ষে তিনবার –

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ — 'সুবহানা রব্বিইয়াল আজীম' বলিবে। তারপর –

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ ঃ — 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিয়া সোজা দাঁড়াইয়া যাইবে। যদি একা নামায পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার পর –

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

'রব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে। দুই হাত ঝুলানো অবস্থায় থাকিবে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া সিজদায় যাইবে। সিজদায় যাইবার সময় প্রথমে মাটিতে হাঁটু রাখিবে। তারপর দুই হাতের মাঝখানে মাথা রাখিবে। প্রথমে নাক, তারপর কপাল। নাক খুব চাপিয়া রাখিতে হইবে। সিজদার অবস্থায় দৃষ্টি থাকিবে নাকের দিকে। দুই হাতের বাজু দুই পাশড়ী হইতে এবং পেটকে রাণ হইতে এবং রাণগুলিকে পায়ের মাংস পেশি হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিকে থাকিবে। আঙ্গুলের পেট মাটিতে চাপিয়া থাকিবে। হাতের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিকে থাকিবে। কমপক্ষে তিনবার –

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

উচ্চারণ ঃ — 'সুবহানা রব্বিইয়াল আ'লা' পাঠ করিবে। তারপর মাথা উঠাইবে। প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত উঠাইবে। ডান পা সোজাভাবে খাড়া করিয়া রাখিবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিকে থাকিবে। বাম পা বিছাইয়া উহার উপর সোজা হইয়া বসিবে। হাতের তালুগুলি হাঁটুর কাছে রাণের উপর বিছাইয়া রাখিবে। এই সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখি করিয়া রাখিতে হইবে। আঙ্গুলের মাথাগুলি হাঁটুর নিকটে থাকিবে। ইহার পর সামান্য থামিয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করিবে। ইহার পর মাথা উঠাইবে। দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখিয়া শক্তি প্রয়োগ করতঃ সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। উঠিবার সময়ে বিনা কারণে মাটিতে হাত রাখিবে না। এ পর্যন্ত এক রাকয়াত পূর্ণ হইল।

এইবার কেবল 'বিসমিল্লা হির্রহমা নির্রহীম' পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ পাঠ করিয়া পূর্বের ন্যায় রুকু ও সিজদা করিবে। যখন সিজদা হইতে মাথা উঠাইবে, তখন ডান পা খাড়া করতঃ বাম পা বিছাইয়া বসিয়া যাইবে এবং তাশাহহুদ অর্থাৎ 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবে। যখন 'আশহাদু আল্লাহ' এর নিকট উপস্থিত হইবে, তখন ডান হাতের মাঝখানের আঙ্গুল ও বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা বালার ন্যায় গোলাকার করিয়া নিবে এবং ছোট আঙ্গুলগুলিও উহার

পাশের আঙ্গুলকে হাতের তালুর সহিত মিলিত ভাবে রাখিবে এবং 'লা' শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠাইবে। কিন্তু এদিক সেদিক নাড়াইবে না। 'ইল্লা' শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় শাহাদাত আঙ্গুলটি নামাইয়া এবং বাকী সমস্ত আঙ্গুলগুলি শীঘ্র সোজা করিয়া ফেলিবে। যদি দুই রাকয়াতের বেশি পড়িবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং পূর্বের ন্যায় পড়িবে। কিন্তু ফরজের শেষ রাকয়াতগুলিতে সূরাহ ফাতিহার সহিত অন্য সূরাহ মিলাইতে হইবে না। শেষ বৈঠকে 'তাশাহহুদ' এর পরে দরূদে ইব্রাহিমী পাঠ করিবে। ইহার পর দুয়া মাসুরাহ –

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ — "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অলি অলি দাইয়া অলিমান তাওয়ালাদা অলি জামী ইল মুমিনীনা অল মুমিনাতি অল মুসলিমীনা অল্ মুসলিমাতি অল আহ্ ইয়াই মিনহুম অল আম ওয়াতি ইয়াকা হামীদুন্ মুজীবুদ্ দা'ওয়াতি বিরহমা তিকা ইয়া আর হামার রহিমীন" পাঠ করিবে অথবা অন্য কোন দুয়ায় মাসুরাহ পাঠ করিবে। ইহার পর ডান দিকে মুখ ঘুরাইয়া –

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ

'আস্ সালামু আলাইকুম অ রহমা তুল্লাহি' বলিবে। তারপর এই প্রকারে বাম দিকে সালাম করিবে। এখন নামাজ সমাপ্ত হইয়া গেল। এইবার দুই হাত উঠাইয়া নিম্নের দুয়াটি অথবা অন্য কোন দুয়া পাঠ করিবার পর মুখ মন্ডলে হাত বুলাইয়া দিবে –

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ . رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ — "আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু অ মিন কাস্ সালাম্ অ ইলাইকা ইয়ার জিউস্ সালাম্ ফাহাইয়েনা রব্বানা বিস্‌সালাম অ আদখিলনা দারাস্ সালাম্ তাবা রক্‌তা অয়া তাআলাইতা ইয়াজাল জালালি অল্ ইকরাম্, রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাঁউ অফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অকিনা আজাবান্নার অসাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খয়রি খলকিহী মুহাম্মাদিঁউ অ আলিহী অ আস্‌হাবিহী আজমাঈন, বিরাহমা তিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।"

উল্লেখিত নিয়ম ইমামের জন্য অথবা একা নামাজ পাঠকারীর জন্য। ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িলে সূরাহ ফাতিহা বা অন্য কোন সূরাহ পাঠ করিতে হইবে না। চাই ইমাম প্রকাশ্যে কিরাত পাঠ করুক অথবা অপ্রকাশ্যে পাঠ করুক। ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা মাকরূহ তাহরিমী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মুনাজাতের শেষে – 'বে রাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন' বলা অথবা 'অল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' বলা অথবা 'বিহাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বলা জায়েজ। বরং এই শেষ নিয়মটি সর্বাধিক উত্তম। ইহা দুয়া কবুল হইবার সব চাইতে বড় কারণ। হজরত আদম আলাইহিস্

সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দিয়া দুয়া করিলে তবেই তাঁহার দুয়া কবুল হইয়াছিল। (খাসায়েসে কোবরা) বর্তমানে গোমরাহ ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় দুয়ার শেষে 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বলিবার বিরোধীতা করিতেছে। খবরদার! কোন সুন্নী মুসলমান যেন তাহাদের কোন কথায় কর্নপাত করিয়া না থাকেন।

নারীদের নামাজ পড়িবার নিয়ম

নারীগণ তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষগণের ন্যায় কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে না। বরং কেবল কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া বাম হাতের তালু সীনাতে রাখিয়া উহার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখিবে। রুকুতে খুব বেশি ঝুঁকিবেনা, বরং সামান্য ঝুঁকিবে, যাহাতে হাত কেবল হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। রুকুর অবস্থায় মহিলাগণ পিঠ সোজা করিবেনা। কেবল হাঁটুতে হাত রাখিয়া দিবে। খুব মজবুত করিয়া ধরিবেনা। হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিত থাকিবে। পাগুলি সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া রাখিবে। পুরুষগণের ন্যায় হাঁটু খুব সোজা করিয়া রাখিবেনা। খুব জড়ষড় হইয়া সিজদা করিবে। সিজদার অবস্থায় বাজু পাশাড়ীর সহিত মিলিত রাখিবে। পেট রাণের সহিত, রাণ পায়ের মাংস পেষীর সহিত এবং মাংসপেষী জমীনের সহিত মিলিত থাকিবে। 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার সময় মহিলাগণ বাম পায়ের উপর বসিবে না। বরং দুই পা ডান দিকে বাহির করিয়া দিবে এবং বাম পাছার উপর বসিবে। পুরুষের ন্যায় বসিবে না। মহিলাগণ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে। অনেক মহিলা না জানিয়া ফরজ, অয়াজিব ইত্যাদি সমস্ত নামাজ বসিয়া পড়িয়া থাকে। বিনা কারণে নফল ছাড়া কোন নামাজ বসিয়া পড়িলে নামাজ হইবে না। যাহারা বিনা কারণে ফরজ ও অয়াজিব নামাজ বসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ঐ নামাজগুলির কাজা আদায় করিতে হইবে এবং তওবা করিতে হইবে। মহিলা পুরুষের ইমাম হইতে পারিবেনা। যদি মহিলা ইমাম হইয়া মহিলাগণের নামাজ পড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে উহা নাজায়েজ ও মাকরূহ তাহরিমী হইবে। মহিলাগণের প্রতি জুমা ও ঈদের নামাজ অয়াজিব নয়। অনুরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষেধ।

নামাজের ফরজ

নামাজে সাতটি জিনিষ ফরজ রহিয়াছে। (১) তাকবীরে তাহরীমাহ, (২) কিয়াম, (৩) কিরাত, (৪) রুকু, (৫) সিজদা, (৬) শেষ বৈঠক, (৭) নামাজ হইতে বাহির হওয়া; চাই সালাম করিয়া অথবা কোন কথা বা কাজ করিয়া। যদি ঐ সাতটির মধ্যে একটি ফরজ ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে নামাজ হইবেনা।

প্রশ্ন ঃ — 'তাকবীরে তাহরীমাহ' কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ — 'তাকবীরে তাহরীমাহ' এর অর্থ হইল, 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নামাজ আরম্ভ করা। অবশ্য নামাজের মধ্যে বহুবার 'আল্লাহু আকবার' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু নামাজ আরম্ভ করিবার সময় প্রথম বার যে 'আল্লাহু আকবার' বলা হয়, উহাকে 'তাকবীরে তাহরীমাহ' বলা হয়। উহা ফরজ। উহা ত্যাগ হইয়া গেলে নামাজ হইবে না।

প্রশ্ন ঃ — কিয়াম ফরজ হইবার অর্থ কি?

উত্তর ঃ — উহার অর্থ হইল দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া জরুরী। পুরুষ হউক অথবা মহিলা, যদি বিনা কারণে বসিয়া নামাজ আদায় করে, তাহা হইলে নামাজ হইবে না। অবশ্য বিনা কারণে বসিয়া নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ।

প্রশ্ন ঃ — 'কিরাত' ফরজ হইবার অর্থ কি?

উত্তর ঃ — 'কিরাত' ফরজ হইবার অর্থ ইহাই যে, ফরজ নামাজের দুই রাকয়াতে এবং বিতির, নফল ও সুন্নাত নামাজের প্রত্যেক রাকয়াতে কুরয়ান শরীফ পাঠ করা জরুরী। যদি কোন ব্যক্তি ঐ রাকয়াতগুলিতে কুরয়ান শরীফ হইতে কিছু পাঠ না করে, তাহা হইলে নামাজ হইবে না।

প্রশ্ন ঃ — রুকুতে কমপক্ষে কতটুকু ঝুঁকিতে হইবে?

উত্তর ঃ — কমপক্ষে এতটুকু ঝুঁকিতে হইবে যে, হাত ঝুলাইয়া দিলে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। পূর্ণ রুকু করিতে হইলে এমন ভাবে ঝুঁকিতে হইবে, যাহাতে পিঠ সোজা হইয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ — 'সিজদা' কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ — মাথা জমীনের উপর চাপিয়া রাখিবে এবং কমপক্ষে পায়ের আঙ্গুলের পেট জমীনে লাগিয়া থাকিবে। যদি সিজদার অবস্থায় দুই পা শূন্য হইয়া যায় অথবা কেবল আঙ্গুলের নোখ মাটিতে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে নামাজ হইবে না। কমপক্ষে একটি আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়া থাকা ফরজ। দুই পায়ের তিনটি করিয়া আঙ্গুলের পেট জমীনে লাগিয়া থাকা অয়াজিব। দুই পায়ের দশটি আঙ্গুলের পেট জমীনে লাগিয়া থাকা সুন্নাত।

প্রশ্ন ঃ — 'শেষ বৈঠক' বা 'কা'দায় আখিরাহ' কাহাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ — নামাজের সমস্ত রাকয়াতগুলি পূর্ণ করিবার পর পূর্ণ 'তাশাহুদ' বা 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার মত সময় বসিয়া থাকা ফরজ। এই বসাকে 'শেষ বৈঠক' ব, 'কা'দায় আখিরাহ' বলা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ — 'শেষ বৈঠক' এর পর কি করিতে হইবে?

উত্তর ঃ — 'শেষ বৈঠক' এর পর ইচ্ছাকৃত কোন কাজ করতঃ নামাজ সমাপ্ত করিতে হইলে, চাই সালাম করিয়া অথবা অন্য কিছু কাজ করিয়া। নামাজ ভঙ্গ করা ফরজ। যে কোন কাজ করিয়া নামাজ ভঙ্গ করিলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু 'সালাম' ছাড়া অন্য কোন কাজ করিয়া নামাজ ভঙ্গ করিলে নামাজ পুনরায় আদায় করা অয়াজিব হইবে।

নামাজের অয়াজিব সমূহ

নামাজের মধ্যে বহু জিনিষ অয়াজিব রহিয়াছে। যথা, (১) তাকবীরে তাহরীমাতে 'আল্লাহু আকবার' শব্দ থাকা। (২) সূরাহ্ 'ফাতিহা' পাঠ করা। (৩) ফরজের প্রথম দুই রাকয়াতে এবং সুন্নাত ও নফল এবং বিতিরের সমস্ত রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার সহিত অন্য সূরাহ্ অথবা তিনটি ছোট আয়াত মিলানো। (৪) ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকয়াতে কিরাত পাঠ করা। (৫) সূরার প্রথমে 'ফাতিহা' পাঠ করা। (৬) প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা পাঠ করিবার পূর্বে একবার সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা। (৭) সূরাহ ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝখানে 'আমীন' ও 'বিসমিল্লাহ'

ছাড়া অন্য কিছু পাঠ না করা। (৮) কিরাত সমাপ্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে যাওয়া। (৯) সিজদার অবস্থায় দুই পায়ের তিনটি করিয়া আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগাইয়া রাখা। (১০) দুই সিজদার মাঝখানে কোনো ফরজের ব্যবধান না হওয়া। (১১) রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো ও বৈঠকে কমপক্ষে একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলিবার মত সময় অপেক্ষা করা। (১২) দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা। (১৩) রুকু হইতে সোজা হইয়া দাঁড়ানো। (১৪) প্রথম বৈঠক, এমন কি নফল নামাজেও। (১৫) ফরজ, বিতির, সুন্নাতে মুয়াক্কাদার প্রথম বৈঠকে 'তাশাহুদ' এর বেশি কিছু পাঠ না করা। (১৬) প্রত্যেক বৈঠকে পূর্ণ 'তাশাহুদ' অর্থাৎ আত্তাহিয়াতু পাঠ করা। (১৭) দুইবার 'আস্ সালাম' শব্দ বলা। (১৮) বিতিরে দোয়ায় কুনুত পাঠ করা। (১৯) বিতিরের নামাজে 'কুনুত' পাঠ করিবার জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলা। (২০) দুই ঈদের নামাজের অতিরিক্ত ছয় 'তাকবীর' বলা। (২১) দুই ঈদে দ্বিতীয় রাকয়াতে রুকুর তাকবীর বলা। (২২) ঐ তাকবীরের জন্য 'আল্লাহু আকবার' শব্দ বলা। (২৩) প্রত্যেক প্রকাশ্য নামাজে ইমামের জন্য উচ্চ শব্দে কিরাত পাঠ করা। (২৪) গোপন নামাজে কিরাত আস্তে পাঠ করা। (২৫) ফরজের স্থানে ফরজ ও অয়াজিবের স্থানে অয়াজিব আদায় করা। (২৬) প্রত্যেক রাকয়াতে একবার রুকু হওয়া। (২৭) প্রত্যেক রাকয়াতে দুইবার সিজদা হওয়া। (২৮) দ্বিতীয় রাকয়াত পূর্ণ হইবার পূর্বে না বসা। (২৯) চার রাকয়াত বিশিষ্ট নামাজে তৃতীয় রাকয়াতে না বসা। (৩০) সিজদার আয়াত পাঠ করিলে সিজদা করা। (৩১) ভুল হইলে ভুলের সিজদা করা। (৩২) দুই ফরজ অথবা দুই অয়াজিব ও ফরজের মাঝখানে তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' বলিবার মত সময় বিলম্ব না করা। (৩৩) ইমাম যখন কিরাত পাঠ করিবে। চাই উচ্চ শব্দে হউক, অথবা আস্তে, ঐ সময় মুক্তাদীর চুপ থাকা। (৩৪) কিরাত ছাড়া সমস্ত অয়াজিবে ইমামের অনুসরণ করা।

নামাজের সুন্নাত সমূহ

নামাজের সুন্নাত যথা, (১) তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো। (২) হাতের আঙ্গুলগুলি সাভাবিক অবস্থায় রাখা। (৩) তাকবীর বলিবার সময় মাথা নিচু না করা। (৪) হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেটগুলি কিবলা মুখি করিয়া রাখা। (৫) তাকবীর বলিবার পূর্বে হাত উঠানো। অনুরূপ দোয়ায় কুনুত ও দুই ঈদের তাকবীরের জন্য হাত উঠানো। (৬) হাত কান পর্যন্ত লইয়া যইবার পর তাকবীর বলা। (৭) মহিলাদিগের জন্য হাত কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো। (৮) ইমামের জন্য আল্লাহু আকবার, সামী আল্লাহুলিমান হামিদাহ্ ও সালাম উচ্চ শব্দে বলা। (৯) তাকবীরের পর হাত না ঝুলাইয়া বাঁধিয়া নেওয়া। (১০) সানা, আউজু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করা। (১১) আমীন বলা। (১২) সানা, আউজু বিল্লাহ, বিস্মিল্লাহ ও আমীন আস্তে পাঠ করা। (১৩) প্রথমে সানা, তারপর আউজু বিল্লাহ, তার পর বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা এবং বিলম্ব না করিয়া এইগুলি পরস্পর পাঠ করা। (১৪) রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রব্বিইয়াল আজীম' বলা। (১৫) হাত দিয়া হাঁটুকে ধরা। (১৬) আঙ্গুলগুলি খুব ছড়াইয়া রাখা। (১৭) মহিলাগণের জন্য হাঁটুতে হাত রাখা এবং আঙ্গুলগুলি ছড়াইয়া না রাখা। (১৮) রুকুর অবস্থায় পাগুলি সোজা রাখা। (১৯) রুকুর জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলা। (২০) রুকুতে পিঠ খুব সোজা করিয়া রাখা। (২১) রুকু হইতে উঠিবার সময় হাত ঝুলাইয়া রাখা। (২২) রুকু হইতে উঠিবার সময় ইমামের জন্য 'সামীয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা। (২৩) মুক্তাদীর জন্য 'রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলা। (২৪) একাকী নামাজ পাঠকারীর জন্য দুই (সামীয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হাম্দ) বলা। (২৫) সিজদায় যাইবার সময় এবং সিজদা হইতে উঠিবার সময় আল্লাহু আকবার বলা। (২৬) সিজদায় কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রব্বি ইয়াল আ'লা' বলা। (২৭) সিজদায় যাইবার সময় প্রথম হাঁটু তারপর হাত তারপর নাক তারপর মাথা মাটিতে রাখা। (২৮) সিজদা হইতে উঠিবার সময় প্রথমে মাথা তারপর নাক তারপর হাঁটু মাটি হইতে উঠানো। (২৯) সিজদার অবস্থায় হাতের বাজুগুলি পাশাড়ী হইতে এবং পেটকে রান হইতে পৃথক রাখা। (৩০) সিজদার অবস্থায় হাতকে কনুই সমেত মাটিতে বিছাইয়া না রাখা। (৩১) মলিহাগণের সিজদার

অবস্থায় বাজু বাশাড়ী হইতে, পেট রাণ হইতে, রাণ পায়ের মাংসপেশী হইতে এবং মাংসপেশীকে মাটির সহিত মিলিত রাখা। (৩২) দুই সিজদার মাঝখানে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করিবার ন্যায় বসা। (৩৩) এবং হাতগুলি রাণের উপর রাখা। (৩৪) সিজদায় হাতের আঙ্গুলগুলিকে মিলিত ভাবে কিবলামুখী করিয়া রাখা। (৩৫) পায়ের দশটি আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগাইয়া রাখা। (৩৬) দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্য হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া শক্তি প্রয়োগ করতঃ দাঁড়ানো। (৩৭) বৈঠকে বাম পা বিছাইয়া দুই পাছা উহার উপর রাখিয়া বসা। (৩৮) ডান পা খাড়া করিয়া রাখা। (৩৯) ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করিয়া রাখা। (৪০) মহিলাদিগের জন্য দুই পা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া বাম পাছার উপর বসা। (৪১) ডান হাত ডান রাণের উপর এবং বাম হাত বাম রাণের উপর রাখা। (৪২) আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। (৪৩) কালেমায় শাহাদাত পাঠ করিবার সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারায় ইশারাহ্ করা। (৪৪) শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করিবার পর দরূদ শরীফ এবং দুয়ায় মাসুরাহ্ পাঠ করা।

নামাজের মুস্তাহাব সমূহ

(১) কিয়ামের অবস্থায় সিজদার স্থানে নজর রাখা। (২) রুকুর অবস্থায় পায়ের পিঠের দিকে তাকানো। (৩) সিজদার অবস্থায় নাকের উপর নজর রাখা। (৪) বৈঠকে সিনার উপর নজর রাখা। (৫) প্রথম সালামে ডান কাঁধের উপর নজর রাখা। (৬) দ্বিতীয় সালামে বাম কাঁধের উপর নজর রাখা। (৭) যদি হাঁমী (হাওয়াই) আসে, তাহা হইলে মুখ বন্ধ করিয়া রাখা। যদি ইহাতে উহা বন্ধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ঠোঁটকে দাঁতের নিচে চাপিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি ইহাতে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কিয়ামের অবস্থায় ডান হাতের পিঠ দিয়া মুখ ঢাকিতে হইবে। কিয়াম ছাড়া অন্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দিয়া মুখ ঢাকিতে হইবে। অবশ্য ঐ সময় যদি কেহ মনে করে যে, নবীগণের হাঁমী (হাওয়াই) আসিত না, তাহা হইলে উহা বন্ধ হইয়া যাইবে। (৮) পুরুষের জন্য তাকবীরে তাহরীমার সময় কাপড়ের ভিতর হইতে হাত বাহির করা। (৯) মহিলার জন্য হাত কাপড়ের মধ্যে রাখা উত্তম। (১০) যতদূর সম্ভব কাশি বন্ধ করা।

(১১) মুকাব্বির যখন 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে, তখন ইমাম ও মুক্তাদী সবার দাঁড়ানো। (১২) যখন মুকাব্বির 'ক্বদ কামাতিস্ সলাহ' বলিবে, তখন নামাজ আরম্ভ করা উত্তম। (১৩) দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুলের ব্যবধান হওয়া। (১৪) ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীর নামাজ আরম্ভ করা। (১৫) কিছু না বিছাইয়া মাটিতে সিজদা করা।

জামায়াতের বিবরণ

হাদীস শরীফে জামায়াতের অত্যন্ত গুরুত্ব আসিয়াছে। যাহারা বিনা কারণে বাড়ীতে নামাজ আদায় করিয়া থাকে, তাহাদের বাড়িতে রসূলে পাক আগুন লাগাইবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কেবল মহিলা ও শিশুদের জন্য তাঁহার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদের মাতার ইন্তেকালের কারণে একবার জামায়াত ত্যাগ হইয়া ছিল। ইহার জন্য তিনি বহু দুঃখ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। এবং উক্ত নামাজকে পঁচিশবার আদায় করিয়াছিলেন। কারণ, হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে যে, জামায়াতে নামাজ আদায় করিলে পঁচিশগুন বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। (ফায়যানে সুন্নাত) অবশ্য অন্য বর্ণনায় সাতাশগুন সওয়াবের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। হায়, আজ মানুষ কেবল জামায়াতে নয়, বরং নামাজ পড়া পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া চলিতেছে। পুরুষের জন্য জামায়াতে নামাজ পড়া ওয়াজিব। বিনা কারণে একবার জামায়াত ত্যাগ করিলে গোনাহ্গার হইবে এবং আজাবের উপযুক্ত হইবে। জামায়াত ত্যাগ করিবার অভ্যাস হইয়া গেলে ফাসেক হইয়া যাইবে। তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না। জামায়াত ত্যাগকারীকে ইসলামী বাদশা কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন। প্রতিবেশিগণ জামায়াতকারীর ব্যাপারে নিরব থাকিলে গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার) হায়, আজ নামাজ ত্যাগকারীদের পর্যন্ত কিছু বলিবার অধিকার নাই। জুমা ও দুই ঈদের নামাজে জামায়াত শর্ত। বিনা জামায়াতে নামাজ হইবে না। তারাবীর নামাজের জন্য জামায়াত করা সুন্নাতে কিফায়া। অর্থাৎ মহল্লার কিছু মানুষ জামায়াত করতঃ নামাজ পড়িলে সবার দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। রমযান মাসে বিতিরের নামাজ জামায়াতে পড়া মুস্তাহাব। সুন্নাত ও নফলের জন্য জামায়াত করা মাকরূহ। (দুর্রে মুখতার)

কয়েকটি কারণে জামায়াত ত্যাগ করিলে গোনাহ্ হইবে না। যথা — (১) কঠিন রোগ, যাহাতে মসজিদে যাওয়া অসম্ভব (২) কঠিন বৃষ্টিপাত (৩) অসম্ভব কাদা (৪) প্রচন্ড শীত (৫) ভীষণ অন্ধকার। (৬) তুফান (৭) পেশাব, পায়খানার খুব প্রয়োজন (৮) বায়ু বাহির হইবার খুব তাকীদ (৯) অত্যাচারীর ভয় (১০) সঙ্গীদল চলিয়া যাইবার ভয় (১১) অন্ধ হওয়া (১২) অর্ধাঙ্গ হওয়া (১৩) খুব বৃদ্ধ, যাহার পক্ষে মসজিদে যাওয়া অস্তব (১৪) আসবাব পত্র অথবা খাদ্য নষ্ট হইবার ভয় (১৫) ঋণী ব্যক্তির মালিকের ভয় (১৬) যে ব্যক্তির দায়িত্বে রুগী রহিয়াছে; এই সমস্ত কারণে জামায়াত ত্যাগ হইয়া গেলে গোনাহ হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

মহিলাদিগের জন্য জুমা, ঈদ তথা কোনো নামাজের জন্য জামায়াতে উপস্থিত হওয়া জায়েজ নয়। চাই মহিলা যুবতী হউক অথবা বদ্ধা। অনুরূপ পুরুষদিগের জলসায় মহিলাদিগের যাওয়া জায়েজ নয়। (দুর্রে মুখতার) লামাজহাবী সম্প্রদায়ের মহিলাগণ রাতের নামাজে জামায়াতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাও নাজায়েজ।

ইমামাতের বিবরণ

সেই ব্যক্তি সব চাইতে ইমাম হইবার উপযুক্ত, যিনি নামাজ ও পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে সব চাইতে জ্ঞাত। ইহার পর যিনি সব চাইতে ভাল কিরাত সম্পর্কে জ্ঞাত। যদি কয়েকজন ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয়ে একই প্রকার হয়, তাহা হইলে যিনি সব চাইতে মুত্তাকী তিনি সব চাইতে উপযুক্ত হইবেন। যদি ইহাতে সবাই একই প্রকার হয়, তাহা হইলে যাহার বয়স সব চাইতে বেশি হইবে, তিনি সব চাইতে উপযুক্ত হইবেন। ইহার পর যাহার চরিত্র সব চাইতে ভাল হইবে, তিনি সব চাইতে উপযুক্ত হইবেন। ইহার পর যিনি বেশি তাহাজ্জুদ আদায়কারী, তিনি সব চাইতে উপযুক্ত হইবেন। মোটকথা, একই প্রকারের একাধিক মানুষ উপস্থিত থাকিলে, শরীয়তের দিক দিয়া যিনি সব চাইতে উপযুক্ত হইবেন তিনি ইমাম হইবার সব চাইতে উপযুক্ত হইবেন। (দুর্রে মুখতার) 'ফাসেকে মু'লিন' ব্যক্তির

পশ্চাতে নামাজ মাকরূহ তাহরিমী। পুনরায় আদায় করা অয়াজিব। 'ফাসেকে মু'লিন' যথা, মদ পানকারী, সুদখোর, জেনাকার, এক মুষ্টির কম রাখিয়া দাড়ী মুন্ডনকারী ইত্যাদি। (দুর্রে মুখতার) মুক্তাদী একা হইলে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াইতে হইবে। বাম দিকে অথবা পিছনে দাঁড়ানো মাকরূহ। মুক্তাদী দুইজন হইলে ইমামের পাশে দাঁড়ানো মাকরূহ তানজিহী। দুই এর অধিক মুক্তাদী হইলে ইমামের পাশে দাঁড়ানো মাকরূহ তাহরিমী। (দুর্রে মুখতার) প্রথম লাইনে ইমামের কাছে দাঁড়ানো উত্তম। কিন্তু জানাজার নামাজে শেষ লাইনে দাঁড়ানো উত্তম। (দুর্রে মুখতার) অন্ধ, অশিক্ষিত অর্থাৎ শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ, অবৈধ্য সন্তান ও কুষ্ঠ রুগী ইত্যাদি ব্যক্তিগণের পিছনে নামাজ পড়া মাকরূহ তানজিহী। অবশ্য উহাদের ছাড়া অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকিলে মাকরূহ তানজিহীও হইবে না। অন্ধের পশ্চাতে নামাজ জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)।

রাফেজী, খারেজী, ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী, তাবলিগী ও লামাজহাবী ইত্যাদি বাতিল ফিরকার পশ্চাতে নামাজ পড়া হারাম। ভুল করিয়া পড়িয়া ফেলিলে পুণরায় নামাজ আদায় করিতে হইবে। অন্যথায় ফরজ ত্যাগের গোনাহ্ হইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়, বাহারে শরীয়ত)

ফিরকায়ে নাজিয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আমার উম্মাতের উপর এমন একটি যুগ আসিবে, যেমন বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর আসিয়াছিল। একেবারেই একে অপরের মত। এমনকি বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে নিজ মাতার সহিত কুকর্ম করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার উম্মাতের মধ্যে কেহ উহা করিবে। বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হইবে। কেবল একটি দল ব্যতিত সমস্ত দল জাহান্নামী হইবে। সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করিলেন — ইয়া রাসুলাল্লাহ, সেই দলটি কাহারা? হুজুর বলিলেন — যাহারা আমার এবং আমার সাহাবাগনের মাজহাবের উপর চলিবে। (তিরমিজী)

বর্তমান হাদীস হইতে বুঝা গেল যে, যে দলটি ফিরকায়ে 'নাজিয়া' বা জান্নাতীদল হইবে, সেই দলটি হইল 'আহলে সুন্নাত'। বাকী সমস্ত দল হইবে জাহান্নামী। অবশ্য প্রত্যেক ফিরকার দাবী যে, তাহারা হক্ক মাজহাব বা জান্নাতীদল। প্রকাশ থাকে যে, নিজেকে আহলে সুন্নাত বলিয়া দাবী করিলে আহলে সুন্নাত হওয়া যাইবে না। হক্ক বা আহলে সুন্নাত হইবার জন্য দলীলের প্রয়োজন রহিয়াছে। হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বালী; এই চারটি মাজহাবের সমষ্টি প্রকৃত আহলে সুন্নাত। কারণ, এই চারটি মাজহাবের মধ্যে ইসলাম বিরুদ্ধ কোন আক্বীদাহ - ধারণা নাই। বাকী সমস্ত ফিরকার মধ্যে বাতিল আক্বীদাহ – ইসলাম বিরুদ্ধ ধারণা রহিয়াছে। যথা, ওহাবী সম্প্রদায়। এই দলের প্রথম ব্যক্তি হইলেন মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহহাব। ওহাবীদের ধারণায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শাফায়াত করিতে পারিবেন না। তিনি কবরে স্বশরীরে জীবিত নাই। তাঁহার রওজা পাক জিয়ারত করিতে যাওয়া হারাম ও ব্যাভিচারের পর্যায় গোনাহ। তাঁহার অসীলা দিয়া দোয়া চাওয়া জায়েজ নয়। আল্লাহর নবী অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশি সাহায্যকারী। কারণ, লাঠি দ্বারা কুকুর মারিয়া থাকি। চার মাজহাবের মধ্যে কোন একটি মাজহাব স্বীকার করা শির্ক। রাসূলুল্লাহর প্রতি দরূদ, সালাম ও মীলাদ শরীফ পাঠ করা বিদয়াত ও হারাম। যাহারা ওহাবীদের অনুসরণ করিবে না তাহারা মুসলমান নয়। (সংগৃহীত আশ্ শিহাবুস সাকিব, লেখক হোসাইন আহমাদ মাদানী)

সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর দ্বারায় অখণ্ড ভারতে ওহাবী মতবাদ প্রচার হইয়াছে। ইসমাঈল দেহলবীর সাগরেদগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যান। যাহারা প্রকাশ্য ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে ও উহার প্রতি আমল করিতে আমল করিয়াছেন, তাহাদের গায়ের মুকাল্লিদ বা লা-মাজহাবী বলা হয়। অবশ্য ইহারা নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃত পক্ষে ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অখণ্ড ভারত হানিফী প্রধান হইবার কারণে নিজেদের আসলরূপ গোপন করতঃ হানিফীদের ন্যায় নামাজ, রোজা করিয়া থাকেন; তাহাদের গোলাবী ওহাবী বা দেওবন্দী বলা হয়। ইহারা নিজদিগকে হানিফী বলিয়া থাকেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাঈল দেহলবী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা নিম্নের পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করিবেন — 'সেই মহা নায়ক কে?'

দেওবন্দী সম্প্রদায়ের কতিপয় ধারণা

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী বলিয়াছেন — যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর কোন নবী পয়দা হয়, তাহা হইলে তাঁহার শেষত্বে ক্ষতি হইবেনা। (তাহজীরুন্নাস) নানুতুবী সাহেবের এহেন উক্তি মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুওয়াতের পূর্ব প্রেরণা বা ভূমিকা ছিল।

খলীল আহমাদ আম্বেঠী বলিয়াছেন — শয়তানের ইল্‌ম বা জ্ঞান অপেক্ষা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্ম - জ্ঞান বেশি ছিল বলিলে মুশরিক হইয়া যাইবে। (বারাহীনে কাতিয়া) এই কিতাবের সমর্থনে রশীদ আহমাদ গাংগুহী স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আশরাফ আলী থানুবী বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যেমন ইল্মে গায়েব ছিল, তেমন ইল্মে গায়েব জীব জন্তুরও রহিয়াছে। (হিফজুল ঈমান) — এই সমস্ত কুফরী বাক্য বলিবার কারণে উলামায় ইসলাম কাসেম নানুতুবী, খলীল আহমাদ আম্বেহঠী, রশিদ আহমাদ গাংগুহী ও আশরাফ আলী থানুবীকে কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। মক্কা, মদীনা শরীফের চার মাজহাবের মহান মুফতীগণের ফতওয়াগুলি 'হোসামুল হারামাইন' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। অনুরূপ অখণ্ড ভারতের দুই শত আটষট্টিজন আলেমের ফতওয়াগুলি 'আস্ সাওয়ারিমুল হিন্দিয়া' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

দেওবন্দীদের ধারণায় কাসেম নানুতুবী আল্লাহ তায়ালার নিকটস্থ ফিরিশ্তা ছিলেন। মানুষের মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছিল। (আরওয়াহে সালাসা) কাসেম নানুতুবীর কবর প্রকৃত একজন নবীর কবর। (মুবাশ্ শারাতে দারুল উলুম দেওবন্দ) দেওবন্দীদের ধারণায় 'রশীদ আহমাদ গাংগুহী' সমস্ত

সৃষ্টির প্রতিপালক ছিলেন। তিনি মৃতকে জীবিত করিতেন এবং জীবিতকে মরিতে দেন নাই। তাহার সমস্ত হুকুম অখণ্ডনীয় ছিল। (মুরসীয়ায় গাংগুহী) দেওবন্দী আলেমদের ভ্রান্ত ধারনাগুলি বিস্তারিত ভাবে জানিতে হইলে 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ পাঠ করুন।

উলামায় দেওবন্দের অন্যতম শাখা 'তাবলিগী জামায়াত'। ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, কালেমা ও নামাজের আড়ালে ওহাবী মতবাদ প্রচার করা এবং দেওবন্দী আলেমদের কুফরের কলঙ্ক মুছিয়া ফেলা। যেখানে ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছে, সেখানে মীলাদ, কিয়াম ইত্যাদি বিষয়ে চরম ফিৎনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মাধ্যমে বহু স্থানে আট রাকয়াত তারাবীহ চালু হইয়াছে। ইহারা নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছে না এবং নাভীর উপরে হাত বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে ইহারা ওহাবীদের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাবলিগী নিসাবের লেখক জাকারিয়া সাহেব নিজেকে ওহাবী বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফ) এই জামায়ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা পুস্তকটি পাঠ করিবেন — 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'।

জামায়াতে ইসলামী

এই দলটি লা- মাজহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের শাখা। এই দলের প্রথম ব্যক্তির নাম আবুল আ'লা মাওদুদী। মাওদুদী সাহেব কোন মাদ্রাসা মাক্‌তাব হইতে ইল্ম শিক্ষা করতঃ শরীয়তের আলেম ছিলেন না। তিনি মাজহাব বিরোধী মানুষ ছিলেন। বিশেষ করিয়া হানাফী মাজহাবের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি ইসলাম বিরোধী বহু ধারনা রাখিতেন। এখানে তাহার কতিপয় ধারনা লিপিবদ্ধ করা হইল। যথা, (১) নবীগণ নিজ নিজ প্রচেষ্টায় খোদাকে চিনিয়াছেন। (রসায়েল ও মাসায়েল) – মাওদুদী সাহেবের এই ধারনাটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। কারণ, কোন নবী পৃথিবীতে আসিয়া গবেষণা করতঃ খোদার একত্ব বাদের জ্ঞান লাভ করেন নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে আরেফ (খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত) করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।

(২) হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রথম অবস্থায় আল্লাহর একত্ববাদে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তিনি জগতের নিদর্শনাবলী দেখিয়া এবং উহার প্রতি গবেষণা করিয়া আল্লাহর একত্ববাদ বুঝিয়া ছিলেন। (তাফহিমুল কুরয়ান)

এই ধারনাটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। কারণ, হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম নিঃসন্দেহে নবী ছিলেন। সাধনা করতঃ নবুওয়াত লাভ করা যায় না। বরং উহা খোদা প্রদত্ত হইয়া থাকে। নবুয়াত প্রদানের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা তাহার একত্ববাদের ইল্ম প্রদান করিয়া থাকেন। হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রথম হইতেই আল্লাহর একত্বে অটল বিশ্বাসী ছিলেন।

(৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম গবেষণা করতঃ খোদার একত্ববাদ বুঝিয়া ছিলেন। (তাফহীমুল কুরয়ান)

আল্লাহ তায়ালার প্রথম সৃষ্টি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া যখন কিছুই ছিলনা, তখন হুজুর দরবারে ইলাহীতে খোদার একত্বে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তিনি পৃথিবীতে আসিয়া গবেষণা করতঃ আল্লাহর একত্ববাদ বুঝিয়াছেন বলা চরম গোমরাহী।

(৪) দাজ্জাল ও ইমাম মাহদীর আগমন সঠিক নয়। (রসায়েল ও মাসায়েল)

দাজ্জাল ও ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে রসুলুল্লাহর অটল ভবিষ্যৎ বাণী রহিয়াছে। সমস্ত মুসলমান ইহাতে অটল বিশ্বাসী। কিন্তু মাওদূদী সাহেবের ধারণায় ঐগুলি মিথ্যা।

(৫) যে নামাজ পড়ে না সে মুসলমান নয়। (হকীকতে সওম ও সলাত) ইহা মাওদুদী সাহেবের গোমরাহী। কারণ, ঈমান ও আমল এক নয়। যতক্ষন পর্যন্ত কেহ নামাজ অস্বীকার না করিবে, ততক্ষন পর্যন্ত কাফের হইবেনা। সুতরাং বে- নামাজীকে অমুসলমান ঘোষনা করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মত।

(৬) ইসলামের পরিভাষায় যাহাকে ফিরিশ্‌তা বলা হয়, উহা ঐ জিনিষ, যাহাকে ইউনান ও হিন্দুস্তানের মুশরিকরা দেবী ও দেবতা বলিয়া থাকে। (তাজদীদ ও এহিয়ায় দ্বীন, প্রথম সংস্করণ।

ফিরিশ্‌তা আল্লাহর একটি সূক্ষ্ম মাখলুখ। ইহারা নূরের সৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট। ইহাদিগকে কাফের, মুশরিকদের দেবতা বলা নিশ্চয় ইসলাম বিরোধী কথা ও গোমরাহী।

(৭) আল্লাহ হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে স্বশরীরে আকাশে উঠান নাই। (তাফহীমুল কুরয়ান)

কুরয়ান ও হাদীসের বিশুদ্ধ অভিমত ইহাই যে, হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে স্বশরীরে আকাশে উঠানো হইয়াছে। তিনি কিয়ামতের প্রাক্‌কালে আকাশ হইতে নামিবেন। তিনি খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধ করিবেন। শুকর ও ক্রুশ শেষ করিয়া দিবেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর রসূলুল্লাহর রওজা পাকের মধ্যে সমাধি হইবে। অতএব, মাওদূদী সাহেবের ধারণাটি নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী।

(৮) যেখানে ব্যাভিচার করা বাধা নেই, সেখানে ব্যাভিচারের শাস্তি প্রদান করা নিঃসন্দেহে অত্যাচার। (তাফহীমাত)

ব্যাভিচার সম্পর্কে কুরয়ান ও হাদীসের বিধান দেশ বা কাল বিশেষ নয়। বরং সব সময় সবার প্রতি সমান ভাবে প্রজোয্য। মাওদূদী সাহেবের থিওরী অনুযায়ী পৃথিবীতে ব্যাভিচার ব্যাপক হইয়া পড়িবে কিনা চিন্তা করুন।

(৯) সিনেমা দেখা জায়েজ। (রসায়েল ও মাসায়েল)

বর্তমান যুগে সব চাইতে বড় গোমরাহীর রাস্তা হইল সিনেমা জগৎ। মাওদূদী সাহেব সিনেমাকে জায়েজ করতঃ গোমরাহীর রাস্তাকে প্রশস্ত করিয়াছেন।

(১০) হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু বিদ্‌য়াতী ছিলেন। (খিলাফাত ও মুলুকিয়াত)

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু একজন উচ্চ পর্য্যায়ের সাহাবী ছিলেন। তিনি অহী লিখিতেন। তাঁহার জন্য রসুলুল্লাহ দোয়া করিয়াছেন। কোন সাহাবাকে বিদ্‌য়াতী বলা গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়

কাদিয়ানী সম্প্রদায় বা আহমাদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতার নাম মির্যা গোলাম আহমাদ। এই আহমাদীয়া জামায়াত ইসলামের বিদেশী শত্রু সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাদের পশ্চাতে পাহাড় সমান পয়সা রহিয়াছে। পাঞ্জাবে ইহাদের সব চাইতে বড় ঘাটি।

ইহারা হুজুর হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লামকে শেষ নবী বলিয়া মানে না। 'খাতামান্নাবীয়্যিন' এর অর্থে ইহারা বলিয়া থাকে — শ্রেষ্ঠ নবী। ইহারা হজরত ঈশা আলাইহিস্ সালামের আসমান থেকে শেষ জামানায় আগমনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ইহারা বলিয়া থাকে যে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন এবং কাশ্মীরে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। ইহাদের কলেমা আলাদা। ইসলামের সঙ্গে ইহাদের দূরের সম্পর্ক নাই। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশ এই আহমাদীয়া জামায়াতকে অমুসলিম বলিয়া ঘোষনা করিয়াছে। কাদিয়ানীদের কাফের হওয়ায় যাহারা সন্দেহ করে তাহারা কাফের। এই কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা ফরজ। ইহাদের মরণের পরে গোসল, কাফন - দাফন ইত্যাদি কিছুই নাই। কেবল কুকুরকে যেমন গর্ত খুড়িয়া পুঁতিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তেমনই ইহাদিগকে গর্তে ফেলিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা এই জামায়াত থেকে আমাদের সবাইকে দূরে থাকিবার তৌফীক দান করেন – আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

বিতিরের নামাজের বিবরণ

বিতিরের নামাজ অয়াজিব। যদি কোন কারণে বিতিরের নামাজ যথা সময়ে আদায় করা না হয়, তাহা হইলে কাজা আদায় করা অয়াজিব। (আলামগিরী)

বিতিরের নামাজ তিন রাকয়াত এক সালামে পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে বসিয়া কেবল 'আত্তহিয়াতু' পাঠ করিয়া তৃতীয় রাকয়াতের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। তৃতীয় রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিবার পর অন্য একটি সূরাহ পাঠ করিয়া দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া পূর্বের মত নাভীর নিচে হাত বাঁধিয়া নিবে। এইবার দুয়ায় কুনুত পাঠ করিবার পর আল্লাহু আকবার

বলিয়া রুকুতে যাইবে এবং বাকী নামাজ শেষ করিবে। যদি দুয়ায় কুনুত পড়িতে না পারে, তাহা হইলে —

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَـا اٰتِنَـا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَـنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

"*আল্লাহুম্মা রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানা তাঁও অফিল আখিরাতি হাসানা তাঁও অকিনা আজা বান্নার*" পাঠ করিবে। যদি ইহা পাঠ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ "*আল্লাহুম্মাগ ফিরলী*" পাঠ করিবে। ইহাতে বিতির আদায় হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

বিতিরের নামাজে দুয়ায় কুনুত পাঠ করা অয়াজিব। যদি ভুল বশতঃ ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সিজদায় সাহু করা জরুরী। যদি ইচ্ছাকৃত কুনুত ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে নামাজ পুনরায় আদায় করিতে হইবে। (আলামগিরী)

দুয়ায় কুনুত প্রত্যেককে পাঠ করিতে হইবে। চাই ইমাম হউক অথবা মুক্তাদী অথবা একাকী নামাজ আদায়কারী। অনুরূপ বিতির আদায় হউক অথবা কাজা হউক অথবা রমযান মাসের বিতির হউক অথবা অন্য দিনে হউক; কুনুত পাঠ করিতে হইবে। (আলামগিরী)

বিতির ছাড়া অন্য কোন নামাজে কুনুত পাঠ করিতে হইবে না। অবশ্য মুসলমানদের কোন বড় বিপদ আসিলে ফজরের নামাজে দ্বিতীয় রাকয়াতে রুকুতে যাইবার পূর্বে কুনুত পাঠ করা জায়েজ। ইহাকে 'কুনুতে নাজিলা' বলা হয়। (রদ্দুল মুহতার)

সিজদায় সাহুর বিবরণ

নামাজের কোন অয়াজিব যদি ভুল বশতঃ ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার ক্ষতি পূর্ণ করিবার জন্য সিজদায় সাহু করা অয়াজিব। আর যদি ইচ্ছাকৃত কোন অয়াজিব ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে সিজদায় সাহুতে কাজ হইবেনা। বরং নামাজ পুণরায় আদায় করা অয়াজিব। 'সিজদায় সাহু' করিবার নিয়ম ইহই যে, নামাজের শেষে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার পর ডান দিকে সালাম করিবার পর দুইবার সিজদা করিবে। ইহার পর আত্তহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দোয়া মাসুরাহ পাঠ করিয়া দুই দিকে সালাম ফিরাইবে। (দুর্রে মুখতার)

নামাজের কোন ফরজ ত্যাগ হইয়া গেলে, সিজদায় সাহুতে কাজ হইবে না। বরং পুণরায় নামাজ আদায় করা ফরজ। (বাহারে শরীয়ত)

যদি একই নামাজের মধ্যে একাধিক অয়াজিব ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে একবার সিজদায় সাহু করিলে যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার পর তৃতীয় রাকয়াতের জন্য দাঁড়াইতে যদি 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ' বলিবার মত সময় বিলম্ব হইয়া যায়, চাই কিছু পাঠ করা হউক অথবা নিরব থাকুক, সিজদায় সাহু করা অয়াজিব হইবে। এই কারণে প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

দুই ঈদের নামাজে যদি সমস্ত তাকবীর অথবা কয়েকটি তাকবীর ভুলিয়া যায় অথবা অতিরিক্ত তাকবীর বলিয়া দেয়, তাহা হইলে সিজদায় সাহু করা অয়াজিব হইবে। (আলামগিরী)

জুমা ও দুই ঈদের জামায়াত যদি বিশাল হয়, এবং নামাজে ভুল হইয়া যায়, তাহা হইলে সিজদায় সাহু করা উত্তম। (রদ্দুল মুহতার)

নামাজ বাতিল হইবার কারণ

নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত, বেশি অথবা কম কথা বলিলে নামাজ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অনুরূপ ইচ্ছাকৃত অথবা ভুল বশতঃ কাহার সালাম দিলে অথবা কাহার সালাম নিলে নামাজে বাতিল হইয়া যাইবে।

নামাজের অবস্থায় যদি হাঁচি আসিয়া যায়, তাহা হইলে চুপ থাকিতে হইবে। যদি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে নামাজ ভঙ্গ হইবে না।

নামাজের অবস্থায় নিজের ইমাম ছাড়া অন্যের লোকমা দিলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। যদি সে ব্যক্তি ইহার লোকমা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। অনুরূপ যে ভুল লোকমা দিবে, তাহার নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। 'আন্ আমতা' এর স্থলে 'আন্ আমতু' অথবা 'আন্ আমতে' পাঠ করিলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। নামাজের অবস্থায়

উচ্চস্বরে হা - হা করিয়া হাঁসিলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। অজুও নষ্ট হইয়া যাইবে। পুনরায় অজু করতঃ নামাজ আদায় করিতে হইবে। নামাজের অবস্থায় শিশু দুধ পান করিলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। নামাজের অবস্থায় লুঙ্গী, পায়জামা ইত্যদি দুই হাত দিয়া বাঁধিলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। নামাজের কোন রুকনের মধ্যে তিনবার চুলকাইলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। তিনবার চুলকাইবার অর্থ ইহাই যে, একবার চুলকাইবার পর হাত উঠাইয়া নেওয়ার পর আবার চুলকানো। আবার হাত উঠাইয়া নিয়া আবার চুলকানো। যদি হাত না উঠাইয়া বার বার চুলকানো হয়, তাহা হইলে নামাজ বাতিল হইবে না। (আলামগিরী)

নামাজী ব্যক্তির সম্মুখ হইতে যাতায়াত করিলে, নামাজ বাতিল হইবে না। অবশ্য যিনি যাওয়া আসা করিবে, তিনি গোনাহ্‌গার হইবে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নামাজীর সম্মুখ হইতে যাওয়া কত বড় গুনাহ যদি মানুষ জানিত, তাহা হইলে চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করিত। কিন্তু নামাজীর সম্মুখ থেকে যাইত না। বর্ণনাকারী বলেন — আমার জানা নাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চল্লিশ দিন বলিয়াছেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বৎসর। (তিরমিজী)

নামাজ মাকরূহ হইবার বিবরণ

সিজদায় যাইবার সময়ে অগ্র পশ্চাত হইতে চাদর, লুঙ্গী ইত্যাদি খেঁচিয়া নেওয়া, কাপড়, শরীর ও দাড়ীতে বার বার হাত দেওয়া, মাথায় অথবা কাঁধে কাপড় অথবা চাদর এমন ভাবে রাখা, যাহাতে কাপড় ঝুলিয়া থাকে, জামার হাত কনুই - এর নিকট পর্যন্ত উঠাইয়া রাখা, পেশাব পায়খানার বেগ হওয়া সত্বেও নামাজ পড়া, আঙ্গুল মটকানো, এদিক সেদিক তাকাইয়া দেখা, আকাশের দিকে তাকানো, পুরুষের জন্য সিজদার অবস্থায় হাতের কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছাইয়া রাখা, 'আত্তাহিয়্যাতু' অথবা দুই সিজদার মাঝখানে উরুর উপর হাত রাখিয়া মাটিতে হাত রাখিয়া বসা, কোন মানুষের মুখের সামনে নামাজ পড়া, সমস্ত শরীর চাদরে ঢাকিয়া নামাজ পড়া, মাথার মাঝখান খালী রাখিয়া পাগড়ী পরিধান করা, নাকে মুখ ঢাকিয়া পড়া, বিনা কারণে কাশা, যে কাপড়ে কোন প্রাণীর ছবি রহিয়াছে,

উহাতে নামাজ পড়া ইত্যাদি জিনিষে নামাজ মাকরূহ হইয়া থাকে। অবশ্য কোন প্রাণীর ছবি পকেটে থাকিলে মাকরূহ হইবে না। (আলামগিরী), দুর্রে মুখতার)

লুঙ্গী অথবা পায়জামা পায়ের গিরের নিচে পর্যন্ত লটকাইয়া নামাজ পড়া, কুরয়ান শরীফ উল্টাভাবে পাঠ করা, ইমামের আগে রুকু ও সিজদায় যাওয়া, ইমামের আগে মাথা উঠানো, জামা থাকা সত্বেও খালি শরীরে নামাজ পড়া ইত্যাদি মাকরূহ তাহরিমী। নামাজের মাকরূহ তাহরিমী হইয়া গেলে নামাজ পুনরায় আদায় করা উচিত। (আলামগিরী) নামাজের অবস্থায় টুপী পড়িয়া গেলে, এক হাত দিয়া মাথায় রাখা উত্তম। বার বার পড়িয়া গেলে না উঠানো উত্তম। (জান্নাতী জেওর)

নামাজের অবস্থায় টুপী পড়িয়া গেলে যদি একাগ্রতা নষ্ট না হয়, তাহা হইলে উঠাইয়া মাথায় দিবে। যদি টুপী উঠাইয়া মাথায় দিলে একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মাথায় দিতে হইবে না। (কানুনে শরীয়ত) বিনা কারণে হাত দিয়া মাছি, মশা তাড়ানো মাকরূহ। (আলামগিরী) নামাজে উঠা বসা করিবার সময় অগ্র পশাচতে পা হটানো মাকরূহ। (জান্নাতী জেওর) জলন্ত আগুনের সামনে নামাজ পড়া মাকরূহ। অবশ্য ল্যাম্প, হ্যারাকিন ইত্যাদির সামনে নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। (রদ্দুল মুহতার)

যে সমস্ত কারণে নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ

কেহ ডুবিয়া যাইতেছে অথবা আগুনে পুড়িয়া যাইবে অথাব অন্ধ কূপে পড়িয়া যাইবে; এমতাবস্থায় নামাজ ভঙ্গ করিয়া উহাদের সাহায্য করা অয়াজিব। অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে কতল করা হইতেছে এবং সে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে; এমনতাবস্থায় যদি উহার সাহায্য করিবার সামর্থ থাকে, তাহা হইলে নামাজ ভঙ্গ করিয়া সাহায্যের জন্য যাওয়া অয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার)

নামাজ পড়িবার সময় রেলগাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে এবং গাড়ীতে সমস্ত আসবাবপত্র রহিয়া গিয়াছে অথবা রেলগাড়ী ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইয়া যাইবে, তাহা হইলে নামাজ ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে চড়িয়া যাওয়া জায়েজ। (জান্নাতী জেওর)

নিজের অথবা অপরের এক দিরহাম ক্ষতি হইবার ভয় থাকিলে নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ। যথা, তরকারী পুড়িয়া যাইবে অথবা দুধ পুড়িয়া যাইবে। অনুরূপ এক দিরহাম মূল্যের কোন জিনিষ চোর লইয়া পালাইবে, এমতাবস্থায় নামাজ ভঙ্গ করতঃ উহাকে ধরিবার অনুমতি রহিয়াছে। (দুর্রে মুখতার)

নফল নামাজের অবস্থায় যদি কাহারো পিতা মাতা না জানিয়া ডাকিয়া থাকে, তাহা হইলে নামাজ ভঙ্গ করিয়া উত্তর দিবে। পরে নামাজটি কাজা পড়িয়া দিবে। (রদ্দুল মুহতার)

অসুস্থ অবস্থায় নামাজ

অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে যদি রোগ বেশি হইয়া যায় অথবা সুস্থ হইতে বিলম্ব হইবে অথবা মাথা ঘুরিয়া যাইবে অথবা পেশাব টপকাইবে অথবা অসহ্য যন্ত্রনা হইবে, তাহা হইলে বসিয়া নামাজ পড়া জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

যদি লাঠি অথবা দেওয়ালের সাহায্যে দাঁড়ানো সম্ভব হয়, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া ফরজ। বসিয়া পড়িলে নামাজ হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

যদি 'আল্লাহু আকবার' বলিবার মত সময় দাঁড়াইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নামাজ আরম্ভ করা ফরজ। পরে বসিয়া যাইবে। অন্যথায় নামাজ হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

যদি রুকু ও সিজদা করিবার শক্তি না থাকে, তাহ হইলে বসিয়া নামাজ আদায় করিবে। এই অবস্থায় রুকু ও সিজদা ইংগিতে করিবে। অবশ্য রুকু অপেক্ষা সিজদার সময় মাথা বেশি ঝুকাইতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

যদি বসিয়া নামাজ পড়িবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে চিত হইয়া শয়ন অবস্থায় নামাজ পড়িবে। চিত হইয়া কিবলার দিকে পা করিবে। হাঁটু সামান্য উঁচু করিয়া রাখিবে। মাথার নিচে বালিশ ইত্যাদি দিয়া মাথা সামান্য উঁচু করিয়া রাখিবে। রুকু ও সিজদা ইংগিতে করিবে। (দুর্রে মুখতার)

যদি মাথার ইশারায়ও নামাজ পড়িতে না পারে, তাহা হইলে নামাজ মাফ হইয়া যাইবে; যদি এই অবস্থায় ছয় অয়াক্ত নামাজ অতক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে পরে নামাজ কাজা করিতে হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

সফরের অবস্থায় নামাজ

যে ব্যক্তি তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বস্তি হইতে বাহির হইয়াছে, সে ব্যক্তি ইসলামের পরিভাষায় মুসাফির বলিয়া গণ্য। তাহার তিন দিনের রাস্তার পরিমান ৫৭$\frac{৩}{৮}$ মাইল। অতএব, যে ব্যক্তি ৫৭$\frac{৩}{৮}$ মাইল অথবা প্রায় ৯২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করিবার ইচ্ছায় বস্তি হইতে বাহির হইবে, সে ব্যক্তি মুসাফির। (বাহারে শরীয়ত, জান্নাতী জেওর)

মুসাফিরের প্রতি কসর অয়াজিব। অর্থাৎ জোহর, আসর ও ঈশা, চার রাকয়াত বিশিষ্ট নামাজগুলি দুই রাকয়াত পড়িতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

যদি মুসাফির ইচ্ছাকৃত চার রাকয়াত পড়িয়া নেয় এবং চার রাকয়াত নামাজে দুই বৈঠক করে, তাহা হইলে নামাজ হইয়া যাইবে। কিন্তু গোনাহগার হইবে। তওবা করা জরুরী। যদি দুই রাকয়াতে বৈঠক না করে, তাহা হইলে ফরজ আদায় হইবে না। (হিদায়া, আলামগিরী)

যদি কোন ব্যক্তি তিন দিনের রাস্তা তিন ঘন্টায় অতিক্রম করে, তাহা হইলে সে মুসাফির থাকিবে। (বাহারে শরীয়ত) যদি কোন ব্যক্তি তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হয় এবং সেই সঙ্গেই এই নিয়্যাত থাকে যে, দুই দিনের রাস্তা চলিবার পর অমুক স্থানে একদিন অবস্থান করিবার পর ঐখান হইতে একদিনের সফর করিবে, তাহা হইলে মুসাফির বলিয়া গণ্য হইবে না। (আনওয়ারে শরীয়ত)

ফজর, মাগরিব ও বিতিরে কসর নাই। অনুরূপ সুন্নাত নামাজে কসর নাই। যদি সুযোগ থাকে, তাহা হইলে সুন্নাত আদায় করিয়া নিবে। অন্যথায় না পড়িলে দোষ নাই। (বাহারে শরীয়ত)

মুসাফির যখন বস্তির বসবাস হইতে বাহির হইবে, তখন হইতে নামাজে কসর আরম্ভ করিবে। (দুর্রে মুখতার)

তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বস্তি হইতে বাহির হইয়া পাশের গ্রামে অথবা বাস স্ট্যাণ্ডে অথবা রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর পৌঁছিলে কসর আরম্ভ করিয়া দিবে। যদি কোনো মানুষ দুই দিনের রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হয় এবং দুই দিনের রাস্তা চলিবার পর সেখান হইতে আবার দুই দিনের রাস্তা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে চলিতে আরম্ভ করিয়া করে এবং এই প্রকারে যদি দশ বৎসর চলিতে থাকে এবং কোন সময় তিন দিনের উদ্দেশ্য না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মুসাফির বলিয়া গণ্য হইবে না। (গুনিয়া)

মুসাফির যতদিন পর্যন্ত কোন স্থানে ১৫ দিন অবস্থান করিবার নিয়্যাত না করিবে অথবা নিজ বস্তিতে পৌঁছিয়া যাইবে, ততদিন পর্যন্ত কসর করিতে থাকিবে। যদি মুসাফির ১৩ / ১৪ দিন কোন স্থানে অবস্থান করিবার পর আবার ১৩ / ১৪ দিন অবস্থান করিবার নিয়্যাত করে এবং কোন সময়ে ১৫ দিনের নিয়্যাত না করিয়া এই প্রকারে দশ বৎসর অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে মুসাফির থাকিবে এবং নামাজ কসর পড়িয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মুসাফির যদি মুকীমের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নামাজ পড়িবে। কসর পড়িতে পারিবেনা। মুকীম যদি মুসাফিরের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, তাহা হইলে ইমামের দুই রাকয়াতে সালাম ফিরাইবার পর নিজের বাকী দুই রাকয়াত আদায় করিবে। অবশ্য ঐ দুই রাকয়াতে কিরাত পাঠ করিবে না। বরং সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিবার মত সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। (বাহারে শরীয়ত)

যদি মুসাফির ইমাম কসর না করিয়া চার রাকয়াত পড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে মুকীম মুক্তাদির নামাজ হইবেনা। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

তিলাওয়াতের সিজদার বিবরণ

কুরয়ান শরীফে ১৪টি আয়াত এমন রহিয়াছে যে, ঐগুলি পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে সিজদা করা অয়াজিব হইয়া যায়। উহাকে 'সিজদায় তিলাওয়াত' বলা হয়। (দুর্রে মুখতার)

সিজদায় তিলাওয়াত করিবার নিয়ম ইহাই যে, প্রথমে কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া সিজদায় যাইবে এবং কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রব্বি ইয়াল আ'লা' বলিবে। ইহার পর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। সিজদায় তিলাওয়াতে হাত উঠাইতে হইবেনা। (দুর্রে মুখতার, আলামগিরী)

সিজদায় তিলাওয়াত বসিয়া করিলে আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু দাঁড়াইয়া সিজদায় যাওয়া এবং সিজদার পর দাঁড়ানো সুন্নাত। (রদ্দুল মুহতার)

নামাজের বাহিরে সিজদার আয়াত পাঠ করিলে ততক্ষনাৎ সিজদা করা অয়াজিব নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সিজদা করাই উত্তম। অজু থাকিলে বিলম্ব করা মাকরূহ তানজিহী। (দুর্রে মুখতার)

যদি নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত পাঠ করে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সিজদা করা অয়াজিব। যদি তিন আয়াত পাঠ করিবার মত সময় বিলম্ব হইয়া যায়, তাহা হইলে গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার)

নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত পাঠ করিলে নামাজের মধ্যেই সিজদা করা অয়াজিব। নামাজের বাহিরে করিলে আদায় হইবেনা। (জান্নাতী জেওর)

সিজদার আয়াতের অনুবাদ যে কোন ভাষায় পাঠ করিলে অথবা শুনিলে সিজদা করা অয়াজিব হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

রেডিওর মাধ্যমে তিলাওয়াতের আয়াত পাঠ করিলে অথবা শুনিলে সিজদা অয়াজিব হইবে না। এক অথবা দুই লোকমা খাইলে, এক অথবা দুই ঢোক পান করিলে, দুই এক কদম হাঁটিলে, সালামের উত্তর দিলে, ঘরের এক কোণ হইতে অপর কোণের দিকে গেলে মজলিস পরিবর্তন হইবে না। তিন লোকমা খাইলে, তিন ঢোক পান করিলে, তিনটি শব্দ বলিলে, ক্রয় অথবা বিক্রয় করিলে মজলিস পরিবর্তন হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

ক্বিরাতের বিবরণ

ক্বিরাতের জন্য শর্ত হইল কমপক্ষে নিজের কান যেন শুনিতে পায়। যদি ইহার থেকে নিচু শব্দে ক্বিরাত করে, তাহা হইলে ক্বিরাত হইবে না। নামাজও হইবেনা। যাহারা মুখ বন্ধ করিয়া মনে মনে কুরয়ান শরীফ পাঠ করে, তাহাদের নামাজ হয় না। (দুর্রে মুখতার)

ফজরের নামাজে, মাগরিব ও ঈশার প্রথম দুই রাকয়াতে, জুমা ও দুই ঈদের নামাজে, তারাবীহ ও রমযান মাসের বিতিরের নামাজে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে ক্বিরাত করা অয়াজিব। মাগরিবের তৃতীয় রাকয়াতে, ঈশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে এবং জোহর ও আসরের সমস্ত রাকয়াতে আস্তে ক্বিরাত করা অয়াজিব। (জান্নাতী জেওর) জোরে ক্বিরাত করিবার অর্থ, কমপক্ষে নাইদের নিকবর্তী মানুষগুলি শুনিতে পাইবে। আস্তে ক্বিরাত করিবার অর্থ, কমপক্ষে নিজের কান শুনিতে পাইবে। (দুর্রে মুতার) যে নামাজগুলিতে প্রকাশ্য ক্বিরাত করিবার হুকুম, যদি ঐ নামাজগুলি একা আদায় করে, তাহা হইলে জোরে ও আস্তে উভয় প্রকারে ক্বিরাত পাঠ করা জায়েজ। অবশ্য জোরে পাঠ করাই উত্তম। (দুর্রে মুখতার)

কুরয়ান শরীফ উল্টা পাঠ করা মাকরূহ তাহরিমী। অর্থাৎ প্রথম রাকয়াতে সূরাহ ইখলাসের পর দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরাহ লাহাব পাঠ করা। (বাহারে শরীয়ত)

মাঝখান হইতে একটি ছোট সূরাহ ত্যাগ করা মাকরূহ। যথা, প্রথম রাকয়াতে 'সূরাহ ইখলাস' এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে 'সূরাহ নাস' পাঠ করা। কারণ, ইহার মাঝখানে 'সূরাহ ফালাক' ছোট সূরাহ রহিয়া গেল। অবশ্য মাঝখানের সূরাহটি যদি প্রথমটির অপেক্ষা বড় হয়, তাহা হইলে মাকরূহ হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

নামাজের বাহিরে তিলাওয়াত

অজু অবস্থায় কিবলামুখী হইয়া কুরয়ান শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। তিলাওয়াতের পূর্বে 'আউজুবিল্লাহ' পাঠ করা সুন্নাত। তিলাওয়াত করিবার মাঝখানে কোন কথা বলিলে অথবা কোন কাজ করিলে পুনরায় 'আউজু বিল্লাহ' ও 'বিস্মিল্লাহ' পাঠ করিয়া নিবে। (জান্নাতী জেওর)

অপবিত্র স্থানে কুরয়ান শরীফ পাঠ করা না জায়েজ। (গুনিয়া) যখন কুরয়ান শরীফ উচ্চ শব্দে পাঠ করা হইবে, তখন যাহারা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইবে, তাহাদের জন্য শ্রবণ করা ফরজ। অন্যথায় একজন শুনিলে যথেষ্ট হইবে। বাকী মানুষ নিজের কাজে লিপ্ত থাকিলেও গোনাহ হইবে না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

একই মজলিসে একাধিক মানুষ এক সঙ্গে কুরয়ান শরীফ পাঠ করিলে আস্তে আস্তে পাঠ করিতে হইবে। (আনওয়ারুল হাদীস, দুর্রে মুখতার)

বাজারে এবং কারখানাতে উচ্চস্বরে কুরয়ান শরীফ পাঠ করা না জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার)

যদি কুরয়ান শরীফ ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে পবিত্র কাপড়ে জড়াইয়া ভাল স্থানে দাফন করিতে হইবে। চাপা মাটি দেওয়া জায়েজ নয়। অনুরূপ পুড়াইয়া দেওয়া না জায়েজ। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

মসজিদের বিবরণ

যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে, তখন দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ 'আল্লাহুম্মাফ্ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা' পাঠ করিবার পর 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা মিন ফাদলিকা' পাঠ করিবে।

মসজিদের ন্যায় মসজিদের ছাদেরও সম্মান করা জরুরী। বিনা কারণে মসজিদের ছাদে উঠা মাকরূহ। (বাহারে শরীয়ত)

খুব শিশু পাগলকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হারাম। অবশ্য পেশাব পায়খানা করিবার ভয় না থাকিলে কেবল মাকরূহ হইবে। (জান্নাতী জেওর)

নাপাক তেল যথা, কেরোসিন ইত্যাদি মসজিদে জ্বালানো নিষেধ। অনুরূপ কোন নাপাক জিনিষ মসজিদে লইয়া যাওয়াও নিষেধ। (জান্নাতী জেওর)

অজু করিবার পর দেহের পানি মসজিদে ঝাড়া অথবা মসজিদে থুতু ফেলা নাজায়েজ। (আলামগিরী)

মসজিদ পরিষ্কার রাখিবার জন্য পায়রা, চড়াই পাখির বাঁসা ভাঙ্গিয়া দেওয়া জায়েজ। (জান্নাতী জেওর)

কাঁচা পেঁয়াজ, মুলা ইত্যাদি খাইয়া মসজিদে যাওয়া জায়েজ নয়। অবশ্য ঐগুলি খাইবার পর দুর্গন্ধ দূর করতঃ গেলে কোন দোষ হইবে না। (মিশকাত)

মসজিদে উপস্থিত হইলে কয়েকটি আদব রক্ষা করিতে হয়। যথা, (১) মসজিদের লোকদিগেকে সালাম দিবে। অবশ্য উহারা জিকিরের মধ্যে থাকিলে অথবা শিক্ষা দেওয়া নেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকিলে

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

'আস্ সালামু আলাইনা অ আলা ইবাদিল্লা হিস্ সালিহীন' বলিবে। (২) যদি মাকরূহ সময় না হয়, তাহা হইলে দুই রাকয়াত 'তাহিয়্যাতুল অজু' নামাজ আদায় করিবে। (৩) মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করিবে না। (৪) হারানো জিনিষ মসজিদে খুঁজিবে না। (৫) জিকির ছাড়া কোন উচ্চ শব্দ করিবে না। (৬) দুনিয়ার কথা বলিবে না। (৭) বসিবার জন্য কাহারো সহিত ঝগড়া করিবে না। (৮) নামাজীর সামনে থেকে যাইবে না। (৯) আঙ্গুল মটকাইবেনা। (১০) বেশি করিয়া আল্লাহর জিকির করিবে। (জান্নাতী জেওর)

মসজিদে ভিক্ষা চাওয়া হারাম। ভিখারীকে কিছু দেওয়া নিষেধ। (দুর্রে মুখতার)

আজানের পর মসজিদ হইতে চলিয়া যাওয়া জায়েজ নয়। অবশ্য যদি নামাজ পড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে যাইবার অনুমতি রহিয়াছে। (বাহারে শরীয়ত)

যদি ইমাম কোন হারাম কাজে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে উহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরিমী। সম্ভব হইলে উহাকে বরখাস্ত করিতে হইবে। অনথায় অন্য মসজিদে চলিয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

সুন্নাত ও নফল নামাজের বিবরণ

বিনা কারণে 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' ত্যাগ করিতে থাকিলে 'ফাসিক' বলিয়া গণ্য হইবে। জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়া যাইবে। উহার সাক্ষ গ্রাহ্য হইবে না। অনেক আলেমের অভিমতে উহাকে গোমরাহ্ বলা হইবে। অবশ্য উহার গোনাহ অয়াজিব ত্যাগের গোনাহ অপেক্ষা কম হইবে। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ত্যাগকারীর

প্রতি রাসুলুল্লাহর শাফায়াত না হইবার আশঙ্ক রহিয়াছে। যদি বিনা কারণে একবার ত্যাগ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে নিন্দার উপযুক্ত হইবে। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহকে 'সুনানুল হুদা' বলা হইয়া থাকে।

'সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ' এর অপর নাম 'সুনানুজ্ জাওয়ায়েদ'। কখন উহাকে মুস্তাহাব ও মানদুব বলা হইয়া থাকে। এই সন্নাতের প্রতি শরীয়তে পাক খুব গুরুত্ব প্রদান করে নাই। ফকীহগণ সুন্নাতকেও নফল বলিয়া থাকেন। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

অন্য সুন্নাত অপেক্ষা ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। অনেকেই উহাকে অয়াজিব পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন। এই সুন্নাতকে ইচ্ছাকৃত অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যাইবে। এই দুই রাকয়াত সুন্নাত বিনা কারণে বসিয়া পড়িলে হইবে না। অনুরূপ কোন চলন্ত গাড়ীতে আদায় করিলে হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

ফজরের নামাজ কাজা হইয়া গেলে, যদি জাওয়ালের পূর্বে আদায় করে, তাহা হইলে সুন্নাত সহ আদায় করিতে হইবে। অন্যথায় উহার কাজা আদায় করিতে হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

জোহর অথবা জুমআর প্রথম সুন্নাত ত্যাগ হইয়া গিয়াছে এবং ফজর পড়িয়া নিয়াছে। এখন যদি সময় বাকী থাকে, তাহা হইলে উহা আদায় করিবে। অবশ্য ঐ সুন্নাত শেষে পড়াই উত্তম। অর্থাৎ জোহরের ফরজ নামাজের পর প্রথমে দুই রাকয়াত সুন্নাত আদায় করিবে। তারপর চার রাকয়াত সুন্নাত পড়িবে। (ফতহুল ক্বাদীর)

যদি ফজরের সুন্নাত কাজা হইয়া যায়, তাহা হইলে ফরজ পড়িবার পর উহার কাজা জায়েজ হইবে না। ইমাম মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, সূর্য উদয় হইবার পর পড়াই উত্তম। (গুনিয়া)

আজকাল অধিকাংশে মানুষ ফরজ আদায় করিবার পর সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুই রাকয়াত সুন্নাত পড়িয়া থাকে; ইহা না জায়েজ। সূর্য উদয়ের পর হইতে জাওয়ালের পূর্বে যে কোন সময় পড়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

মাগরিবের পর ছয় রাকয়াত মুস্তাহাব নামাজ রহিয়াছে। উহাকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়। ঐ ছয় রাকয়াত এক সালামে পড়া জায়েজ। অবশ্য দুই রাকয়াত করিয়া পড়া উত্তম। (দুর্রে মুখতার)

ঈশার প্রথম সুন্নাত যদি পড়া না হয়, তাহা হইলে পরে উহার কাজা আদায় করিতে হইবে না। যদি কেহ পড়ে, তাহা হইলে নফল হইয়া যাইবে। সুন্নাত আদায় হইবেনা। (রদ্দুল মুহতার)

দিনে নফল নামাজ এক সালামে চার রাকয়াতের বেশি এবং রাতে এক সালামে আট রাকায়াতের বেশি পড়া মাকরূহ। দিন হউক অথবা রাত, এক সালামে চার রাকয়াতের বেশি না পড়া উত্তম। (দুর্রে মুখতার)

নফল নামাজ বাড়ীতে পড়াই উত্তম। তারাবীহ, 'তাহিয়াতুল মসজিদ' ইত্যাদি মসজিদে পড়াই উত্তম। (রদ্দুল মুহতার)

বিতিরের পর দুই রাকয়াত নফল অধিকাংশ মানুষ বসিয়া আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু দাঁড়াইয়া আদায় করা উত্তম। অবশ্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঐ দুই রাকয়াত বসিয়া আদায় করিতেন। উহা তাঁহার জন্য খাস ছিল। (বাহারে শরীয়ত)

তাহিয়াতুল মাসজিদ

যে ব্যক্তি মসজিদে আসিবে, তাহার জন্য দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করা সুন্নাত। অনেকেই এই দুই রাকায়াতকে 'দাখুলুল মাসজিদ' বলিয়া থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করিবে, সে বসিবার পূর্বে দুই রাকায়াত পড়িয়া নিবে। (বোখারী)

মাকরূহ সময় যথা, সুবহা সাদেকের পর অথবা আসরের নামাজের পর যদি কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে, তাহা হইলে 'তাহিয়াতুল মাসজিদ' পড়িতে হইবে না। বরং দরূদ শরীফ বা অন্য জিকিরের মধ্যে লিপ্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে মাসজিদের হক আদায় হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মসজিদে প্রবেশ করিয়া বসিবার পূর্বে 'তাহিয়াতুল মাসজিদ' পড়াই উত্তম। যদি বসিবার পর পড়া হয়, তাহা হইলে আদায় হইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার)

প্রতিদিন একবার একবার 'তাহিয়াতুল মাসজিদ' পড়িলে যথেষ্ট হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

যদি কোন ব্যক্তি বিনা অজুতে মাসজিদে প্রবেশ করে অথবা কোন কারণে 'তাহিয়াতুল মাসজিদ' পড়িতে না পারে, তাহা হইলে চারবার —

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ— "সুবহা নাল্লাহি অল হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার" পাঠ করিবে।

তাহিয়াতুল মাসজিদের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ— নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতি তাহিয়াতিল মাসজিদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকায়াত তাহিয়াতুল মাসজিদের। আল্লাহু তায়ালার জন্য। রসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

তাহিয়াতুল অজু

অজু করিবার পর অঙ্গ শুকাইবার পূর্বে দুই রাকায়াত নামাজ পরা মুস্তাহাব। এই দুই রাকায়াতকে 'তাহিয়াতুল অজু' বলা হইয়া থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি অজু করিবে এবং সুন্দরভাবে অজু করিবে এবং খুব একাগ্রতার সহিত দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে। তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। (মুসলিম) – অজু করিবার পর ফরজ ইত্যাদি নামাজ পড়িলে 'তাহিয়াতুল অজু' আদায় হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

তাহিয়াতুল অজুর নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ— নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সলাতি তাহিয়াতিল অজু সুন্নাতি রসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকায়াত 'তাহিয়াতুল অজুর' আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

ইশরাকের নামাজ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাআতে পড়িয়া সূর্য উঁচু হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকিবে, তারপর দুই রাকায়াত পড়িবে, সে পূর্ণ একটি হজ ও উমরার সওয়াব পাইবে। (তিরমিজী শরীফ) – এই দুই রাকয়াতকে সলাতে ঈশরাক বলা হইয়া থাকে।

ঈশরাকের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ঈশ্‌রাকে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, এই দুই রাকয়াত ঈশরাক নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

চাশ্‌তের নামাজ

চাশ্‌তের নামাজকে 'সলাতুজ্ জুহা' বলা হইয়া থাকে। এই নামাজ দুই রাকয়াত হইতে বারো রাকয়াত পর্যন্ত পড়া যাইতে পারে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে— যে ব্যক্তি চাশ্‌তের বারো রাকয়াত পড়িবে। আল্লাহু তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে সোনার বালা খানা তৈয়ার করিয়া রাখিবেন। (তিরমিজী শরীফ) এই নামাজ সূর্য্য উঁচু হইবার পর হইতে জাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত পড়া চলিবে। কিন্তু দিনের চতুর্থাংশে পড়াই উত্তম। (আলমগিরী)

চাশ্‌তের নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চরণ : — নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিজ জুহা সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, এই দুই রাকয়াত সলাতুজ্ জুহার। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে 'আল্লাহ আকবার'।

আওয়াবীন এর নামাজ

মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকয়াত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। এই নামাজকে 'সলাতুল আওয়াবীন' বলা হয়। এই নামাজ এক সালামে পড়া জায়েজ। দুই রাকয়াত করিয়া পড়া উত্তম। (দুর্রে মুখতার)

হাদীস পাকে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের ছয় রাকয়াত নামাজ পড়িবে এবং উহার মাঝখানে কোন খারাপ কথা না বলিবে, ইহা তাহার জন্য বারো বৎসর ইবাদতের সমতুল্য করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিজী)

আওয়াবীনের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّابِيْنَ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চরণ : — নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল আওয়াবীন মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহ আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, এই দুই রাকয়াত আওয়াবীন নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

তাহাজ্জুদ নামাজের বিবরণ

তাহাজ্জুদের নামাজ কমপক্ষে দুই রাকয়াত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইতে আট রাকয়াত পর্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে। এই নামাজ ঈশার পর শয়ন করতঃ উঠিয়া পড়িতে হয়। (বাহারে শরীয়ত) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি রাত্রে জাগিবার পর নিজের পরিবারগণকে জাগাইয়া দুই দুই রাকয়াত পড়িবে, তাহার নাম জাকিরীণদের সহিত লিখিত হইবে।

তাহাজ্জুদের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চরণ : — নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত তাহাজ্জুদ নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে 'আল্লাহ আকবার'।

সলাতুত্ তাস্বীহ

এই নামাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন — যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক দিন একবার। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সপ্তাহে একবার।

যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মাসে একবার। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বৎসরে একবার। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জীবনে একবার আদায় করিবে। (বাহারে শরীআত)

'সলাতুত্ তাস্‌বীহ' পড়িবার নিয়ম ঃ —তাক্‌বীরে তাহরীমা বাঁধিবার পর 'সানা' পাঠ করিবে। তারপর ১৫বার 'সুবহানাল্লাহি অল্ হামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকাবার' পাঠ করিবে। তারপর আউজুবিল্লাহ, বিস্‌মিল্লাহি, সূরাহ ফাতিহা ও অন্য সূরাহ পাঠ করিবার পর রুকুতে যাইবার পূর্বে ১০বার উপরের তাসবীহটি পাঠ করিবে। তারপর রুকু করিবে। রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রব্বি ইয়াল আজীম' বলিয়া আবার উপরের তাসবীহটি ১০বার পাঠ করিবে। রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া 'সামী আল্লাহুলি মান হামিদাহ' ও 'রব্বানা লাকাল হামদ্' বলিয়া দাঁড়ানো অবস্থায় ১০বার উপরের তাসবীহটি পাঠ করিবে। ইহার পর সিজদায় যাইবে এবং তিনবার 'সুবহানা রব্বি ইয়াল আ'লা' বলিবার পর ঐ তাসবীহটি ১০বার পাঠ করিবে। সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া দুই সিজদার মাঝখানে বসিয়া তাসবীহটি ১০বার পাঠ করিবে। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করিবে এবং তিনবার 'সুবহানা রব্বি ইয়াল আ'লা' বলিবার পর আবার ঐ তাসবীহটি ১০বার পাঠ করিবে। এই প্রকারে চার রাকয়াত নামাজ আদায় করিবে। স্মরণ রাখিবে! দাঁড়ানো অবস্থায় সূরাহ ফাতিহার পূর্বে তাসবীহটি ১৫বার পাঠ করিবে। বাকী সমস্ত স্থানে ১০বার করিয়া পড়িতে হইবে। (মিশকাত শরীফ)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — "সুবহানাল্লাহে অল হামদু লিল্লাহে অ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অল্লাহু আকবার"।

মাকরূহ অয়াক্ত ছাড়া সব সময় এই নামাজ পড়া জায়েজ। জোহরের পূর্বে পড়াই উত্তম। (আলামগিরী) এই নামাজে সালাম ফিরাইবার পূর্বে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ
وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ اَهْلِ
الْخَشْیَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ
اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰی اَخَافَکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مَخَافَةً تَحْجُزُ
نِیْ عَنْ مَعَاصِیْکَ حَتّٰی اَعْمَلَ بِطَاعَتِکَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ
رِضَاکَ وَحَتّٰی اُنَاصِحَکَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْکَ وَحَتّٰی
اُخْلِصَ لَکَ النَّصِیْحَةَ حُبًّا لَکَ وَحَتّٰی اَتَوَکَّلَ عَلَیْکَ
فِی الْاُمُوْرِ حُسْنَ ظَنٍّ بِکَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ

উচ্চারণ ঃ — "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা তাওফীকা আহলিল হুদা অ আ'মালা আহলিল ইয়াকীনা অ মানাসাহাতা আহলিত্ তাওবাতি অ আজমা আহলিস সাব্‌রি অজিদ্দা আহলিল খাশ্ ইয়াতি অ তলাবা আহলির্ রগ্‌বাতি অ তায়াব্বুদা আহলিল অরয়ে অ ইরফানা আহলিল ইলমে হাত্তা আখাফাকা আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা মাখাফাতান তাহ্‌জুজুনী আন মায়াসীকা হাত্তা আ'মালা বি তায়াতিকা আমালান আস্তাহিক্কু বিহি রিদাকা অহাত্তা উনাসিহাকা হুব্বান্ লাকা অহাত্তা আতাওয়াক্ কালু আলাইকা ফিল উমুরি হুসনা জান্নাম বিকা সুবহানা খালিকিন্ নূরি।"

সলাতুত্ তাস্‌বীহের নিয়্যাত

نَوَیْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰی اَرْبَعَ رَکْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِیْحِ سُنَّةِ
رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰی مُتَوَجِّهًا اِلٰی جِهَةِ الْکَعْبَةِ الشَّرِیْفَةِ اَللهُ اَکْبَرُ

উচ্চারণঃ— নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আরবাআ রাকয়াতি সলাতিত্ তাসবীহি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, চার রাকায়াত সলাতুত্ তাসবীহের আল্লাহ তাআলার জন্য। রসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কাবা শরীফের দিকে, আল্লাহু আকবার।

নামাজে ইস্তেখারাহ

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করিবে, দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়িবে। প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সুরায়ে 'কাফিরূন' এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা ফাতেহার পর সূরা 'ইখলাস' পাঠ করিবে। তারপর নিজের দোয়াটি পাঠ করিয়া অজু অবস্থায় কিবলা মুখি হইয়া শয়ন করিবে। দোয়া পাঠ করিবার পূর্বে ও পরে সূরায়ে ফাতিহা এবং দরূদ শরীফ পাঠ করিবে —

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُکَ بِعِلْمِکَ وَ اَسْتَقْدِرُکَ بِقُدْرَتِکَ وَ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّکَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌلِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَ عَاجِلُ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِکْ لِیْ فِیْهِ وَ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّلِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَ عَاجِلُ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ عَنْهُ وَاقْدُرْلِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ

উচ্চারণ ঃ— "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখিরুকা বি ইল্মিকা অ আস্তাক্দিরুকা বি কুদরাতিকা অ আস্ আলুকা মিন ফাদলিকাল আজীমি ফাইন্নাকা তাক্দিরু অলা আকদিরু অ তা'লামু অলা অ'লামু অআন্তা আল্লামুল গোয়ুব আল্লাহুম্মা ইনকুনতা তা'লামু আন্না হাজাল আমরা খয়রুল্লি ফি দ্বীনি অ মায়াশী অ আকিবাতি আমরি অ আজিল অমরী অ আজিলিহী ফাক্দুরহু লি অ ইয়াস্ সিরহুলি সুম্মা বারিকলি ফিহি অইন্ কুনতা তা'লামু আন্না হাজাল আমরা শারুল্লি ফিদ্বীনি আমায়াশী অ আকিবাতি আমরী অ আলিজ আমরী অ আজিলিহী ফাআস্‌রিফহু আন্নী অআসরিফ্নি আনহু অক্দুর লিয়াল খায়রা হাইসু কানা সুম্মা রাদ্দিনী বিহী।" দুয়ার মধ্যে দুই স্থানে 'অল আমরা' এর স্থলে নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। (তিরমিজী)

'ইস্তেখারাহ' কমপক্ষে সাতবার করা উত্তম। ইস্তেখারাহ করিবার সময় যদি স্বপ্নে সাদা অথবা সবুজ দেখা যায়, তাহা হইলে ভালোর লক্ষন বুঝিতে হইবে। আর যদি কালো অথবা লাল দেখা যায়, তাহা হইলে মন্দের লক্ষন বুঝিতে হইবে।

তারাবীহ নামাজের বিবরণ

তারাবীহ নামাজ 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'। ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক কাহারো জন্য উহা ত্যাগ করা জায়েজ নয়। (দুর্রে মুখতার)

তারাবীহ নামাজের সময় ঈশার ফরজ নামাজের পর হইতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। উহা বিতিরের আগে ও পরে পড়া জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার)

যদি তারাবীহ ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার কাজা আদায় করিতে হইবে না। যদি কাজা আদায় করে, তাহা হইলে নফল হইয়া যাইবে। তারাবীহ আদায় হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত দশ সালামে পড়িতে হইবে। যদি কুড়ি রাকায়াত এক সালামে পড়া হয়, তাহা হইলে মাকরুহ হইবে। অবশ্য এক সালামে কুড়ি রাকয়াত পড়িলে প্রত্যেক দুই রাকয়াতে বৈঠক করিতে হইবে। অন্যথায় কুড়ি রাকয়াত দুই রাকয়াতে গণ্য হইবে। (দুর্রে মুখতার) 'তারাবীহ' নামাজে একবার কুরয়ান শরীফ খতম করা 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'। (দুর্রে মুখতার)

হাফিজকে পারিশ্রমিক দিয়া তারাবীহ্ পড়ানো জায়েজ নয়। দাতা ও গ্রহিতা সবাই গোনাহগার হইবে। প্রথমে চুক্তি করুক অথবা নাই করুক। যদি জানা যায় যে, এখানে কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা হইলেও নাজায়েজ হইবে। অবশ্য হাফিজ যদি বলিয়া দেয় যে, আমি কিছু নিব না এবং মুক্তাদীগণ বলিয়া দেয় যে, আমরা কিছু দিব না এইবার তারাবীহ পড়িবার পর মানুষ যদি হাফিজকে টাকা পয়সা দিয়া খিদমাত করে, তাহা হইলে জায়েজ হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

ইমাম ও মুক্তাদী প্রত্যেকেই প্রতি দুই রাকয়াতে 'সানা' পাঠ করিবে এবং 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার পর দুয়াও পাঠ করিবে। যদি মুক্তাদীগণের খুব কষ্ট হয়, তাহা হইলে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার পর কেবল — আল্লাহুম্মা সল্লিয়ালা মুহাম্মাদিঁও অ আলিহি পর্যন্ত পাঠ করিলে চলিবে। (দুর্রে মুখতার)

তারাবীহ নামাজ জামায়াতের সহিত পড়া সুন্নাতে কিফায়া। যদি সবাই জামায়াত ত্যাগ করে, তাহা হইলে সবাই গোনাহ্গার হইবে। বাড়িতে একা আদায় করিলে গোনাহ্গার হইবে না। অবশ্য বিনা কারণে কোন আলেম মানুষ জামায়াত ত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ, ইহাতে মানুষের আগ্রহ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং জামায়াত কম হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

নাবালেগের পশ্চাতে বালেগ মানুষের তারাবীহ হইবে না। (আলামগিরী) রমজান মাসে বিতিরের নামাজ জামায়াতে পড়াই উত্তম। (দুর্রে মুখতার) এক ব্যক্তি ঈশা ও বিতির পড়াইবে এবং অন্য ব্যক্তি তারাবীহ পড়াইবে, ইহা জায়েজ। (আলামগিরী) যদি সমস্ত মানুষ ঈশার জামায়াত ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তারাবীহ জামায়াত করিয়া পড়িতে পারিবে না। অবশ্য কিছু মানুষের যদি ঈশার জামায়াত ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা তারাবীহ নামাজের জামায়াতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি ঈশার নামাজ পড়ে নাই, চাই তারাবীহ নামাজ জামায়াতে পড়ুক অথবা নাই পড়ুক, বিতির নামাজ জামায়াতে পড়িতে পারিবেনা। (রদ্দুল মুহতার)

যদি দুই রাকয়াতে ভুল বশতঃ না বসিয়া দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে তৃতীয় রাকয়াতের সিজদা না করা পর্যন্ত বসিয়া যাইবে। যদি সিজদা করিয়া থাকে, তাহা হইলে চার রাকয়াত পূর্ণ করিয়া লইবে। যদি দুই রাকয়াতে বসা

হইয়া থাকে, তাহা হইলে চার রাকয়াত হইবে। অন্যথায় দুই রাকয়াত বলিয়া গণ্য হইবে। (আলামগিরী)

যদি বিতির পড়িবার পর সবার মনে হইয়া যায় যে, দুই রাকয়াত তারাবীহ বাকী রহিয়াছে, তাহা হইলে ঐ দুই রাকয়াত জামায়াত করিয়া পড়িবে। যদি পরে মনে হইয়া যায়, তাহা হইলে জামায়াত করতঃ পড়া মাকরূহ হইবে। (আলামগিরী) সালাম ফিরাইবার পর যদি মুক্তাদীগণের মতভেদ হইয়া যায় যে, দুই রাকয়াত হইয়াছে অথবা তিন রাকয়াত হইয়াছে, এমতাবস্থায় ইমামের মতটি গ্রহণযোগ্য হইবে। যদি ইমামের সন্দেহ রহিয়া যায়, তাহা হইলে ইমাম যাহাকে সত্যবাদী বলিয়া মনে করিবে, তাহার কথা গ্রহণযোগ্য হইবে। যদি আঠারো অথবা কুড়ি হইয়াছে বলিয়া মতভেদ হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথক পৃথক দুই রাকয়াত পড়িয়া নিবে। (আলামগিরী)

তারাবীহ নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تعالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চরণ : — নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তারাবীহ সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, এই দুই রাকয়াত তারাবীহ নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহ আকবার'।

প্রতি চার রাকয়াতের পর চার রাকয়াত নামাজ পড়িবার মত সময় বসিয়া থাকা মুস্তাহাব। (আলামগিরী) – চুপ করিয়া বসিয়া থাকা জায়েজ। অনুরূপ দরূদ শরীফ অথবা কুরয়ান শরীফ অথবা নফল নামাজ পড়িতে পারে অথবা

নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিতে পারে। —

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ
وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ
الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَ لَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ نَسْتَغْفِرُ اللهَ نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ — সুবহানা জিল মুলকি অল্ মালাকুতি সুবনাজিল ইজ্জাতি অল্ আজমাতি অল্ হাইবাতী অল্ কুদরাতি অল্ কিবরিইয়ায়ী অল্ জাবারুতি সুবহানাল মালিক্বিল হাই ইল্লাজী লাইয়া নামু অলা ইয়ামুতু সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি অর্ রুহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু নাস্তাগফিরুল্লাহ্ নাস্ আলুকাল জান্নাতা অনাউজুবিকা মিনান্নার। —এইবার হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিতে হইবে। এই মুনাজাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দোয়া নাই। অধিকাংশ নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিয়া থাকে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ
بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ — "আল্লাহুম্মা ইয়া নাস আলুকাল জান্নাতা অনাউজু বিকা মিন্নারি ইয়া খালিকাল জান্নাতি অন্নারি বিরাহমাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বার্র আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন"। — তারাবীহ নামাজের শেষে সবাই একত্রিতভাবে দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করা উত্তম।

জামায়াত সম্পর্কে বিশেষ মসলা

একা ফরজ নামাজ আরম্ভ করিবার পর যদি জামায়াত আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে নামাজ ত্যাগ করতঃ জামায়াতে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

ফজর অথবা মাগরিবের নামাজ একা আরম্ভ করিবার পর যদি জামায়াত আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে নামাজ ত্যাগ করতঃ জামায়াতে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। যদি দ্বিতীয় রাকয়াতের সিজদা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই নামাজ ত্যাগ করিবার অনুমতি নাই। ফজরের নামাজ সম্পূর্ণ পড়িবার পর নফলের নিয়্যাতে জামায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। কারণ, ফজরের পর কোন নফল নাই। অনুরূপ মাগরিবের নামাজ সম্পূর্ণ আদায় করিবার পর নফলের নিয়্যাতে জামায়াত ধরা জায়েজ নয়। কারণ, তিন রাকয়াতে কোন নফল নাই। (আলামগিরী)

চার রাকয়াত বিশিষ্ট নামাজ আরম্ভ করিবার পর এক রাকয়াত পড়া হইয়া গেলে, আরো এক রাকয়াত পড়াই অয়াজিব। দুই রাকয়াতের পর সালাম ফিরাইয়া জামায়াত ধরিবে। এই দুই রাকয়াত নফল হইয়া যাইবে। যদি দুই রাকয়াত পড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে এখনই সালাম ফিরাইয়া জামায়াত ধরিবে। যদি তিন রাকয়াত পড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে নামাজ পূর্ণ করা অয়াজিব। নামাজ পূর্ণ করিবার পর জামায়াত ধরিলে সওয়াব পাইবে। তিন রাকয়াত নামাজ পড়িবার পর নামাজ ভঙ্গ করিয়া জামায়াত ধরিলে গোনাহ্গার হইবে। আসরের নামাজ পড়িবার পর জামায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। কারণ, আসরের পর কোন নফল নাই। (রদ্দুল মুহতার)

নফল নামাজ আরম্ভ করিবার পর জামায়াত আরম্ভ হইয়া গেলে, নামাজ ভঙ্গ করিয়া জামায়াত ধরা জায়েজ হইবেনা। বরং দুই রাকয়াত পূর্ণ করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

জুম্আ অথবা জোহরের সুন্নাত পড়া অবস্থায় যদি খুৎবা অথবা জামায়াত আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে চার রাকয়াত পূর্ণ করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

সুন্নাত অথবা কাজা নামাজ আরম্ভ করিবার পর যদি জামায়াত আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে সুন্নাত ও কাজা নামাজ পূর্ণ করিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

নামাজ ভঙ্গ করিবার জন্য বসিবার প্রয়োজ নাই। দাঁড়াইয়া একদিকে সালাম করিলে হইবে। (আলামগিরী)

যে ব্যক্তি জোহর অথবা ঈশার নামাজ পড়িয়া নিয়াছে। এমতাবস্থায় যদি তাক্বীর আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে নফলের নিয়্যাতে জামায়াতে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

রুকুতে যাইবার পূর্বে যদি ইমাম মাথা উঠাইয়া নেয়, তাহ হইলে ঐ রাকয়াতটি গণ্য হইবে না। কিন্তু ইমামের সহিত সিজদা করিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

ইমাম রুকুর অবস্থায় রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কেহ তাহরীমা বাঁধিয়া রুকুতে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইমাম মাথা উঠাইয়া নিয়াছে, যদিও রুকুর তাসবীহ একবার পড়া হয় নাই, তবুও রুকু গণ্য হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

কাজা নামাজের বিবরণ

খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদরে কারণে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একাধিক নামাজ কাজা হইয়াছিল। রাতের একাংশ অতিক্রম করিবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত বিলালকে আজান ও ইক্বামত দিতে আদেশ করিলেন। হুজুর জোহরের নামাজ আদায় করিলেন। আবার ইক্বামত হইল। তিনি আসর আদায় করিলেন। আবার ইক্বামত হইল। তিনি মাগরিব আদায় করিলেন। পুনরায় ইক্বামাত হইবার পর ঈশা আদায় করিলেন। (বাহারে শরীয়ত) শরীয়ত সমর্থন করিবে, এই রকম কারণ ছাড়া নামাজ কাজা করা কঠিন গোনাহ। উহার উপর কাজা আদায় করা ফরজ। আন্তরিক ভাবে তওবা করিবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — নামাজ যথা সময়ের মধ্যে পড়াকে 'আদা' বলা হয়। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইবার পর নামাজ পড়াকে 'কাজা' বলা হয়। কোন কারণে সঠিক ভাবে নামাজ আদায় না হইলে পুনরায় আদায় করাকে 'ইয়াদাহ'বলা হয়। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — যদি সময়ের মধ্যে তাহরীমা বাঁধা হয়, তাহা হইলে নামাজ আদায় হইয়া যাইবে। 'কাজা' হইবে না। কিন্তু ফজর, জুময়া ও দুই ঈদের নামাজে যদি সালাম ফিরাইবার পূর্বে সময় অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — কাজা নামাজ পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নাই। জীবনে যখনই পড়িবে আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু উদয়, অস্ত ও দ্বিপ্রহরে কোন নামাজ জায়েজ নয়। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – যদি কাজা নামাজ স্মরণ না থাকে এবং ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে ওয়াক্তিয়া নামাজ হইয়া যাইবে। আর যদি ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িবার সময় কাজা নামাজের কথা স্মরণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ওয়াক্তিয়া নামাজ হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – যাহার ছয় অয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি তারতীব বা ধারাবাহিকতা ফরজ নয়। কাজা নামাজগুলি আদায় না করিয়া অয়াক্তিয়া নামাজ পড়িলে জায়েজ হইবে। ঐ ছয় অয়াক্ত কাজা নামাজের মধ্যে ২।৩ অয়াক্তে আদায় করিবার পরও তারতীব ফরজ হইবে না, যতক্ষন পর্যন্ত সমস্ত কাজাগুলি আদায় না করে। যাহার কোন নামাজ কাজা নাই, তাহাকে 'সাহিবে তারতীব বলা হয়। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা – যদি 'সাহিবে তারতীব' ব্যক্তির ছয় অয়াক্তের কম নামাজ কাজা হইয়া যায়, তাহা হইলে কাজাগুলি আদায় করিয়া অয়াক্তিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। অন্যথায় নামাজ হইবে না। অবশ্য যাহার ছয় অয়াক্ত অথবা উহার বেশি নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তারতীব ফরজ নয়। যে নামাজ পড়িবে তাহা আদায় হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – কাজা নামাজ পড়িতে গেলে যদি অয়াক্ত অতিক্রম করিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে কাজা ত্যাগ করিয়া অয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – যদি কোন মহিলার এক অয়াক্তে নামাজ কাজা হইবার পর মাসিক চলিয়া আসে, তাহা হইলে মাসিক ভাল হইবার পর প্রথমে কাজা নামাজ আদায় করিয়া অয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে। অন্যথায় নামাজ হইবে

না। যদি ঐ কাজা আদায় করিলে অয়াক্ত অতিক্রম করিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে কাজা না পড়িয়া অয়াক্তিয়া আদায় করিতে হইবে। (আলমগিরী)

মসলা – যাহাদের জীবনে বহু নামাজ কাজা রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য নফল নামাজ না পড়িয়া কাজা নামাজগুলি আদায় করা উচিৎ। অবশ্য কাজা নামাজের জন্য তারাবীহ ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজগুলি ত্যাগ করা চলিবে না। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা – যদি কেহ নামাজের মান্নত করে এবং দিন ও সময় নির্ধারিত করে, তাহা হইলে নির্ধারিত দিন ও সময়ের মধ্যে পড়িতে হইবে। অন্যথায় কাজা হইয়া যাইবে। যদি দিন ও সময় নির্ধারিত না করে, তাহা হইলে যখন ইচ্ছা পড়িতে পারে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – যাহার এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ অয়াক্ত কাজা হইয়াছে যদি স্মরণ না থাকে, তাহা হইলে এক দিনের নামাজ পড়িতে হইবে। অনুরূপ যদি দুই অথবা তিন দিনের তিন ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া যায় এবং কোন্ ওয়াক্ত তাহা স্মরণ না থাকে; তাহা হইলে তিন দিনের সমস্ত নামাজ পড়িতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – যাহার নামাজ কাজা রহিয়াছে এবং ইন্তেকাল করিয়াগিয়াছে। যদি সে অসীয়ত করিয়া যায় এবং সম্পত্তি রাখিয়া যায়, তাহা হইলে উহার এক তৃতীয়াংশে হইতে প্রত্যেক ফরজ ও বিতির নামাজের পরিবর্তে একটি করিয়া ফিৎরার মূল্য সাদকা করিয়া দিবে। যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি না থাকে এবং অয়ারিশগণ ফিদ্ইয়া প্রদান করিতে চায়, তাহা হইলে জায়েজ হইবে। যদি অয়ারিশগণের সামর্থ না থাকে, তাহা হইলে অল্প কিছু টাকা লইয়া নিজেদের মধ্যে কাহার দান করিয়া দিবে এবং সে উহা পূণরায় তাহাকে দান করিয়া দিবে। এই প্রকারে যতক্ষন পর্যন্ত সমস্ত ফিদ্ইয়া আদায় না হইবে, ততক্ষন পর্যন্ত দেওয়া নেওয়া করিতে থাকিবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – অসুস্থ অবস্থায় ফিদ্ইয়া প্রদান করিলে আদায় হইবে না। অনুরূপ যদি কাহার নামাজ পড়িয়া দিতে অসীয়ত করিয়া যায় এবং সে নামাজ পড়িয়া দেয়, তাহা হইলেও উহা আদায় হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – সমস্ত ফিদ্ইয়ার পরিবর্তে যদি একটি কুরয়ান শরীফ দান করে, তাহা হইলে ফিদ্ইয়া আদায় হইবে না। অবশ্য কুরয়ান শরীফের মূল্য পরিমান ফিদ্ইয়া আদায় হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

কাজা নামাজ পড়িবার নিয়ম

যে দিন ও যে ওয়াক্তের নামাজ কাজা হইয়া যাইবে। কাজা আদায় করিবার সময় সেই দিন ও সেই ওয়াক্তের নিয়্যাত করা জরুরী। যথা, জুমআর দিন ফজরের নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে। এখন এই প্রকার নিয়্যাত করিতে হইবে — "আমি নিয়্যাত করিয়াছি, জুমআর দিনের দুই রাকয়াত ফরজ নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার"। যদি কয়েক মাস অথবা কয়েক বৎসরের নামাজ কাজা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকারে নিয়্যাত করিতে হইবে। যথা, আমার জীবনে যত ফজরের নামাজ কাজা রহিয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব প্রথম দুই রাকয়াত ফজরের নিয়্যাত করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার। (জান্নাতী জেওর)

জুমআর নামাজের বিবরণ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা জুমার দিবস আমার প্রতি বেশি করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। কারণ, ঐ দিনে ফেরেশ্তাগণ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছাইয়া থাকিবে। হজরত আবু দারদা রাদী আল্লাহু আনহু বলিলেন — আপনার ইন্তেকালের পরে কি হইবে? হুজুর বলিলেন — নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নবীদিগের দেহকে খাওয়া মাটির প্রতি হারাম করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহর নবী জীবিত। আহার প্রদান করা হইয়া থাকে। (ইবনো মাযা, মিশকাত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে মুসলমান পুরুষ অথবা নারী জুমআর দিনে অথবা রাতে ইন্তেকাল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে

কবরের আজাব ও কবরের ফিৎনা হইতে বাঁচাইয়া নিবেন এবং তাহার কোন হিসাব হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি অলসতা করিয়া তিন জুমুয়া পর পর ত্যাগ করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে মোহর করিয়া দিবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি) অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে যে ব্যক্তি বিনা কারণে তিন জুময়া ত্যাগ করিবে সে মুনাফিক। (ইবনো খুজাইমা)

হজরত আবু বাকার সিদ্দীক রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি জুময়ার দিন গোসল করিবে, তাহার গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং যখন চলিতে আরম্ভ করিবে তখন তাহার প্রতি কদমে কুড়ি নেকী লেখা হইবে। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে — তাহার প্রতি কদমে কুড়ি বৎসরের আমল লেখা হইবে এবং যখন নামাজ শেষ করিবে, তখন দুই শত বৎসরের আমলের সওয়াব পাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – জুময়ার নামাজ ফরজ। জুময়ার ফরজ জোহরের ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জুময়ার ফরজ অস্বীকারকারী কাফের। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – জুময়া ফরজ হইবার জন্য অনেকগুলি শর্ত রহিয়াছে। যথা, (১) শহরে স্থায়ী হওয়া। অতএব, মুসাফিরের প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (২) স্বাধীন হওয়া। অতএব, পরাধীন গোলামের প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (৩) সুস্থ থাকা। অতএব, জামে মসজিদ পর্যন্ত যাইবার মত ক্ষমতাহীন ব্যক্তির প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (৪) পুরুষ হওয়া। অতএব, স্ত্রী লোকের প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (৫) আক্কেল হওয়া। অতএব, পাগলের প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (৬) বালেগ হওয়া। অতএব, নাবালেগ এর প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (৭) চক্ষু জ্যোতি ঠিক থাকা। অতএব, অন্ধের প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (৮) চলিবার শক্তি থাকা। অতএব, ল্যাংড়ার প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (৯) বন্দী না হওয়া। অতএব, জেল খানার বন্দীদের প্রতি জুময়া ফরজ নয়। (১০) হাকীম অথবা অত্যাচারীর ভয় না থাকা। (১১) অত্যন্ত বৃষ্টিপাত অথবা তুফান না হওয়া। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা – যাহাদের প্রতি জুময়া ফরজ নয়। যদি তাহারা জুময়া আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে জুময়া হইয়া যাইবে। অর্থাৎ জোহর পড়িতে হইবে না। (জান্নাতী জেওর)

জুময়া জায়েজ হইবার শর্তাবলী

জুময়ার নামাজ জায়েজ হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। যদি ঐ শর্তগুলির মধ্যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তাহা হইলে জুময়া আদায় হইবে না। যথা, (১) শহর অথবা শহরের পার্শবর্তী এলাকা হওয়া। খুব পল্লীর দিকে ছোট ছোট গ্রামে জুময়ার নামাজ জায়েজ নয়। পল্লী অঞ্চলের মানুষ অন্য দিনের ন্যায় জোহরের নামাজ জামায়াতে পড়িবে। কিন্তু যে সমস্ত গ্রামে প্রথম হইতে জুময়া চলিয়া আসিতেছে যেখানে জুময়া বন্ধ করা চলিবে না। কারণ, ইহাতে মানুষ গোমরাহ্ হইয়া যাইবে। কিন্তু চার রাকয়াত জোহর আদায় করা জরুরী। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ) আমাদের দেশে সর্বত্র জুময়ার নামাজ পড়া হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে চার রাকয়াত আখিরী জোহর পড়া হইয়া থাকে। এই চার রাকয়াত নামাজ অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

(২) ইসলামের বাদশাহ অথবা উহার প্রতিনিধি জুময়া কায়েম করিবে। যদি ইসলামী শাসন না থাকে, তাহা হইলে ঐ শহরের যিনি সব চাইতে বড় সুন্নী সহিহুল আক্বীদার আলেম হইবেন, তিনি জুময়া কায়েম করিবেন। উহার বিনা অনুমতিতে জুময়া হইবে না। সাধারন মানুষের অধিকার নেই যে, ইচ্ছা মত যখন তখন, যেখানে সেখানে জুময়া কায়েম করিবে।

(৩) জোহরের সময় হওয়া। অতএব, জোহরের সময়ের পূর্বে অথবা পরে জুময়ার নামাজ জায়েজ নয়।

(৪) জুময়ার নামাজের পূর্বে খুৎবা হইয়া যাওয়া। আরবী ভাষায় খুৎবা পাঠ করা জরুরী। অন্য ভাষায় খুৎবা পাঠ করা সুন্নাতের বিপরীত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায় কিরামগণ আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা প্রদান করেন নাই।

(৫) জামায়াত, ইমাম ছাড়া কম পক্ষে তিনজন পুরুষ হওয়া জরুরী।

(৬) সর্ব সাধারণের জন্য জুময়াতে অংশগ্রহণ করিবার অনুমতি থাকা। অতএব, আবদ্ধ স্থানে জুময়া জায়েজ নয়। (দুর্রে মুখতার)

খুৎবাহ্ সম্পর্কে কতিপয় মসলা

জুময়ার খুৎবার জন্য কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। যথা, (১) জুময়ার ওয়াক্ত হওয়া (২) নামাজের পূর্বে হওয়া (৩) জামায়াতের সম্মুখে হওয়া। অর্থাৎ ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিনজন পুরুষ হওয়া (৪) এমন শব্দে পাঠ করা, যাহাতে নিকটের মানুষ শুনিতে পায়। জাওয়ালের পূর্বে অথবা নামাজের পরে অথবা কেবল মহিলা ও বাচ্চাদের সামনে খুৎবা পাঠ করিলে জুময়া আদায় হইবে না। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা – খুৎবার অপর নাম 'আল্লাহ্ তায়ালার জিকির'। একবার 'আলহাম্‌দু লিল্লাহ্' অথবা 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। অবশ্য এই প্রকারে খুৎবা সমাপ্ত করা মাকরূহ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – খুৎবাহ্ ও নামাজের মধ্যে বেশি ব্যবধান হইলে খুৎবা হইবেনা। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – খুৎবাহ্ পাঠ করিবার সময় কথা বলা মাকরূহ। অবশ্য খতীব ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করিতে পারেন। (আলামগিরী)

মসলা – খুৎবার পূর্বে 'আউজু বিল্লাহ' আস্তে পাঠ করা, 'আলহাম্‌দু' শব্দ দিয়া খুৎবা আরম্ভ করা, দুই খুৎবার মাঝখানে তিন আয়াত পাঠ করিবার মত সময় বসা উত্তম। প্রথম খুৎবা অপেক্ষা দ্বিতীয় খুৎবা আস্তে পাঠ করা মুস্তাহাব। (আলামগিরী)

মসলা – যাহার প্রতি জুময়া ফরজ নয়। যথা, অসুস্থ ব্যক্তি, মুসাফির, বন্দী প্রভৃতি মানুষের জন্য জুময়ার দিন শহরে জামায়াত করতঃ জোহর পড়া মাকরূহ তাহরিমী। যাহারা জুমার নামাজ পায় নাই। তাহার বিনা আজান ও ইক্বামাতে একা একা জোহর পড়িবে। উলামায় কিরাম বলিয়াছেন — যে সমস্ত মসজিদে জুময়া হয় না, সেই মসজিদগুলি জোহরের সময় বন্ধ রাখিতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – যে ব্যক্তি জুময়ার শেষ বৈঠক পাইয়াছে অথবা সিজদায় সাহুর পর অংশগ্রহণ করিয়াছে, সে জুময়া পাইয়া গিয়াছে। এখন তাহার দুই রাকয়াত পূর্ণ করিতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা – যখন ইমাম খুৎবার জন্য দাঁড়াইবে, তখন হইতে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার কথা বলা, নামাজ পড়া ও জিকির করা জায়েজ নয়। অবশ্য সাহেবে তারতীব ব্যক্তির কাজা নামাজ পড়া জায়েজ। ঐ সময় যদি কেহ সুন্নাত অথবা নফল নামাজ পড়িতে থাকে, তাহা হইলে অতি শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া নিবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – নামাজের অবস্থায় যে সমস্ত জিনিষ হারাম। যথা, পানাহার করা, সালাম দেওয়া ও নেওয়া ইত্যাদি; এই সমস্ত জিনিষ খুৎবার সময়ও অবস্থায়ও হারাম। যখন খুৎবা পাঠ করিবে তখন উপস্থিতগণের প্রতি শ্রবন করা এবং নীরব থাকা ফরজ। যাহারা দুরে থাকিবার কারণে খুৎবার আওয়াজ শুনিতে পাইবেনা, তাহাদেরও চুপ থাকা অয়াজিব। কাহারো খারাপ কাজ করিতে দেখিলে হাত অথবা মাথার ইংগিতে নিষেধ করিতে পারে। মুখে নিষেধ করা না জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – যখন খতীব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে তখন উপস্থিতগণ আন্তরিক ভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। খুৎবার সময় মৌখিক দরূদ শরীফ পাঠ করিবার অনুমতি নাই। অনুরূপ সাহাবাগণের নাম শুনিয়া 'রাদী আল্লাহু আনহু' বলিতে পারিবে না। জুময়ার খুৎবাহ ছাড়া দুই ঈদ, নেকাহ ইত্যাদির খুৎবা শ্রবণ করা অয়াজিব। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – যখন খতীব মিম্‌বারে বসিবে, তখন তাহার সামনে মসজিদের বাহিরে আজান দিবে। সামনের অর্থ মিম্‌বারের নিকটে প্রথম লাইনে নয়। ফকীহগণ মসজিদের ভিতর আজান দেওয়া নাজায়েজ বলিয়াছেন। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – অধিকাংশ স্থানে খুৎবার আজান অতি আস্তে পড়িয়া থাকে, ইহা উচিৎ নয়। বরং প্রথম আজানের ন্যায় উচ্চস্বরে দিতে হইবে। এই আজানও প্রথম আজানের ন্যায় মানুষকে আহ্বান করিবার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – যিনি খুৎবাহ পাঠ করিবেন, তিনি নামাজ পড়াইবেন। যদি অন্য কোন লোক নামাজ পড়ায়, তাহা হইলে জায়েজ হইবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – জুময়ার দিন সফর করিলে জাওয়ালের পূর্বে শহরের বস্তী হইতে বাহির হইতে হইবে। অন্যথায় নিষেধ রহিয়াছে। (বাহারে শরীয়ত)

জুময়ার নামাজের সংখ্যা ও নিয়্যাত

জুময়ার ওয়াক্তে সাধারনতঃ বাইশ রাকয়াত নামাজ পড়া হইয়া থাকে। দুই রাকয়াত তাহিয়াতুল অজু ও দুই রাকয়াত তাহিয়াতুল মসজিদ। এই নামাজগুলির নিয়ম ও নিয়্যাত সম্পর্কে পূর্বে লেখা হইয়াছে। চার রাকয়াত কাবলাল জুময়া। দুই রাকয়াত জুমার ফরজ। চার রাকয়াত বা'দাল জুময়া। চার রাকয়াত আখিরুজ্ জোহর। এই নামাজকে 'ইহ্‌তিয়াতুজ্ জোহর'ও বলা হইয়া থাকে। দুই রাকয়াত সুন্নাতুল ওয়াক্ত। দুই রাকয়াত নফল। নফল নামাজের নিয়ম ও নিয়্যাত পূর্বে লেখা হইয়াছে।

কাবলাল জুময়ার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতি কাবলাল জুময়াতে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, এই দুই রাকয়াত জুমার ফরজ নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

জুময়ার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضِ
اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল জুময়াতি ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত জুমার ফরজ নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

বা'দাল জুমার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا الٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতি বা'দাল জুময়াতি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, চার রাকয়াত বা'দাল জুমা নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

আখিরুজ্ জোহরের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ اٰخِرِ الظُّهْرِ اَدْرَكْتُ
وَقْتَهٗ وَلَمْ اُصَلِّ بَعْدَهٗ مُتَوَجِّهًا الٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতি আখিরিজ্ জোহরে আদরাকতু অয়াক্তাহু অলাম উসাল্লি বা'দাহু মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, চার রাকয়াত আখিরুজ্ জোহর নামাজের। যাহার ওয়াক্ত পাওয়া সত্বেও পড়া হয় নাই। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই নামাজ পড়িবার নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ কিতাবে বলা হইয়াছে, এই নামাজের প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সূরাহ পাঠ করিতে হইবে। কোন কিতাবে বলা হইয়াছে যাহার জীবনে জোহরের নামাজ কাজা রহিয়াছে সে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে সূরাহ মিলাইবে না। আর যাহার জীবনে জোহর কাজা নাই সে প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ মিলাইবে। (শামী)

সুন্নাতুল অয়াক্তের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْوَقْتِ سُنَّةِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত সুন্নাতুল অয়াক্ত নামাজের। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

শবে মি'রাজের নামাজ

(ক) দুই রাকয়াত করিয়া বারো রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পাঁচবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। বারো রাকয়াতের পর একশত বার কালেমায় তামজীদ, এক শত বার ইস্তেগ্ফার ও একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। অতপরঃ দুয়াতে যাহা চাহিবে ইনশা আল্লাহ কবুল হইবে।

(খ) দুই রাকয়াত করিয়া ছয় রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সাতবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। সব শেষে পঞ্চাশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। ইহাতে দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হইবে এবং সত্তর হাজার গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।

(গ) দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিার পর সাতাশ বার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে এবং 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করিবার পর সাতাশ বার দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করিবে। সালামের পর ইহার সওয়াব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে উপঢৌকন পাঠাইবে।

(ঘ) দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রথম রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পরসূরাহ 'আলাম নাশ্ রাহ' পাঠ করিবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সূরাহ 'কুরাইশ' পাঠ করিবে। —এই নামাজ পড়িলে আউলিয়াদের সহিত নামাজ পড়িবার সওয়াব পাইবে।

(ঙ) দুই রাকয়াত করিয়া দশ রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহা র পর তিনবার সূরাহ কাফিরূন ও তিনবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। দশ রাকয়াতের পর একবার কালেমা তাওহীদ পাঠ করিবে। তারপর পাঠ করিবে —

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিঁও অ আলা আলিহিত্ ত্বাহিরীনা অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাকয়াতের বদলে এক হাজার রাকয়াতের সওয়াব দিবেন।

শবেবরাতের নামাজ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — পনেরই শাবানের রজনীতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুকের দিকে খাস তাজাল্লী ফেলেন এবং কাফের ও হিংসুক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করিয়া দেন। (তিবরানী)

তওরাত শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি শাবানে এই কালেমাগুলি পাঠ করিবে সে কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠিবে যে, তাহার মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চমকাইতে থাকিবে এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে সিদ্দিকীনদের দলোভুক্ত হইয়া যাইবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

উচ্চারণঃ — "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা না'বুদু ইল্লা ইইয়াহু মুখলিসীনা লাহুদ্ দীনা অলাউ কারিহাল কাফিরুন। (নুজহাতুল মাজালিস)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি শাবানের পনের তারিখের রজনীতে বারো রাকয়াত নামাজ আদায় করিবে এবং প্রত্যেক রাকয়াতে **সূরাহ** ফাতিহার পর দশবার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহার আয়ু বাড়াইয়া দিবেন। (নুজহাতুল মাজালিস)

এই বারো রাকয়াত নামাজ দুই রাকয়াত করিয়া নফলের নিয়্যাতে পড়িবে। কেহ যদি নিম্নোরূপ নিয়্যাতে পড়ে, তবে ইহাতে দোষ নাই।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ
الْبَرَاءَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলাতিল বারাতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত লাইলাতুল বারাত নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

শবে বরাতের আরো কয়েক প্রকার নফল নামাজের নিয়ম নিম্নে প্রদান করা হইতেছে। যথা —

(ক) দুই রাকয়াত নফল তাহিয়্যাতুল অযূ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার করিয়া সূরাহ ইখলাস 'কুলহু অল্লাহু আহাদ' পাঠ করিবে। – এই নামাজ পড়িলে প্রত্যেক পানির ফোঁটার পরিবর্তে সাত শত রাকয়াত নফলের সওয়াব পাইবে।

(খ) দুই রাকয়াত নফল নামাজ। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর একবার করিয়া আয়াতুল কুরসী ও পনের বার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে এবং সালাম ফিরাইবার পর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। – এই নামাজ পড়িলে রুজিতে বরকত হইবে, সমস্ত প্রকার দুঃখ কষ্ট থেকে নাজাত পাইবে এবং গোনাহ ক্ষমা হইবে।

(গ) আট রাকয়াত নফল নামাজ। দুই রাকয়াত করিয়া নিয়্যাত করিবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পাঁচবার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। গোনাহ থেকে পাক ও সাফ হইয়া যাইবে। দুয়া কবুল হইবে। অসীম সওয়াব পাইবে।

(ঘ) বারো রাকয়াত নফল নামাজ। দুই রাকয়াত করিয়া পড়িতে হইবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর দশবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। বারো রাকয়াত পড়িবার পর দশবার কালেমায় তাওহীদ ও দশবার কালেমায় তামজীদ ও দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

(ঙ) চৌদ্দ রাকয়াত নফল নামাজ। দুই রাকয়াত করিয়া পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর যে কোন সূরাহ পাঠ করিবে। —এই নামাজের পর সমস্ত নেক দুয়া কবুল হইয়া থাকে।

(চ) এক সালামে চার রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পঞ্চাশবার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। এই নামাজ পড়িলে গোনাহ থেকে এমন পাক হইয়া যাইবে যে, এখনই মায়ের পেট থেকে পয়দা হইয়াছে।

(ছ) এক সালামে আট রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর এগারবার করিয়া 'ইখলাস' পাঠ করিবে। এই নামাজের সওয়াব হজরত ফাতিমা রাদী আল্লাহ্ আনহার নামে বখশাইয়া দিবে। হজরত ফাতিমা বলিয়াছেন — আমি নামাজ আদায়কারীকে শাফায়াত না করিয়া জান্নাতে কদম রাখিব না।

(জ) দুই রাকয়াত করিয়া একশত রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর দশবার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। এই নামাজকে 'নামাজে খায়ের' বলা হইয়া থাকে। ইহার ফজীলত, বরকত ও সওয়াব— সুবহানাল্লাহ বহু বহু রহিয়াছে। পূর্ব যুগে নেক মানুষেরা এই নামাজ জামায়াতের সহিত আদায় করিত।

শবেক্বদরের নামাজ

শবেক্বদর বা সাতাশে রমযানের রজনীতে নফল নামাজ পড়িবার বহু প্রকার নিয়ম রহিয়াছে। যথা —

(ক) বার রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে। চাই দুই রাকয়াত করিয়া নিয়্যাত করিবে অথবা চার রাকয়াত করিয়া নিয়্যাত করিবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ

ফাতিহার পর তিনবার সূরাহ ক্বদর এবং দশবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। সালামের পর নিম্নের দুয়াটি একশত বার পাঠ করিবে। —

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ

اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ — সুবহানাল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

নফল নামাজের ন্যায় এই নামাজের নিয়্যাত করিবে। অথবা নিম্নোরূপ নিয়্যাতে নামাজ পড়িলেও পড়িতে পারে।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ

الْقَدْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলাতিল ক্বদরি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত লাইলাতুল ক্বদর নামাজের। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

(খ) দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর একবার সূরাহ ক্বদর ও তিনবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। —এই নামাজে শবে ক্বদরের সওয়াব হাসেল হইবে এবং জান্নাতে একটি শহর পাইবে যাহা পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত লম্বা।

(গ) দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সাতবার সূরাহ ক্বদর ও সাতবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। সালামের পর ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। — যে ব্যক্তি এই নামাজ আদায় করিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার ও তাহার পিতা মাতাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

(ঘ) এক সালামে চার রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিনবার সূরাহ ক্বদর ও সাতবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যু যন্ত্রনা সহজ করিয়া দিবেন এবং কবরে আযাব দুর করিয়া দিবেন।

(ঙ) এক সালামে চার রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর একবার সূরাহ্ তাকাসুর ও তিনবার সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করিবে। এই নামাজ পড়িলে জান্নাতে চারটি মিনার পাইবে। প্রত্যেক মিনারের উপর এক হাজার বালাখানা থাকিবে।

(চ) এক সালামে চার রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর একবার সূরাহ্ ক্বদর ও সাতাশবার সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করিবে। এই নামাজ পড়িলে সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং জান্নাতুল মো'লাতে ঘর পাইবে।

(ছ) এক সালামে চার রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিন বার সূরাহ্ ক্বদর ও পঞ্চাশবার সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করিবে। সালামের পর সিজদায় গিয়া একবার পাঠ করিবে – সুবহানাল্লাহি অল হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। এই নামাজ পড়িলে যে দুয়া করিবে তাহা কবুল হইয়া যাইবে। সাগীরা গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে। অসীম নিয়ামত পাইবে।

(জ) দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করিবে। সালামের পর এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। ইহাতে অসীম সওয়াব রহিয়াছে।

(ঝ) এক সালামে চার রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিনবার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। সালামের পর সিজদায় গিয়া এক চল্লিশবার – সুবহানাল্লাহ বলিবে। ইহাতে যাহা দুয়া করিবে কবুল হইবে।

শবে ক্বদরের দুয়া

শবে·ক্বদরের রাতে নিম্নের দুয়াগুলি খুব বেশি করিয়া পাঠ করিবে। –

(ক) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

উচ্চারণ : — আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

(খ) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
وَالْمُعَافَاتِ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

উচ্চারণ : — আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল আফওয়া অল আফিয়াতা অল মুয়াফাতে ফিদ দ্বীনে অদ দুনিয়া অল আখিরাহ।

(গ) اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَسْتَغْفِرُ اللهَ
اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ : — আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অস্তাগফিরুল্লাহা আসয়ালুকাল জান্নাতা অ আউজু বিকা মিনান্নার।

(ঘ) اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

উচ্চারণ : — আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু।

ঈদের নামাজের বিবরণ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সেই যুগে মদীনাবাসীগণ বৎসরে দুই দিন আনন্দ উপভোগ করিতেন। হুজুর তাহাদিগকে ঐ দিনগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন — আমরা জাহিলীয়াতের যুগ হইতে ঐ দুই দিনে আনন্দ করিয়া থাকি। হুজুর বলিলেন — আল্লাহ তায়ালা উহার পরিবর্তে উহা অপেক্ষা উত্তম দুইটি·

দিন তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। একটি হইল ঈদুল আজহা ও অপরটি হইল ঈদুল ফিতির। (আবু দাউদ, মিশকাত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঈদুল ফিতিরের দিনে কিছু খাইয়া নামাজ পড়িতে যাইতেন এবং ঈদুল আজহার নামাজ পড়িবার পূর্বে কিছু খাইতেন না। (তিরমিজী, ইবনো মাজা)

আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। একদা ঈদের দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, তখন হুজুর মসজিদে ঈদের নামাজ পড়িয়াছিলেন। (ইবনো মাজা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঈদের নামাজ দুই রাকয়াত পড়িয়াছেন। ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে কোন নামাজ পড়েন নাই। (বোখারী, মুসলিম)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঈদের নামাজে আজান ও ইক্বামাত দিতেন না। (মুসলিম)

মসলা – দুই ঈদের নামাজ ওয়াজিব। অবশ্য সবার প্রতি ওয়াজিব নয়। যাহাদের প্রতি জুময়ার নামাজ ফরজ, তাহাদের প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজিব। বিনা কারণে ঈদের নামাজ ত্যাগ করা কঠিন গোনাহ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – জুময়া ও ঈদের নামাজ জায়েজ হইবার শর্তাবলী একই। কেবল কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। যথা — (১) জুময়ার খুৎবা ফরজ এবং ঈদের খুৎবা সুন্নাত, (২) জুময়ার খুৎবা নামাজের পূর্বে পাঠ করিতে হয় এবং ঈদের খুৎবা নামাজের পর পাঠ করিতে হয়, (৩) জুময়ার জন্য আজান ও ইক্বামাত দিতে হয় এবং ঈদের নামাজের জন্য আজান ও ইক্বামাত নাই। কেবল দুইবার 'আস্সলাতু জামিয়াহ' বলিবার অনুমতি রহিয়াছে। (আলামগিরী)

মসলা – ঈদের নামাজের জন্য ঈদ্‌গাহে যাওয়া সুন্নাত। ঈদ্‌গাহে মিম্বার তৈরী করা অথবা মিম্বার লইয়া যাওয়া জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা – ঈদের নামাজের পূর্বে ঈদ্‌গাহে হউক অথবা বাড়িতে, ঈদের নামাজ অয়াজিব হউক অথবা অয়াজিব নাই হউক নফল নামাজ পড়া জায়েজ নয়। যদি মহিলাগণ বাড়িতে চাশ্‌তের নামাজ পড়িতে চায়, তাহা হইলে ঈদের নামাজের পর পড়িবে। ঈদের নামাজের পর ঈদ্‌গাহে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। বাড়িতে পড়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা – ঈদের নামাজের অয়াক্ত সূর্য্য কিছু উঁচু হইবার পর হইতে জাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত। অবশ্য ঈদুল ফিতিরের নামাজে বিলম্ব করা এবং ঈদুল আজহার নামাজ শীঘ্র পড়া মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত)

ঈদের নামাজ পড়িবার নিয়ম

ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আজহার নামাজের নিয়ম একই প্রকার। কেবল নিয়্যাত পৃথক হইবে। প্রথমে কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত বাঁধিয়া নিবে। এইবার 'সানা' পাঠ করিবার পর পুনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। আবার হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। পুনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত বাঁধিয়া নিবে। স্মরণ রাখিবে, প্রথম ও চতুর্থ তাকবীরের পর হাত বাঁধিয়া নিবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরের পর হাত ছাড়িয়া দিবে। চতুর্থ তাকবীরের পর আস্তে 'আউজু বিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিয়া উচ্চ শব্দে 'সুরা ফাতিহা ও অন্য একটি সুরা পাঠ করিবে এবং রুকু, সিজদা করিবার পর দ্বিতীয় রাকায়াতে 'সুরা ফাতিহা' ও অন্য একটি সুরা পাঠ করিয়া পূর্বের ন্যায় তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। চতুর্থ বারে হাত না উঠাইয়া কেবল 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া রুকুতে যাইবে। এই প্রকারে নামাজ সমাপ্ত করিবার পর ইমাম দুইটি খুতবা পাঠ করিবে। প্রথম খুতবা আরম্ভকরিবার পূর্বে ইমাম নয় বার ও দ্বিতীয় খুতবার পূর্বে সাত বার এবং মিম্বার হইতে নামিবার পূর্বে চৌদ্দ বার আস্তে 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত। (দুর্রে মুখতার)

মসলা – যদি ইমাম অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত না উঠায়, তাহা হইলে মুক্তাদী উহার অনুসরণ করিবে না বরং হাত উঠাইবে। (আলামগিরী)

মসলা – যদি কোন কারণে ঈদুল ফিতিরের নামাজ প্রথম দিনে পড়া না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিনে পড়িবে। দ্বিতীয় দিনে কোন কারণে পড়া না হইলে ঈদুল ফিতির তৃতীয় দিনে পড়া জায়েজ হইবে না। বিনা কারণে ঈদুল ফিতিরের নামাজ দ্বিতীয় দিনে জায়েজ নয়। (আলামগিরী)

কয়েকটি কারণে ঈদুল ফিতিরের নামাজ দ্বিতীয় দিনে পড়া জায়েজ। যথা — (১) মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া (২) মেঘের কারণে চাঁদ দেখিতে না পাওয়া (৩) নামাজের সময় অতিক্রম হইবার পর চাঁদের সাক্ষ পাওয়া যাওয়া (৪) নামাজ সমাপ্ত হইবার পূর্বে জাওয়াল হইয়া যাওয়া ইত্যাদি। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আজহার নামাজের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে, যথা — (১) ঈদুল ফিতিরের নামাজের পূর্বে কিছু খাইয়া নেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু ঈদুল আজহার নামাজের পূর্বে কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব (২) কারণ থাকিলে ঈদুল ফিতিরের নামাজ কেবল দ্বিতীয় দিনে পড়া জায়েজ। কিন্তু ঈদুল আজহার নামাজ তৃতীয় দিনে পড়া জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

মসলা -- ঈদের নামাজের পর মুসাফাহা ও মুয়ানাকা করা জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — যাহারা কুরবানী করিবে তাহাদের জন্য জিলহাজ মাসের প্রথম তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্যন্ত নোখ, চুল না কাটাই মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — ৯ই জিলহাজের ফজর হইতে ১৩ই জিলহাজের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক অয়াক্তে ফরজ নামাজের জামায়াতের পর একবার উচ্চ শব্দে 'তাকবীরে তাশরীক' পাঠ করা অয়াজিব। তিনবার পাঠ করা মুস্তাহাব।

তাকবীরে তাশরীক

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লাহিল হামদ। (দুর্রে মুখতার, জায়াতী জেওর)

মসলা — জুময়ার নামাজের পর তাকবীর পড়া অয়াজিব। ঈদের নামাজের পর পড়িয়া নিবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — যাহারা শেষে জামায়াত ধরিয়াছে, তাহাদেরও তাকবীর পাঠ করা অয়াজিব। অবশ্য সালাম ফিরাইবার পর। যদি ইমামের সহিত তাকবীর পাঠ করিয়া নেয়, তাহা হইলে নামাজ বাতিল হইবে না এবং নামাজের শেষে তাকবীরও পড়িতে হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — মহিলাদিগের প্রতি তাকবীর পাঠ করা অয়াজিব নয়। অনুরূপ একাকী নামাজ আদায়কারীর প্রতি অয়াজিব নয়। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — মুসাফিরের প্রতি তাকবীর পাঠ করা অয়াজিব নয়। মুসাফিরের পশ্চাতে মুকীম নামাজ পড়িলে মুকীমের প্রতি তাকবীর অয়াজিব হইবে। (বাহরে শরীয়ত)

ঈদুল ফিতিরের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ

الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু য়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল ফিতরি মা'য়া সিত্তাতি তাকবীরাতি অয়াজেবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত ঈদুল ফিতিরের অয়াজিব নামাজের। ছয় তাকবীরের সহিত। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

ঈদুল আজহার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ

الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল আজহা মা'য়া সিত্তাতি তাকবীরাতি অয়াজেবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত ঈদুল আজহার অয়াজিব নামাজের। ছয় তাকবীরের সহিত। আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণের নামাজ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পুত্র হজরত ইব্রাহীমের ইন্তেকালের দিন সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। মানুষ ধারনা করিয়া ছিল যে, হজরত ইব্রাহীমের ইন্তেকালের কারণে সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছে। হুজুর গ্রহণের নামাজ শেষ করিবার পর বলিলেন — সূর্য্য ও চন্দ্র আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনগুলির মধ্যে দুইটি নিদর্শন। উহা দ্বারা আল্লাহ ও তাহার বান্দাগণকে ভয় দেখাইয়া থাকেন। কাহার জন্ম ও মৃত্যুর কারণে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন উহা হইতে দেখিবে, তখন তোমরা নামাজ পড়িবে এবং উহা শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে থাকিবে। (মোসনাদে ইমাম আ'জম)

মসলা — সূর্য্য গ্রহণের নামাজ 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' এবং চন্দ্র গ্রহণের নামাজ 'মুস্তাহাব'। সূর্য্য গ্রহণের নামাজ জামায়াত সহকারে আদায় করা মুস্তাহাব। এই নামাজ একা একা পড়া জায়েজ। অনুরূপ বাড়িতে অথবা মসজিদে পড়াও জায়েজ। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

মসলা — গ্রহণের নামাজের সময় গ্রহণ থাকা পর্যন্ত। গ্রহণ শেষ হইবার পর এই নামাজ জায়েজ নয়। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — যদি গ্রহণ এমন সময় আরম্ভ হইয়া যায় যে, ঐ সময় নামাজ পড়া নিষেধ, তাহা হইলে নামাজ না পড়িয়া জিকির ও দোওয়ার মধ্যে থাকিবে। (বাহরে শরীয়ত)

মসলা — সূর্য্য গ্রহণ এবং জানাজার নামাজ যদি এক সঙ্গে হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমে জানাজা আদায় করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — সূর্য্য গ্রহণের নামাজ ঈদ্‌গাহে অথবা জামে মসজিদে জামায়াত কায়েম করা মুস্তাহাব। (আলামগিরী)

মসলা — গ্রহণের নামাজ নফল নামাজের ন্যায় দুই রাকয়াত পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে এক রুকু এবং দুই সিজদা করিবে। এই নামাজের জন্য আজান ও ইকামাত নাই। কিরাত উচ্চস্বরে পাঠ করিবে না। গ্রহণের নামাজ চার রাকয়াত পড়াও জায়েজ। দুই রাকয়াতে সালাম ফিরাইতে পারে অথবা এক সঙ্গে চার রাকয়াত পড়িতে পারে। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার) সূর্য্য গ্রহণের নামাজকে 'সলাতুল কুসুফ' বলা হয়। অনুরূপ চন্দ্র গ্রহণের নামাজকে 'সলাতুল খুসুফ' বলা হয়।

সলাতুল কুসুফের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ سُنَّةِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল কুসুফি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত কুসুফ নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

সলাতুল খুসুফের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ سُنَّةَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল খুসুফি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত খুসুফ নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

ইস্তেস্কার নামাজের বিবরণ

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইস্তেস্কার দোয়াতে হাত উচু করিতেন যে, তাঁহার বগল মোবারক দেখা যাইত। অন্য কোনো দোয়াতে হাত ঐ প্রকার উঁচু করিতেন না। (বোখারী)

হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাত উঠাইয়া এই দোয়া

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَفِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا اٰجِلٍ

উচ্চারণ ঃ — "আল্লাহুম্মাস্ কিনা গয়সান মুগীসান মারীয়াম মারীয়ান নাফিয়ান গয়রা মাজারিন আজিলান গয়রা আজিলিন" পাঠ করিয়াছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই দোয়া পাঠ করা মাত্রই আকাশে মেঘ হইয়া গেল। (আবু দাউদ)

মসলা — ইস্তেস্কার নামাজ জামায়াত করতঃ পড়া জায়েজ। অবশ্য ইস্তেস্কার জামায়াত সুন্নাত নয়। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — ইস্তেস্কার নামাজে মাটিতে দাঁড়াইয়া খুৎবাহ পাঠ করিবে। দুই খুৎবার মাঝখানে বসিবে। এই নামাজ পড়িবার সময় মাথায় টুপী থাকিবে না। চাদর উল্টাইয়া লইবে। পুরাতন ও পট্টি লাগানো কাপড় পরিধান করিবে। কোন কাফের সঙ্গে থাকিবে না। নামাজে যাইবার তিন দিন পূর্ব হইতে রোজা রাখিবে। অতি বৃদ্ধ ও খুব শিশুদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। উহাদের অসীলা দিয়া দোয়া চাহিবে। হাত উল্টাইয়া দোয়া করিবে। যদি অতিরিক্ত বর্ষণ হইতে থাকে, তাহা হইলে পানি বন্ধ করিবার জন্য নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিবে —

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ

وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

উচ্চারণঃ --- আল্লাহুম্মা হাওয়ালিনা অলা আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামি অজ্ জারাবি অ বুতুনিল আওদিয়াতি অ মানাবিতিশ্ শাজার।

ইস্তেস্কার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ইস্তেস্কাই সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, দুই রাকয়াত ইস্তেস্কার নামাজের। আল্লাহ তায়ালার জন্য। রাসুলুল্লাহর সুন্নাত। আমার মুখ কা'বা শরীফের দিকে 'আল্লাহু আকবার'।

মুসলমানের মুমুর্ষ অবস্থা

যখন মরণের নিদর্শনাবলী প্রকাশ হইয়া যাইবে, তখন মুমুর্ষ ব্যক্তিকে ডাহিন কাইত করতঃ কিবলামুখি করিয়া শোয়ানো সুন্নাত। কিবলার দিকে পা করতঃ চিৎ করিয়া শোয়ানো জায়েজ। কিন্তু এই অবস্থায় মাথা সামান্য উঁচু করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে কিবলার দিকে মুখ হইয়া যায়। যদি কিবলার দিকে মুখ করিয়া দিলে কষ্ট হয়, তাহা হইলে যে অবস্থায় রাখিলে আরাম পাইবে, সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবে। (আলামগিরী)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমাদের মুর্দাগণকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দাও। (মিশকাত) এখানে মুর্দা বলিতে মরণাপন্ন ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে। অধিকাংশ উলামাগণ মুমুর্ষ ব্যক্তিকে 'কালেমা' শিক্ষা দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়াছেন। (মিরাতুল মানাজীহ) মুমুর্ষ ব্যক্তির নিকটে উচ্চস্বরে কালেমায় শাহাদাৎ পাঠ করিবে। কিন্তু উহাকে পড়িতে আদেশ করিবে না। যখন সে কালেমা পাঠ করিয়া নিবে তখন তালকীন বন্ধ করিয়া দিবে যদি কালেমা পাঠ করিবার পর দুনিয়াবী কোন কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে আবার তালকীন করিতে হইবে, যাহাতে 'লা ইলহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তাহার শেষ বাক্য হইয়া যায়। (আলামগিরী, জান্নাতী জেওর) মানুষের যখন একেবারে অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়া যাইবে, তখন তাহার নিকট হইতে ফটো ইত্যাদি বাহির করিয়া দেওয়া উচিৎ। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমাহ অসীয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার ইন্তেকালের সময় ঘর হইতে অপবিত্র

মানুষ, কুকুর ও প্রাণীর ফটো অর্থাৎ টাকা পয়সা বাহির করিয়া ফেলিবে। (অসায়া শরীফ)

যখন মৃত্যু যন্ত্রনায় কষ্ট পাইতে থাকিবে, তখন উপস্থিতগণ উহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে এবং সূরাহ ইয়াসিন ও সূরাহ রায়া'দ পাঠ করিতে থাকিবে। প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার পর চক্ষু বন্ধ করিয়া দিবে, হাত ও পা সোজা করিয়া এবং মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। (জান্নাতী জেওর)

মুর্দা ঋণী হইলে অতি শীঘ্র উহা পরিশোধ করিয়া দিবে। আল্লাহর রসুল ঋণী ব্যক্তির জানাজা পড়েন নাই। (মিশকাত) মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ দেহ কাপড়ে ঢাকা থাকিলে উহার নিকট কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত) কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা খুব শীঘ্র সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবে। এই ব্যাপারে হাদীস পাকে ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। (জাওহারাহ)

মুর্দার গোসলের বিবরণ

মুর্দাকে গোসল দেওয়া ফরজে কিফাইয়া। দুই একজন গোসল দিলে সবাইয়ের দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। (আলামগিরী)

মসলা — গোসল দেওয়ার নিয়ম ঃ — যে তখ্তার উপর গোসল দেওয়া হইবে, উহাতে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার ধূনা দিবে। এইবার উহার উপর মুর্দাকে শোয়াইয়া নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। এইবার গোসলদাতা হাতে কাপড় জড়াইয়া প্রথমে ইস্তেন্জা করাইয়া দিবে। তারপর নামাজের ন্যায় অজু করাইবে অর্থাৎ প্রথমে মুখ তারপর কুনুই সমেত দুই হাত ধোয়াইবে। তারপর মাথা মুসাহ করাইবার পর পা ধোয়াইবে। অবশ্য মুর্দার অজুর প্রথমে হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়াইতে হইবে না। অনুরূপ কুল্লি ও নাকে পানি দিতে হইবে না। কেবল কাপড় অথবা তুলা ভিজাইয়া দাঁতগুলো ও নাকের ছিদ্রগুলো সাফ করিয়া দিবে। এইবার বাম কাইত করিয়া শোয়াইয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত পানি বহাইয়া দিবে। তারপর ডান কাইত করিয়া শোয়াইয়া পানি

ঢালিবার পর বসাইয়া খুব নরম ভাবে পেটে হাত বুলাইবে। যদি কিছু বাহির হয়, তাহা হইলে ধুইয়া ফেলিবে। পুনরায় অজু ও গোসল করাইতে হইবে না। সর্বশেষে কর্পূরের পানি মাথা হইতে পা পর্যন্ত বহাইয়া দিবে। এইবার পাক কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — মুর্দার সমস্ত শরীরে একবার পানি বহাইয়া দেওয়া ফরজ। তিনবার পানি বহাইয়া দেওয়া সুন্নাত। পর্দার মধ্যে গোসল দেওয়া মুস্তাহাব। (আলামগিরী)

মসলা — মাসিকের অবস্থায় গোসল দেওয়া মাকরূহ। বিনা অজুতে গোসল দেওয়া জায়েজ। (আলামগিরী)

মসলা — গোসল দেওয়ার সময় যদি মুর্দার আকৃতি উজ্জ্বল হইয়া যায় অথবা খোশবু ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রচার করিতে হইবে। আর যদি কোন খারাপ নিদর্শন প্রকাশ পায়, তাহা হইলে গোপণ রাখিতে হইবে। কিন্তু কোন বদ্ মাজহাব যথা — ওহাবী ও দেওবন্দীদের মুখ যদি কালো হইয়া যায় অথবা আকৃতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে উহা ভাল করিয়া প্রচার করিতে হইবে, যাহাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — হায়েজ, নিফাস ও নাপাক অবস্থায় মরিয়া গেলে একবার গোসল দেওয়া যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — মুর্দা পুরুষ হইলে পুরুষ গোসল দিবে। অনুরূপ মুর্দা মহিলা হইলে মহিলা গোসল দিবে। অবশ্য মুর্দা যদি শিশু হয়, তাহা হইলে পুরুষ ও মহিলা যে কেহ গোসল দিতে পারিবে। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

মসলা — স্ত্রী - স্বামীকে গোসল দিতে পারে। (আলামগিরী)

মসলা — কোন মহিলা উপস্থিত না থাকিলে, মুর্দা মহিলাকে তায়াম্মুম করিয়া দিতে হইবে। যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম। যথা — পিতা, পুত্র, ভাই প্রভৃতিগণ যদি তায়াম্মুম করিয়া দেয়, তাহা হইলে সরাসরি হাত দিয়া তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। আর যদি অন্য পুরুষ, এমন কি স্বামী যদি তায়াম্মুম করাইয়া দেয়, তাহা হইলে হাতে কাপড় জড়াইয়া নিবে। (আলামগিরী, দুর্রে মুখতার)

মসলা — কোন পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে অথবা স্ত্রী উপস্থিত না থাকিলে মহিলা তায়াম্মুম করিয়া দিবে। যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম। যথা — মাতা, কন্যা, বোন প্রভৃতিগণ যদি তায়াম্মুম করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সরাসরি হাত লাগাইতে পারিবে। আর যদি অন্য মহিলা তায়াম্মুম করাইয়া দেয়, তাহা হইলে হাতে কাপড় জড়াইতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক কেহই হিজড়াকে গোসল দিতে পারিবেনা। হিজড়াকে তায়াম্মুম করাইতে হইবে। অপরিচিতি ব্যক্তি করাইলে হাতে কাপড় জড়াইতে হইবে। অনুরূপ হিজড়া কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে গোসল দিতে পারিবে না। (আলামগিরী)

মসলা — হিজড়া যদি শিশু হয়, তাহা হইলে পুরুষ অথবা মহিলা যে কেহ গোসল দিতে পারিবে। অনুরূপ হিজড়া শিশু বাচ্চা হইলে পুরুষ ও মহিলা সবাইকে গোসল দিতে পারিবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — যদি কোন মুসলমান ইন্তেকাল করে এবং তাহার পিতা কাফের হয়, তাহা হইলে মুসলমানেরা তাহাকে গোসল দিবে। কাফের পিতার দায়িত্বে দিবেনা। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — যদি মুর্দা পাওয়া যায় এবং সে মুসলমান অথবা কাফের তাহা জানা না যায়, তাহা হইলে যদি উহার মধ্যে মুসলমানের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় অথবা মুসলমানদের বস্তিতে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে গোসল দিতে হইবে এবং জানাজা পড়িতে হইবে। অন্যথায় কিছুই করিতে হইবে না। (আলামগিরী)

মসলা — যদি মুসলমান মুর্দা, কাফের মুর্দার সহিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে খাৎনা ইত্যাদি দেখিয়া পৃথক করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে মুসলমানকে পৃথক করিয়া গোসল, কাফন ও জানাজা পড়িতে হইবে। যদি পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে গোসল দিবে। কিন্তু জানাজার নামাজে দোয়া পাঠ করিবার সময় কেবল মুসলমানের জন্য নিয়্যাত করিবে। মুর্দাগণের মধ্যে যদি মুসলমানের সংখ্যা বেশি হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করিবে। অন্যথায় নয়। (রদ্দুল মুহতার)

মসলা — কাফের মুর্দার জন্য গোসল, কাফন ও দাফন কিছুই নাই। অনুরূপ মুর্তাদ যথা — কাদিয়ানী, ওহাবী ও দেওবন্দী মরিয়া গেলে মুলতঃ উহার গোসল, কাফন ও দাফন কিছুই নাই। বরং কুকুরের ন্যায় সংকীর্ণ গর্তে ফেলিয়া দিয়া চাপা মাটি দিয়া পুঁতিয়া দিতে হইবে। (নিজামে শরীয়ত)

মসলা — যদি মুর্দার দেহে হাত দেওয়া অসম্ভব হইয়া যায়, তাহা হইলে হাত না দিয়া কেবল পানি বহাইয়া দিবে। (আলামগিরী)

মসলা — মুর্দার দুই হাত দুই পাশে রাখিয়া দিবে সিনার উপর রাখা কাফেরদের নিয়ম। (দুর্রে মুখতার)

কাফনের বিবরণ

মুর্দাকে কাফন দেওয়া ফরজে কিফাইয়া। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, তোমরা মুর্দাকে ভাল কাফন দাও। কারণ, উহারা একে অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে এবং ভাল কাফনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাদা কাফন দিতে আদেশ করিয়াছেন। (বাহারে শরীয়ত)

পুরুষের জন্য তিনটি কাফন দেওয়া সুন্নাত। যথা — লেফাফা, ইজার ও কামীস। মহিলার জন্য পাঁচটি কাফন দেওয়া সুন্নাত। যথা — উপরের তিনটি এবং উড়নী ও সিনাবন্দ। পুরুষের জন্য দুইটি কাফন দিলে যথেষ্ট হইবে। যথা— লেফাফা, ইজার। অনুরূপ মহিলার জন্য তিনটি কাফন দিলে যথেষ্ট হইবে। যথা— লেফাফা, ইজার ও উড়নী অথবা লেফাফা, কামীস ও উড়নী। পুরুষ অথবা মহিলার জন্য এতটুকু কাফন দেওয়া জরুরী, যাহাতে সম্পূর্ণ দেহ ঢাকা পড়িয়া যায়। (আলামগিরী, দুর্রে মুখতার)

'লেফাফা' ঐ চাদরকে বলা হয়, যাহা মুর্দার থেকে কিছু বড় হইবে, যাহাতে মাথা ও পায়ের দিক বাঁধা সম্ভব হয়। 'ইজার' বা 'তহবন্দ' উহাকে বলা হয়, যাহা কেবল মাথা হইতে পা পর্যন্ত থাকিবে। অবশ্য অগ্র পশ্চাৎ সমান থাকিবে। পুরুষ ও মহিলার কাফনীর সিনার দিকে চেরা থাকিবে। 'উড়নী' তিন হাত হওয়া উচিত। 'সিনাবন্দ' স্তন হইতে নাভী পর্যন্ত থাকিবে। অবশ্য রান পর্যন্ত থাকা উত্তম। (আমালগিরী, রদ্দুল মুতার)

একদিনের বাচ্চা হইলেও পূর্ণ কাফন দেওয়া উত্তম। (রদ্দুল মুহতার) পুরাতন কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

মহিলা মাল রাখিয়া ইন্তেকাল করিলেও স্বামীর উপর কাফনের দায়ীত্ব থাকিবে। (আলামগিরী)

কাফন পরিধান করাইবার নিয়ম

মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পর পবিত্র কাপড় দ্বারা আস্তে আস্তে শরীর মুছিয়া দিবে। কাফনে একবার অথবা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার ধূনা দিয়া প্রথমে বড় চাদর, তারপর তহবন্দ তারপর কাফনী বিছাইবে। এইবার উহার উপর মুর্দাকে শোয়াইয়া দিবে এবং কাফনী পরিধান করাইবে। ইহার পর তহবন্দ জড়াইয়া দিবে। প্রথমে বাম দিক তারপর ডান দিক। ইহার পর লেফাফা জড়াইবে। প্রথমে বাম দিক তারপর ডান দিক। যাহাতে ডান দিক উপর হইয়া যায়। যাহাতে কাপড় উড়িতে না পারে তার জন্য মাথা ও পায়ের দিকে বাঁধিয়া দিবে। স্ত্রীলোকের কাফনী পরাইয়া চুল দুই ভাগ করতঃ কাফনীর উপর দিয়া সিনার উপর রাখিয়া দিবে। উড়নী পিঠের অর্ধাংশের নিচে হইতে বিছাইয়া মাথার উপর আনিয়া মুখের উপর দিয়া সিনার উপর ফেলিয়া দিবে। উড়নী লম্বায় পিঠের অর্ধাংশে হইতে সিনা পর্যন্ত থাকিবে এবং চওড়ায় এক কানের লতি হইতে অপর কানের লতি পর্যন্ত হইবে। ইহার থেকে ছোট হইলে সুন্নাতের খেলাফ হইবে। তহবন্দ ও লেফাফা জড়াইবার পর সবার উপরে সিনাবন্দ বাঁধিবে। সিনাবন্দ স্তনের উপর হইতে রান পর্যন্ত থাকিবে। (আলামগিরী, দুর্রে মুখতার)

মুর্দার কাফন যদি চুরি হইয়া যায় এবং মুর্দা পচিয়া না যায়, তাহা হইলে পুনরায় কাফন দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

জানাজা লইয়া যাইবার বিবরণ

জানাজা কাঁধে করিয়া বহন করা ইবাদাত। স্বয়ং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত সায়াদ রাদী আল্লাহু আনহুর জানাজা বহন করিয়াছেন। (বাহারে শরীয়ত)

একের পর এক চারটি পায়াতে কাঁধ দিয়া প্রতিবারে দশ কদম করিয়া চলা সুন্নাত। পূর্ণ সুন্নাত ইহাই যে, প্রথম মাথার দিকের ডান পায়াতে কাঁধ দিয়া দশ কদম চলিবে। তারপর পায়ের দিকে ডান পায়াতে কাঁধ দিয়া দশ কদম চলিবে। তার পর মাথার দিকের বাম পায়াতে কাঁধ দিয়া দশ কদম চলিবে। শেষে পায়ের দিকের বাম পায়াতে কাঁধ দিয়া দশ কদম হাঁটিবে। মোট চল্লিশ কদম হইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি জানাজা লইয়া যাইবে, তাহার ৪০টি কবিরাহ গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। অনুরূপ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে— যে চারটি পায়াতে কাঁধ দিবে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিবেন। (বাহারে শরীয়ত)

জানাজা লইয়া যাইবার যে নিয়মটি লেখা হইল, উহাতে কেবল একজনের পূর্ণ সুন্নাত আদায় হইবে এবং শেষ অবস্থায় সামনের দুইজন পিছনে এবং পিছনের দুইজন সামনে হইয়া যাইবে। আমাদের দেশে যে নিয়মে জানাজা লইয়া যাওয়া হয়, উহা খেলাফে সুন্নাত।

মুর্দা খুব বাচ্চা হইলে হাতে করিয়া লইয়া যাওয়ায় দোষ নাই। চাই এক ব্যক্তি লইয়া যাক অথবা একাধিক ব্যক্তি একের পর এক লইয়া যাক। (গুনিয়া, বাহারে শরীয়ত)

যাহারা জানাজার সহিত যাইবে, তাহাদের জন্য পিছনে পিছনে হাঁটিয়া যাওয়া উত্তম। (আলামগিরী)

জানাজার সহিত মহিলাদিগের যাওয়া নাজায়েজ। (দুর্রে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

জানাজা লইয়া যাইবার সময় মুর্দার মাথার দিক সামনে থাকিবে। জানাজার সহিত আগুন লইয়া যাওয়া নিষেধ। (আলামগিরী)

অনেক স্থানে জানাজার পায়ের দিকটা সামনে লইয়া যায়, উহা ঠিক নয়। অনুরূপ অধিকাংশ স্থানে জানাজার খাটিয়ায় আগরবাতী জ্বালাইয়া দিয়া লইয়া যায়, উহা জায়েজ নয়।

জানাজার সহিত যাইবার সময় চুপ থাকিবে অথবা কালেমা, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করিতে থাকিবে। দুনিয়াবী কথা বলা আদৌ উচিত নয়।

যদি মুর্দা প্রতিবেশি হয় অথবা আত্মীয় হয় অথবা নেক লোক হয়, তাহা হইলে তাহার জানাজার সহিত যাওয়া নফল নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

অবশ্য ওহাবী ও দেওবন্দী ইত্যাদি বাতিল ফিরকার মানুষ মুর্দা হইলে তাহার সহিত যাওয়া জায়েজ নয়। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

জানাজার নামাজের বিবরণ

জানাজার নামাজ ফরজে কিফাইয়া। একজন পড়িলে সবার দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। সংবাদ পাওয়া সত্বেও যদি কেহ না পড়ে, তাহা হইলে সবাই গোনাহ্গার হইবে। জানাজার নামাজ ফরজ হওয়া অস্বীকার করিলে কাফের হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

জানাজার নামাজের জন্য জামায়াত শর্ত নয়। একজন পড়িলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। (আলামগিরী) যদি মনে হয়, অজু অথবা গোসল করিতে গেলে নামাজ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তায়াম্মুম করতঃ জানাজা পড়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

যদি বাচ্চা মুর্দা হইয়া বাহির হয় অথবা অর্ধেক বাহির হইবার পূর্বে মরিয়া যায়, তাহা হইলে জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ নয়। অনুরূপ শিশু বাচ্চার পিতা - মাতা উভয়েই কাফের হইলে তাহার জানাজা পড়া নাজায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

ডাকাত যদি ঘটনাস্থলে মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ নয়। অনুরূপ ছিন্তাইকারী যদি ঘটনাস্থলে মরিয়া যায়, তাহার জানাজা জায়েজ নয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি পিতা অথবা মাতাকে হত্যা করিয়াছে তাহার জানাজা জায়েজ নয়। (আলামগিরী)

জানাজা নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَ الدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ/لِهٰذِهِ الْمَيِّتَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

জানাজার নামাজ পড়িবার নয়ম

কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নাভীর নিচে হাত বাঁধিয়া সানা —

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ — "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবি হামদিকা অ তাবারা কাসমুকা অ তায়ালা জাদ্দুকা অ জাল্লা সানাউকা অ লাইলাহা গয়রুকা" পাঠ করিবার পর হাত না উঠাইয়া আল্লাহু আকবার বলিবে। এইবার যে কোন দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। অবশ্য দরূদে ইব্রাহিমী পাঠ করা উত্তম। আবার আল্লাহু আকবার বলিবার পর —

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا

وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ

عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণঃ — "আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হাই ইনা অ মাই ইতিনা অ শাহিদিনা অ গাইবিনা অ সাগীরিনা অ কাবীরিনা অ জাকারিনা অ উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহ ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহইহী আলাল ইসলাম অমান তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতা ওয়াফ ফাহু আলাল ঈমান" পাঠ করিবে অথবা হাদীস হইতে প্রমাণিত হইয়াছে এই প্রকার অন্য দোয়া পাঠ করাও জায়েজ। এইবার আল্লাহু আকবার বলিবার পর দুই হাত ছাড়িয়া ডানদিক ও বামদিকে সালাম করিবে। অধিকাংশ মানুষ হাত বাঁধিয়া সালাম করিয়া থাকে, ইহা ঠিক নয়। (বাহারে শরীয়ত, খোলাসাতুল ফাতাওয়া, রুহুল বা-ইয়ান)

ইমাম তাকবীর ও সালাম উচ্চ শব্দে বলিবে এবং অন্য দোয়াগুলি আস্তে আস্তে পাঠ করিবে। জানাজার নামাজে কেবল প্রথম তাকবীর বলিবার সময় হাত উঠাইবে। শেষ পর্যন্ত আর হাত উঠাইতে হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

যদি মুর্দা পাগল অথবা নাবালেগ হয়, তাহা হইলে তৃতীয় তাকবীরের পর —

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّ جْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

উচ্চারণঃ — "আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাঁউ অজ্ আলহু লানা জুখরাঁউ অজ্ আলহু লানা শাফি আঁউ অ মুশাফ্ ফায়ান" পাঠ করিবে। নাবালেগ যদি মেয়ে হয়, তাহা হইলে 'অজ্ আলহা এবং শাফি আতাঁউ অমুশাফ্ফা আতান' বলিতে হইবে।

জানাজার নামাজে তিনটি লাইন করা উত্তম। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে — তিনটি লাইনে যাহার জানাজা পড়া হইয়াছে তাহার ক্ষমা হইয়া যাইবে। যদি সাতজন মানুষ উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেপ্রথম লাইনে তিনজন দ্বিতীয় লাইনে দুইজন তৃতীয় লাইনে একজন দাঁড়াইবে। (গুনিয়া, বাহারে শরীয়ত)

জানাজার নামাজে শেষ লাইনে সওয়াব বেশি। (দুর্রে মুখতার)

একাধিকবার জানাজার নামাজ পড়া নাজায়েজ। যদি অলীর বিনা অনুমতিতে নামাজ হইয়া যায়, তাহা হইলে অলী দ্বিতীয়বার জানাজা পড়িতে পারে। (আলামগিরী) ইমাম আবু হানিফার জানাজা ছয়বার হইয়াছিল। সর্ব শেষ জানাজায় ইমাম হইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র হজরত হাম্মাদ। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

যদি ইমামের সহিত সমস্ত তাকবীর পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ইমামের সালাম ফিরাইবার পর বাকী তাকবীর পাঠ করিয়া নিবে। যদি মনে হয়, দোয়া পাঠ করিতে গেলে লাশ নিয়া চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে দোয়া পাঠ করিতে হইবে না। কেবল তাকবীরগুলি পাঠ করিয়া নিবে। (দুর্রে মুখতার)

জানাজার নামাজে ইমামের সালাম ফিরাইবার পূর্বে অংশগ্রহণ করা জায়েজ। ইমামের সালামের পর তিনবার তাকবীর বলিয়া নিবে। (দুর্রে মুখতার)

একাধিক মুর্দার এক সঙ্গে জানাজা জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

বিনা জানাজায় দাফন হইয়া গেলে কবরের নিকট জানাজা পড়িবে। যদি ধারণা হয় যে, লাশ পচিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে জানাজা পড়িতে হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

মসজিদে জানাজার নামাজ পড়া মাকরূহ্ তাহরিমী। (দুর্রে মুখতার)

ঈদ্‌গাহে জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ। যদি মাতা সাক্ষী দেয় যে, বাচ্চা জীবিত পয়দা হইয়াছে, তাহা হইলে জানাজা পড়িতে হইবে। পেট হইতে মরা বাচ্চা বাহির হইলে উহার নাম রাখিতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

কাফেরা মহিলার পেট হইতে যদি কোন মুসলমানের অবৈধ সন্তান জীবিত জন্ম গ্রহণ করিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে উহার জানাজা পড়িতে হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

আত্মহত্যাকারীর জানাজা পড়িতে হইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

কবর ও দাফনের বিবরণ

মুর্দাকে দাফন করা ফরজে কিফাইয়া। (আলামগিরী, রদ্দুল মুহতার) কবর লম্বায় মুর্দার সমান হইবে। চওড়ায় মুর্দার অর্ধেক হইবে। গভীরতায় কমপক্ষে মুর্দার অর্ধেক হইবে। মুর্দার সমান গভীর করা উত্তম। (রদ্দুল মুহতার)

কবর দুই প্রকার। 'লাহাদ কবর' ও 'সিন্দুক কবর' (১) 'লাহাদ' উহাকে বলা হয়, কবর খনন করিবার পর কিবলার দিকে মুর্দাকে রাখিবার মত জায়গা খনন করিবে। লাহাদ তৈরী করা সুন্নাত। (২) আমাদের দেশে যে কবর করা হয়, উহাকে 'সিন্দুক' বলা হয়। যদি মাটি নরম হয়, তাহা হইলে সিন্দুক কবরে কোন দোষ নাই। (আলামগিরী) কবরে কিছু বিছাইয়া দেওয়া জায়েজ নয়। (দুর্রে মুখতার) মুর্দার খাটিয়া কবরের কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব। (দুর্রে মুখতার) মুর্দাকে

কবরে রাখিবার সময়

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ ঃ — 'বিসমিল্লাহি অবিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি' বলিবে। অন্য বর্ণনায় 'বিসমিল্লাহ' এর পর অফি সাবীলিল্লাহ' শব্দ আসিয়াছে। (আলামগিরী)

আমাদের দেশে অধিকাংশে স্থানে মুর্দাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া মুখটি কিবলার দিকে করিয়া দেওয়া হয়। ইহা সম্পূর্ণ সুন্নাতের খেলাফ। মুর্দার সম্পূর্ণ দেহ কিবলার দিকে ডান কাইত করিয়া শোয়াইতে হইবে। এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত নাই। পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। কবরে রাখিবার পর কাফনের বাঁধন না খুলিলে কোন দোষ নাই। মুর্দা মহিলাকে কবরে নামাইবার সময় পরদা করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত) কবরে মাটি দেওয়ার সময়ে অনেকেই সম্পূর্ণ দোয়াটি পাঠ করিয়া থাকে, ইহা ঠিক নয়। বরং প্রথমবারে বলিবে —

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ 'মিনহা খলাকনা কুম'

দ্বিতীয়বারে বলিবে — وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ 'অফিহা নুঈদুকুম'

তৃতীয়বারে বলিবে —

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

'অমিনহা নুখরি জুকুম তারাতান উখ্‌রা'

অথবা প্রথমবারে — اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ

'আল্লাহুম্মা জাফিল আরদা আন জাম্বিহী'

দ্বিতীয়বারে — اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ

'আল্লাহুম্মাফ্ তাহ আবওয়াবাস্ সামাই লিরুহিহী'

তৃতীয়বারে — اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

'আল্লাহুম্মা আদখিল হাল জান্নাতা বিরাহ্ মাতিকা' বলিবে। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত) হাতের মাটি ঝাড়িয়া ফেলা অথবা ধোয়া জায়েজ। কবরের উপর পানি দেওয়া জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

উলামা ও আউলিয়ায় কিরামগণের কবরের উপর সৌধ নির্মান করা জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

দাফনের পর কবরের নিকটে সূরাহ্ বাক্বারার প্রথমাংশে ও শেষাংশ পাঠ করা মুস্তাহাব। মাথার দিকে 'আলিফ লাম মীম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে 'আমানার রসূলু' হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে। (বাহারে শরীয়ত)

একটি উট জবাহ্ করিবার পর মাংস বিতরণ করিতে যতক্ষন সময় লাগে, ততক্ষন পর্যন্ত দাফনের পর কবরের নিকট থাকা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত)

কবরের নিকট কুরয়ান শরীফ পড়িবার জন্য হাফেজ নিযুক্ত করা জায়েজ। (দুর্রে মুখতার)

কবরে 'শাজারা' অথবা 'আহাদ নামা' রাখা জায়েজ। মুর্দার মুখের সামনে কিবলার দিকে তাক খনন করতঃ রাখা উত্তম। (বাহারে শরীয়ত) গোসল দেওয়ার পর কাফন পরাইবার পূর্বে বিনা কালীতে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কপালে 'বিসমিল্লাহ শরীফ' এবং সিনাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' লিখিয়া দেওয়া জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার)

এক ব্যক্তি এই প্রকার লিখিতে অসীয়ত করিয়াছিল। জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে সাক্ষাৎ করতঃ তাহার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল — যখন কবরে আযাবের ফিরিশ্‌তা আসিয়াছিল, তখন আমার কপালে 'বিসমিল্লাহ শরীফ' দেখিয়া বলিয়াছিল 'তুমি আজাব হইতে বাঁচিয়া গিয়াছো'। (দুর্রে মুখতার)

কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। কোন মাজারে শরীয়তের বিপরীত কাজ হইলে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। জিয়ারত বন্ধ করিবে না। মহিলাদিগের কবর জিয়ারত করিতে যাওয়া নিষেধ। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

কবর জিয়ারত করিবার নিয়ম

কবরের পায়ের দিক হইতে উপস্থিত হইয়া মুর্দার মুখের সামনে দাঁড়াইয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ اِنَّا
اِنْشَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ
الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ اَدْخِلْ
هٰذِهِ الْقُبُوْرِ مِنْكَ رُوْحًا وَّ رَيْحَانًا وَّ مِنَّا تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا

উচ্চারণ ঃ— "আস্‌সালামু আলাইকুম আহলা দারে কওমিম্ মুমিনীনা আনতুম লানা সালাফুন অ ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুনা নাস্ অলুল্লাহা লানা অলা কুমুল আফওয়া অল আফিয়াতা ইয়ার হামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না অল মুসতাখেরীনা আল্লাহুম্মা রাব্বাল আরওয়া হীল ফানিয়াতি অল্ আজসাদিল বালিয়াতি অল ইজামিন্নাখিরাতি আদখিল হাজিহিল কুবুরা মিনকা রুহাঁউ অ রাইহানাঁউ অমিন্না তাহিয়াতাঁউ অ সালামা" বলিবে। তারপর ফাতেহা পাঠ করিবে। যদি বসিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহার জীবিত অবস্থায় যত দূরে বসা হইত সেই প্রকার দূরে বসিবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

কিছু আলেম কবর চুম্বন জায়েজ বলিয়াছেন। কিন্তু সহীহ মতে নিষেধ। (আশয়াতুল লোমআত) সম্মানের জন্য কবরে সিজদা করা হারাম। যদি ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তাহা হইলে কাফের মুশরেক হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী 'আজ্ জোবদাতুজ্ জাকিয়া ফি সিজদাতিত্ তাহীয়া' নামক কিতাবে চল্লিশটি হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

দাফনের পর মুর্দাকে তালকীন করা জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত) কবরের উপর ফুল দেওয়া উত্তম। (আলামগিরী) আউলিয়ায় কিরামগনের মাজারে চাদর দেওয়া জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার) জানাজার উপর ফুলের চাদর দেওয়ায় দোষ নাই। (বাহারে শরীয়ত)

মুর্দার আত্মীয়দের জন্য মৃত্যুর দিন ও রাতে খাদ্য জোর করিয়া খাওয়ানো উত্তম। (রদ্দুল মুহতার) বন্ধু - বান্ধব আত্মীয়দের দাওয়াত করতঃ মরণের খানা দেওয়া হারাম। অবশ্য ফকির মিসকিনকে খাওয়ানো উত্তম। (ফাতহুল কাদীর) মরণ বাড়ীতে প্রথম দিন খাদ্য পাঠানো সুন্নাত। তারপর মাকরূহ। (আলামগিরী) তিন দিনের বেশি শোক জায়েজ নয়। কিন্তু স্বামীর ইন্তেকালে স্ত্রীর চার মাস দশ দিন শোক করিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

হানাফী মাজহাবের বুনিয়াদ

ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, হানাফী মাজহাবের মূল বুনিয়াদ কোরআন ও হাদীস। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি যতক্ষন পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের কোন সূত্র না পাইয়াছেন, ততক্ষন পর্যন্ত কোন মসলা বলেন নাই। আলহামদু লিল্লাহ, আমরা হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নামাজ, রোজা ইত্যাদি যাহা কিছু পালন করিয়া থাকি, তাহার সপক্ষে কোরআন, হাদীসের দলীল অবশ্যই রহিয়াছে, যদিও আমরা সাধারণ মুকাল্লিদ উহা হইতে সব অবগত নাই। কিন্তু এই সুযোগে লা মাজহাবী, গায়ের মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে হানাফীদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে যে, হানাফীগণ হাদীসের বিপরীত আমল করিয়া থাকেন। এই কারণে হানাফী মাজহাবের স্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই একটি করিয়া হাদীস প্রদান করিতেছি। ইনশাল্লাহ, এই হাদীসগুলি অবগত থাকিলে বাতিল ফিরকার শিকার হইবেন না।

তাকবীর আজানের ন্যায়

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَاٰهُ حَزِيْنًا وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَعِمَ تُجْمَعُ اِلَيْهِ فَانْطَلَقَا حَزِيْنًا بِمَا رَاٰى مِنْ حُزْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَرَكَ طَاعَمَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ اِلَيْهِ وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّىْ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذَا نَعَسَ فَاَتَاهُ اٰتٍ فِى النَّوْمِ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتَ بِمَ حَزِنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ لِهٰذَا التَّاذِيْنِ فَاْتِهِ فَمُرْهُ اَنْ يَّاْمُرَ بِلَالًا اَنْ يُّؤَذِّنَ فَعَلَّمَهُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى

الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثُمَّ عَلَّمَهُ الْاِقَامَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ كَاَذَانِ النَّاسِ وَاِقَامَتِهِمْ

অনুবাদ :— ইমাম আবু হানীফা আলকামা হইতে, তিনি হজরত ইবনো বুরাইদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জনৈক আনসারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিলেন। যখন এই লোকটি খাইতেন, তখন উহার নিকটে (ফকীরগণ) জমা হইয়া যাইতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিবার কারণে চলিয়া গেলেন এবং খাদ্য ত্যাগ করিয়া দিলেন। ফকীরগন তাহার নিকট জমা হইলেন না। তিনি মহল্লার মসজিদে উপস্থিত হইয়া নামাজ পড়িতে লাগিলেন। যখন তাহার তন্দ্রা আসিয়া গেল, তখন নিদ্রায় তাহার নিকট একজন আসিয়া বলিলেন — তুমি কি জান, কোন্ কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুঃখিত? তিনি বলিলেন — না। তখন সেই ব্যক্তি বলিলেন — এই আজানের জন্য (হুজুর দুঃখিত)। তুমি হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়া দাও যে, তিনি যেন হজরত বিলালকে আজান দিতে আদেশ করেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি উহাকে আজান শিক্ষা দিলেন। 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' দুইবার। 'আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দুইবার। 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ' দুইবার। 'হাইয়া আলাস্ সলাহ' দুইবার। 'হাইয়া আলাল ফলাহ' দুইবার। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইহার পর তাহাকে একামাত (তাকবীর) শিক্ষা দিলেন আজানের ন্যায়। তারপর শেষে বলিলেন — ক্বদ ক্বমাতিস্ সলাতু, ক্বদ ক্বামাতিস্ সলাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু। যেমন আজকাল মানুষ আজান ও ইক্বামাত দিয়া থাকে। (মোসনাদে ইমাম আজম)

বর্তমান হাদীস হইতে পরিস্কার বোঝা যায় যে, তাকবীর আজানের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ প্রতিটি বাক্য দুইবার করিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে লা - মাজহাবী সম্প্রদায় এক বার করিয়া বলিয়া থাকে।

খুতবার আজান বাহিরে

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ

হজরত সাইব ইবনো ইয়াযিদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন — যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুমআর দিনে মিম্বারের উপরে বসিতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইত। অনুরূপ হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার ফারূক রাদী আল্লাহু আনহুমার যুগে হইত। (আবুদাউদ)

বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দেওয়া মুস্তাহাব

যখন মুয়াজ্জিন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ' বলিবে, তখন দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলে অথবা শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলানো মুস্তাহাব।

رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الْاَذَانِ وَ وَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَاَنَا طَالِبُهٗ فِىْ صُفُوْفِ الْقِيَامَةِ وَ قَائِدُهٗ اِلَى الْجَنَّةِ

অনুবাদ ঃ— হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি আজানে আমার নাম শুনিবে এবং দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল চক্ষুতে রাখিবে। আমি কিয়ামতের লাইনে তাহাকে খুজিব এবং তাহাকে জান্নাতে লইয়া যাইব। (সলাতে মাসউদী, জায়াল হক্ব)

ذَكَرَ الدَّيْلَمِىُّ فِى الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ قَالَ هٰذَا وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْاَنْمُلَتَيْنِ السَّبَابَتَيْنِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ ﷺ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِىْ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِىْ

অনুবাদ ঃ— দায়লমী তাঁহার 'মোসনাদুল ফিরদাউস' এর মধ্যে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন — হজরত আবু বাকার যখন মুয়াজ্জিনের বাক্য 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ' শুনিয়াছিলেন, তখন তিনি ইহাই বলিয়াছিলেন এবং নিজের দুই শাহাদাত আঙ্গুলের পেটে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইয়াছিলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি আমার দোস্তের ন্যায় করিবে, তাহার জন্য আমার শাফায়াত অয়াজিব হইয়া যাইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

নামাজে মৌখিক নিয়্যাত

নিয়্যাত দুই প্রকার – আন্তরিক নিয়্যাত ও মৌখিক নিয়্যাত। আন্তরিক নিয়্যাত না থাকিলে নামাজ হইবে না। কারণ, হাদীস পাকে বলা হইয়াছে —

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত আমল কবুল হওয়া ও না হওয়া নিয়্যাতের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। (বোখারী, মুসলিম) মৌখিক নিয়্যাত মুস্তাহাব। হানাফী মাজহাবের ফিক্বহের কিতাবগুলিতে মৌখিক নিয়্যাতের প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। কারণ, হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন —

اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُوْنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى يَكُوْنَ قَلْبُهٗ مَعَ لِسَانِهٖ سَوَاءً وَيَكُوْنَ لِسَانُهٗ مَعَ قَلْبِهٖ سَوَاءً وَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهٗ عَمَلَهٗ وَيَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ

নিশ্চয় মানুষ মোমিন হইবে না যতক্ষন পর্যন্ত তাহার অন্তর ও জবান এক না হইয়া থাকে এবং তাহার জবান ও অন্তর এক না হইয়া থাকে। আর তাহার কথা তাহার আমল বিরোধী হইবে না এবং তাহার প্রতিবেশি তাহার থেকে নিরাপদ হইবে। (তারগীব)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলিয়াছেন —

لَا يَسْتَقِيْمُ اِيْمَانُ عَبْدٍ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهٗ وَ لَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهٗ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهٗ

কোন বান্দার ঈমান সোজা হইবে না যতক্ষন তাহার অন্তর সোজা না হইয়া থাকে এবং তাহার অন্তর সোজা হইবে না যতক্ষন তাহার জবান সোজা না হইয়া থাকে। (তারগীব)

বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় এই মৌখিক নিয়্যাতকে বিদ্‌য়াত ইত্যাদি বলিয়া বিরোধীতা করিতেছে। হানাফীগণ! এই গোমরাহ্ সম্প্রদায়ের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত

নামাজ আরম্ভ করিবার সময় পুরুষের জন্য কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত। কিন্তু ওহাবী লা মাজহাবী সম্প্রদায় মহিলাদিগের ন্যায় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকে। বর্তমানে ওহাবী শাখা দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামীরাও কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো আরম্ভ করিয়াছে। কান পর্যন্ত হাত উঠাইবার হাদীস বহু রহিয়াছে। এখানে নমুনা স্বরূপ দু - একটি পেশ করা হইল।

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ

অনুবাদ ঃ — ইমাম আবু হানীফা আসিম হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে, তিনি অয়েল বিন হাজার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন — (নামাজ আরম্ভ করিবার সময়) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কানের লতি সমান হাত উঠাইতেন।

(মোসনাদে ইমাম আ'জম) – কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে এই প্রকার অর্থ বহনকারী বহু হাদীস বোখারী, মুসলিম, তাহাবী শরীফ ইত্যাদি কিতাবে রহিয়াছে। যথা — বোখারী, মুসলিম ও ইমাম তাহাবী মালিক বিন হুওয়াইরিস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন —

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى اُذُنَيْهِ

অনুবাদ ঃ — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন তাকবীর বলিতেন তখন তাঁহার হাত কান পর্যন্ত উঠাইতেন।

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

নামাজে পুরুষ মানুষের জন্য নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত।

عَنْ وَائِلِ ابْنِ حَجَرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَضَعَ يَمِيْنَهٗ عَلٰى شِمَالِهٖ تَحْتَ السُّرَّةِ

অনুবাদ ঃ — হজরত অয়েল বিন হাজার বর্ণনা করিয়াছেন। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি নাভীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়াছিলেন। (মুসান্নাফে ইবনো আবি শাইবা)

اِنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ

অনুবাদ ঃ — হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন — নামাজে হাত বাঁধা সুন্নাত। দুই হাত নাভীর নিচে রাখিতে হইবে। (রাজ্জীন)

বিসমিল্লাহ আস্তে পাঠ করা সুন্নাত

নামাজে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিবার পূর্বে আস্তে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিতে হইবে। লা মাজহাবী সম্প্রদায় উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া থাকে।

أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَ

أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ لَا يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ ঃ — ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদ হইতে, তিনি হজরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, আবু বাকার ও উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করিতেন না। (মোসনাদে ইমাম আ'জম) ইমাম বোখারী, মুসলিম ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল হজরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, হজরত আবু বাকার, হজরত উমার ও হজরত উসমান গণী রাদী আল্লাহু আনহুমের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছি। আমি তাঁহাদের মধ্যে কাহার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' পাঠ করিতে শুনি নাই। হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ —

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ

وَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইমাম মোহাম্মাদ হজরত ইবরাহীম নাখয়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন –

قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ وَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَالتَّعَوُّذُ وَ اٰمِيْنَ

অনুবাদ ঃ — তিনি বলিয়াছেন ইমাম চারটি জিনিষ আস্তে পাঠ করিবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা, আউজুবিল্লাহ ও আমীন। (কিতাবুল আসর)

ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা নাজায়েজ

أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

অনুবাদ ঃ — ইমাম আবু হানিফা মুসা হইতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন সাদ্দাদ হইতে, তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যাহার ইমাম রহিয়াছেন; সুতরাং ইমামের কিরাত তাহার জন্য যথেষ্ট। (মোসনাদে ইমাম আ'জম) হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ

بِهٖ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

অনুবাদ ঃ — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ইমাম এই জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে যে, উহার অনুসরণ করা হইবে। অতএব, যখন তিনি তাকবীর পাঠ করিবে, তখন তোমরা তাকবীর বলিবে এবং যখন কিরাত পাঠ করিবে, তখন তোমরা চুপ থাকিবে। (নাসায়ী শরীফ)

হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে —

قَالَ لَيْتَ فِيْ فَمِ الَّذِيْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَجَرٌ

অনুবাদ ঃ — তিনি বলিয়াছেন — ইমামের পশ্চাতে যে কিরাত পাঠ করিবে, যদি খোদা করে তাহার মুখেতে পাথর হউক। (মুয়াত্তায় ইমাম মোহাম্মাদ) কুরয়ান হইতেও প্রমাণ হয় যে, ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা নাজায়েজ। যথা —

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অনুবাদ ঃ — এবং যখন কুরয়ান শরীফ পড়া হইবে, তখন উহা শুনিবে এবং নিরব থাকিবে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে।

ওহাবী সম্প্রদায় ইমামের পশ্চাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিয়া থাকে। ইহা কুরয়ান ও হাদীসের বিপরীত। যে হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করিলে নামাজ হইবে না; উহার অর্থ ইহাই যে, যখন একা নামাজ পড়িবে, তখন সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিতে হইবে। অন্যথায় নামাজ হইবে না।

আমীন আস্তে বলিতে হইবে

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىْ قَالَ اَرْبَعٌ
يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ التَّعَوُّذُ وَ بِسْمِ اللهِ وَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ اٰمِيْنَ

অনুবাদ ঃ — ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ হইতে, তিনি ইব্রাহীম নাখয়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। চারটি জিনিষ ইমাম অপ্রকাশ্যে পাঠ করিবে। আউজু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ও আমীন। (কিতাবুল আসার)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا
فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

অনুবাদ ঃ — হজরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন ইমাম আমীন বলিবে, তখন তোমরা আমীন বলিবে। কারণ, যাহার আমীন ফিরিশ্‌তাদের আমীনের ন্যায় হইবে, তাহার পূর্বেকার গোনাহ্ ক্ষমা হইয়া যাইবে। (বোখারী, মোসলিম, আবু দাউদ ও ইবনো মাজা) – কালাম পাকেও আমীন আস্তে বলিবার নির্দেশ আসিয়াছে। যথা —

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً

"তোমরা খোদাকে বিনয়ীর সহিত এবং আস্তে আহ্বান কর"। – আল্‌হামদু লিল্লাহ, আমরা হানিফী। আমরা ফিরিশ্‌তাগণের ন্যায় আমীন আস্তে বলিয়া থাকি। ইনশা আল্লাহ, আমাদের গোনাহ আল্লাহ মাফ করিয়া দিবেন।

রাফে ইয়াদাইন করিতে হইবে না

عَنْ بَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَفَعَ
يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى انْصَرَفَ

অনুবাদ ঃ — হজরত বারা বিন আজিব হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি নামাজ আরম্ভ করিবার সময় হাত উঠাইয়াছেন। তারপর নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত উঠান নাই। (আবু দাউদ)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اَوَّلَ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অনুবাদ ঃ — হজরত ইবনো মাসউদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠাইতেন। তারপর উঠাইতেন না। (তাহাবী)

নামাজের পর হাত উঠাইয়া দুয়া

رَوٰى اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ فِى الْمُصَنَّفِ عَنِ الْاَسْوَدِ الْعَامِرِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا

অনুবাদ ঃ — আবু বাকার বিন শায়বা 'মুসান্নাফ' এর মধ্যে আসওয়াদ আমেরী হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত ফজরের নামাজ পড়িয়াছি। যখ.' তিনি সালাম ফিরাইয়াছেন, তখন মুখ ঘুরাইয়া দুই হাত উঠাইয়া দুয়া করিয়াছেন। (সংগৃহীত ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ)

সালামের পর মুক্তাদীর দিকে ঘুরিয়া বসা

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ

হজরত সামুরাহ বিন জুনদুব বর্ণনা করিয়াছেন —— হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজ শেষ করিতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ঘুরাইতেন। (বোখারী শরীফ)

ফজরের নামাজের মুস্তাহাব সময়

ফজরের নামাজ খুব পরিষ্কার হইয়া যাইবার পর আরম্ভ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইবার আধ ঘন্টা পূর্বে জামায়াত আরম্ভ করিতে হইবে। এই রকম সময় নামাজ বেশি হইবে।

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

হজরত রাফে বিন খুদাইজ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ফজরের নামাজ খুব পরিষ্কার হইয়া গেলে পড়িবে। ইহাতে সওয়াব বেশি।

গ্রীষ্মকালে জোহর বিলম্বে পড়া সুন্নাত

সূর্য ঢলিবার পর হইতে আসরের পূর্ব পর্যন্ত জোহরের সময় অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষের আসল ছায়া ছাড়া উহার ছায়া দ্বিগুন হইবার পূর্ব পর্যন্ত জোহরের সময় থাকে। জোহরের নামাজ শীতকালে শীঘ্র আদায় করা এবং গরমকালে রৌদ্রের তাপ কম হইবার পর আদায় করা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন খুব বেশি গরম পড়িবে, তখন জোহরের নামাজ শীতল অবস্থায় আদায় করিবে। (বোখারী, তিরমিজী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। যখন গরম পড়িত, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জোহরের নামাজ ঠাণ্ডা করিয়া পড়িতেন এবং যখন শীত পড়িত তখন শীঘ্র পড়িতেন। (নাসায়ী)

বিতিরের নামাজ তিন রাকয়াত অয়াজিব

বিতিরের নামাজ অয়াজিব এবং উহা তিন রাকয়াত। উহা ত্যাগ করা কঠিন গোনাহের কাজ। কাজা আদায় করা জরুরী। লামাজহাবী ওহাবী সম্প্রদায় বিতিরের নামাজ সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ বলিয়া থাকে এবং উহারা কেবল এক রাকয়াত বিতির পড়িয়া থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি বিতির অয়াজিব। (বাজ্জার)

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

হজরত আবু আইউব আনসারী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি বিতির একান্ত অয়াজিব। (আবু দাউদ, ইবনো মাজা)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُلُ اللّٰهِ ﷺ
يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিন রাকয়াত বিতির পড়িতেন এবং তিন রাকয়াতের শেষে সালাম ফিরাইতেন। (নাসায়ী, তাহাবী)

عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ سَبِّحِ
اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ
وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

হজরত উবাই বিন কায়াব রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিতিরের নামাজে 'সাব্বি হিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' দ্বিতীয় রাকয়াতে 'কুল ইয়া আইয়োহাল কাফেরুন' তৃতীয় রাকয়াতে 'কুলহু অল্লাহু আহাদ' পাঠ করিতেন এবং তিন রাকয়াত শেষ করিয়া সালাম ফিরাইতেন। (নাসায়ী)

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ فِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ হইতে, তিনি ইব্রাহীম হইতে, তিনি আসওয়াদ হইতে, তিনি হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিন রাকয়াত বিতির পড়িতেন। প্রথম রাকয়াতে 'সাব্বি হিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' দ্বিতীয় রাকয়াতে 'কুল ইয়া আইয়োহাল কাফেরুন' তৃতীয় রাকয়াতে 'কুলহু অল্লাহু আহাদ' পড়িতেন। (মোসনাদে ইমাম আ'জম)

তারাবীহ কুড়ি রাকয়াত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى

فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ

হজরত ইবনো আব্বাস হইতে বর্ণি হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমযান মাসে বিতির ছাড়া কুড়ি রাকয়াত পড়িতেন। (মুসান্নাফে ইবনো আবি শাইবা)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى

عَهْدِ عُمَرَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً

হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বলিয়াছেন — মানুষ হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর যুগে রমযান মাসে কুড়ি রাকয়াত পড়িতেন। (বায়হাকী, ফতহুল বারী)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ

فِىْ عَهْدِ عُمَرَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হজরত উমারের যুগে কুড়ি রাকয়াত এবং বিতির পড়িতাম। (বায়হাকী)

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اَنَّهٗ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَانِ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

হজরত ইয়াজিদ বিন রোমান বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষ হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর যুগে রমযান মাসে তেইশ রাকয়াত পড়িতেন। অর্থাৎ কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ এবং তিন রাকয়াত বিতির। (বায়হাকী)

জানাজার নামাজে চার তাকবীর

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَسَئَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ قَالَ لَهُمْ اُنْظُرُوْا اٰخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَوَجَدُوْهُ قَدْ كَبَّرَ اَرْبَعًا حَتّٰى قُبِضَ قَالَ عُمَرُ فَكَبِّرُوْا اَرْبَعًا

ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদ হইতে, তিনি ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু সাহাবাগণকে একত্রিত করিয়া জানাজা নামাজের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন— তোমরা সর্ব শেষ জানাজাটির কথা স্মরণ কর, যে জানাজাটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পড়াইয়া ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা চিন্তা করতঃ বলিলেন, হুজুর শেষ জীবন পর্যন্ত চার তাকবীর দিয়াছেন। তখন হজরত উমার বলিলেন— তোমরাও চার তাকবীর দিয়া জানাজা আদায় করিবে। (মোসনাদে ইমাম আ`জম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ

النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ

اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছিলেন এবং মানুষকে ঈদগাহে লইয়া চার তাকবীরে জানাজার নামাজ আদায় করিয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা)

কবরে কাইত করিয়া শোয়ানো সুন্নাত

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ شَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَنَازَةَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِسْتَقْبِلْ بِهِ اِسْتِقْبَالًا وَ قُوْلُوْا جَمِيْعًا بِاسْمِ اللهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَ ضَعُوْهُ لِجَنْبِهِ وَلَا تَكُبُّوْهُ لِوَجْهِهِ وَ لَا تُلْقُوْهُ لِظَهْرِهِ

হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক ব্যক্তির জানাজায় উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন — হে আলী! মুর্দাকে কিবলার দিকে করিয়া দাও এবং সবাই বলো 'বিসমিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ' এবং উহাকে কাইত করিয়া দাও। চিৎ করিয়া শোয়াইয়া মুখটি ঘুরাইয়া দিওনা। (আল মুতাসারুজ্ জরুরী, বাদাউস্ সানায়ে)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দেহ মুবারককে কবরে কাইত করিয়া রাখা হইয়াছে। (ফতহুল ক্বাদীর খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ৯৫, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খন্ড ৪, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২৩০ পৃষ্ঠা, খুতবাতে মুহার্রম ৫৪ পৃষ্ঠা)

হানাফী মাজহাবের কিতাবগুলিতে মুর্দাকে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা — কাজীখান প্রথম খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা, আলামগিরী প্রথম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্রে মুখতার দ্বিতীয় খন্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা, বাহরুর্রায়েক দ্বিতীয় খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা, কাঞ্জুদ দাকায়েক ৫৩ পৃষ্ঠা ৩ নং টীকা, বাদাউস সানায়ে খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩১৯)

শাফয়ী মাজহাবে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা মিনহাজুত তালেবীন ২৮ পৃষ্ঠা মুর্দাকে কবরে কাইত করিবার ব্যাপারে চার মাজহাবের ইমামগন একমত। অনুরূপ উলামায় আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের সহিত ওহাবী দেওবন্দীদের বহু মসলাতে মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু মুর্দাকে কাইত করিয়া রাখিবার

ব্যাপারে সবাই একমত। যথা, ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২২৮ পৃষ্ঠা, বেহেশ্তী গাওহার ৮৯পৃষ্ঠা, আগলাতুল আওয়াম ৭৬ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ ২য় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠা। আহলে সুন্নাতের কয়েকখানা কিতাব যথা — বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা, কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ২২৯ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ৪র্থ খন্ড। কয়েকখানা বাংলা পুস্তক যথা, মকছোদোল মোমেনিন ১৬৯ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় সিদ্দিকীয়া ১ম খন্ড ২০০ পৃষ্ঠা, মসলা ভান্ডার ৫ম খন্ড, ফাতাওয়ায় ইমদাদিয়া প্রথম খন্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা, দাফন কাফনের বিস্তারিত মাসায়েল পৃষ্ঠা ৪৪, সাপ্তাহিক মুজাদ্দিদ ২পৃষ্ঠা ৭ই জুন, ১৯৯০ সাল। ইহা ছাড়া আরো অনেক কিতাবে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। কবরের ব্যাপারে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা— 'দাফনের পরে' পুস্তকটি পাঠ করিবেন।

কবরের উপরে পানি দেওয়া জায়েজ

عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ .... اَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) رَشَّ عَلٰى قَبْرِ اِبْنِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ

হজরত জা'ফর বিন মোহাম্মাদ স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার তাঁহার পুত্র হজরত ইব্রাহীমের কবরের উপর পানি দিয়াছেন এবং একটি পাথর বসাইয়াছিলেন। (মিশকাত)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَ كَانَ الَّذِىْ رَشَّ الْمَاءَ عَلٰى قَبْرِهٖ بِلَالُ بْنُ رِبَاحٍ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى رِجْلَيْهِ

হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবরে পানি দেওয়া হইয়াছিল। হজরত বিলাল বিন রিবাহ হুজুরের কবরের উপর মুশকে ভরিয়া পানি দিয়াছিলেন। মাথার দিক থেকে আরম্ভ করিয়া দুই পায়ের দিকে শেষ করিয়াছিলেন। (মিশকাত, বায়হাকী)

কবরে খেজুর শাখা দেওয়া জায়েজ

" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اِمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا "

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দুইটি কবরের নিকট হইতে যাইবার সময় বলিলেন — নিশ্চয় ইহাদের আযাব হইতেছে। অথচ এমন কোন বড় কারণে আযাব হইতেছে না যে, যাহা হইতে বিরত থাকা অসম্ভব। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রসাব হইতে সাবধান হইত না এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পরনিন্দা করিত। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের শাখা লইয়া দুই ভাগ করতঃ প্রত্যেক কবরের উপর একটি করিয়া পুঁতিয়া দিলেন। সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করিলেন – ইয়া রসুলাল্লাহ! ইহা কেন করিলেন ? তিনি বলিলেন — যতদিন উহা শুকাইবে না; ততদিন উহাদের আযাব কম হইবে। (বোখারী, মুসলিম)

قَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهٖ اَنَّ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحَصِيْبِ الْاَسْلَمِيُّ الصَّحَابِيُّ اَوْصٰى اَنْ يُجْعَلَ فِيْ قَبْرِهٖ جَرِيْدَتَانِ فَفِيْهِ اَنَّهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَبَرَّكَ بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ

ইমাম বোখারী তাঁহার কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বুরাইদা বিন হাসীব আসলিমী সাহাবী তাঁহার কবরে দুইটি খেজুরের শাখা রাখিতে অসীয়ত করিয়াছিলেন। হজরত বুরাইদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কর্ম হইতে বর্কাত হাসেল করিয়াছিলেন। (নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী)

দাফনের পর কবরের নিকটে দাঁড়ানো মুস্তাহাব

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهٖ وَهُوَ فِيْ سِيَاقِ الْمَوْتِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَمَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَاْنِسَ بِكُمْ وَاَعْلَمَ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهٖ رُسُلَ رَبِّيْ

হজরত আমর বিন আস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছেন — যখন আমি ইন্তেকাল করিব, তখন আমার সঙ্গে মাতমকারিণী এবং আগুন না যায়। যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে, তখন আমার উপর অল্প অল্প করিয়া মাটি দিবে। অতঃপর একটি উট জবাহ করিয়া মাংস বিতরণ করিতে যতক্ষন সময় লাগে ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা আমার কবরের চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিবে। ইহাতে আমি শান্তিলাভ করিব এবং আমার আল্লাহর ফিরিশ্তাদের প্রশ্নের উত্তর জানিয়া লইব। (মুসলিম, মিশকাত) – এই হাদীস হইতে প্রমাণ হয় যে, মুর্দার খাটিয়াতে আগর বাতী জ্বালাইয়া দেওয়া নিষেধ।

কবরের নিকটে সূরাহ বাকারাহ পাঠ করা মুস্তাহাব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهٖ اِلٰى قَبْرِهٖ وَلْيُقْرَاْ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ

হজরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমাদের কেহ ইন্তেকাল করিবে, তখন তাহাকে শীঘ্র দাফনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহার মাথার নিকটে সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ এবং পায়ের নিকটে সূরাহ বাকারার শেষাংশ পাঠ করিবে। (বায়হাকী, মিশকাত)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْجَلَّاجِ قَالَ قَالَ لِیْ اَبِیْ یَا بُنَیَّ
اِذَا وَضَعْتَنِیْ فِیْ لَحْدِیْ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰہِ وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰہِ
ﷺ ثُمَّ سُنَّ عَلَیَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِیْ بِفَاتِحَةِ
الْبَقَرَةِ وَ خَاتِمَتِهَا فَاِنِّیْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ یَقُوْلُ ذَالِکَ

হজরত আব্দুর রহমান বিন আ'লা বর্ণনা করিয়াছেন। আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন — হে প্রিয় সন্তান! যখন আমাকে কবরে রাখিবে, তখন 'বিসমিল্লাহি অ আ'লা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ' বলিবে। তারপর আমার উপর কম কম করিয়া মাটিদিবে। অতঃপর আমার মাথার নিকটে সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করিবে। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এই প্রকার বলিতে শুনিয়াছি। (শারহুস্ সুদুর)

দাফনের পর তালকীন করা মুস্তাহাব

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰہِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ اَحَدُکُمْ مِنْ
اِخْوَانِکُمْ فَسَوَّیْتُمْ عَلَیْهِ التُّرَابَ فَلْیَقُمْ اَحَدُکُمْ عَلٰی رَاْسِ
الْقَبْرِ ثُمَّ لِیَقُلْ یَافُلَانَ ابْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ یَسْمَعُ وَلَایُجِیْبُ ثُمَّ
یَقُوْلُ یَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةٍ یَسْتَوِیْ قَاعِدًا ثُمَّ یَقُوْلُ یَا فُلَانَ ابْنَ
فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ یَقُوْلُ اَرْشِدْنَا رَحِمَکَ اللّٰہُ وَلٰکِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ
فَلْیَقُلْ اُذْکُرْ مَاخَرَجْتَ عَلَیْهِ مِنَ الدُّنْیَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰہُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّکَ رَضِیْتَ بِاللّٰہِ رَبًّا وَّ
بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا وَّ بِالْقُرْآنِ اِمَامًا فَاِنَّ مُنْکَرًا وَّ
نَکِیْرًا یَاْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِیَدِ صَاحِبِهٖ وَیَقُوْلُ انْطَلِقْ بِنَامَا
نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهٗ قَالَ رَجُلٌ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ فَاِنْ لَّمْ
یُعْرَفْ اُمُّهٗ قَالَ یَنْسُبُهٗ اِلٰی حَوَّاءَ یَا فُلَانَ ابْنَ حَوَّاءَ

হজরত আবু উমামাহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন তোমাদের ভাইদের মধ্যে কেহ ইন্তেকাল করিবে এবং তাহার উপর মাটি দিয়া দিবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেহ কবরের মাথার দিকে দাঁড়াইয়া বলিবে — হে অমুকের পুত্র অমুক! অবশ্য সে শুনিতে পাইবে অথচ উত্তর দিবে না। আবার বলিবে – হে অমুকের পুত্র অমুক! তখন সে সোজা

হইয়া বসিবে। আবার বলিবে — হে অমুকের পুত্র অমুক! অতঃপর সে বলিবে- আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করেন, আমাকে বলো কিন্তু তোমরা উহা বুঝতে পারিবে না। এই বার বলিবে — তুমি স্মরণ করো, পৃথিবীতে যাহার উপর থাকিয়া বাহির হইয়াছো। কলেমা শাহাদাত 'আশ্‌হাদো আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু অরসূলুহু অ আন্নাকা রাদীতা বিল্লাহি রব্বাঁও অবিল ইসলামে দ্বীনাঁও অবি মুহাম্মাদিন্ নাবীয়াঁও অবিল কুরয়ানে ইমামা'। অতঃপর মুনকার ও নাকীর একে অপরের হাত ধরিয়া বলিবে — চলো আমরা চলিয়া যাই। যাহার দলীল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার নিকটে বসিয়া কি হইবে! এক ব্যক্তি বলিল— হে আল্লাহর রসূল! যদি উহার মায়ের নাম জানা না থাকে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিলেন — হজরত হাওয়া আলাইহিস্ সালামের দিকে সম্বোধন করিয়া বলিবে — হে হাওয়ার পুত্র অমুক। (শরহুস্ সুদুর, রুহুল বায়ান)

(وَاَخْرَجَ) سَعِيْدُبْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ رَاشِدِبْنِ سَعْدٍ وَضُمْرَةِ بْنِ حَبِيْبٍ وَ حَكِيْمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالُوْا اِذَاسُوِّىَ عَلٰى الْمَيِّتِ قَبْرُهٗ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهٖ يَا فُلَانُ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ وَ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَ نَبِيِّ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

সাঈদ বিন মানসুর হইতে বর্ণিত হইয়াছে। রাশিদ বিন সায়াদ, জুমরাহ বিন হাবীব ও হাকীম বিন উমাইর বলিয়াছেন — যখন মুর্দার কবর দেওয়া শেষ হইয়া যাইবে এবং মানুষ ফিরিয়া আসিবে, তখন কবরের নিকটে মুর্দাকে তিনবার বলা মুস্তাহাব — হে অমুক বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হে অমুক বলো, আমার রব আল্লাহ এবং আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। ইহার পর তথা হইতে ফিরিয়া আসিবে। (শারহুস্ সুদুর)

যাকাত ও উশুর

শরীয়ত পাকের নির্ধারিত করা মালের একটি বিশেষ অংশকে কোন ফকীরকে আল্লাহর অয়াস্তে প্রদান করিবার নাম যাকাত।

যাকাত ফরজ। এই ফরজ অস্বীকারকারী কাফের। যাকাত প্রদান না করিলে ফাসেক ও জাহান্নামী হইবে। উহা আদায় করিতে বিলম্ব করিলে গোনাহ্‌গার হইবে এবং তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না। (আলামগিরী)

বিনা সেঁচে আকাশের পানিতে জমীন থেকে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় উহার উশুর অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ কোন ফকীর মিসকীনকে প্রদান করা ওয়াজিব। অবশ্য পানি যদি কেনা হয়, তাহা হইলে কুড়ি ভাগের এক ভাগ প্রদান করা ওয়াজিব হইবে। (আলামগিরী)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) সরকারকে জমির যে খাজনা প্রদান করা হয়, উহাতে উশুর মাফ হইবে না। (জান্নাতী জেওয়র)

(২) ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী, কাদিয়ানী ও তাবলিগী জামায়াত প্রভৃতি বাতিল ফিরকার মানুষকে যাকাত, উশুর প্রদান করা জায়েজ নয়। (জান্নাতী জেওর)

রোজার বিবরণ

রমযানের রোজা ফরজ। এই ফরজ অস্বীকারকারী কাফের। রোজার নিয়্যাত রাতে করিলে নিম্নোরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে —

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাল লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারজে রমজানা।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, আল্লাহ তায়ালার জন্য, আগামী কাল এই রমজানের ফরজ রোজা রাখিবো।

রোজার নিয়্যাত দিনে করিলে নিম্নোরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে ঃ —

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَاالْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

উচ্চারণ ঃ — নাওয়াতুয়ান আসুমা হাজাল ইয়াওমা লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারজে রমজানা।

বাংলা নিয়্যাত

আমি নিয়্যাত করিয়াছি, আল্লাহ তায়ালার জন্য, আজ রমজানের ফরজ রোজা রাখিবো।

মসলা — যদি মুসাফির রোজা না রাখে, তাহা হইলে গোনাহ্‌গার হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — অতি বৃদ্ধ মানুষ যদি রোজা করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একটি করিয়া ফিৎরার পরিমান সাদকা করিয়া দিবে। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারীগণের গোপনে পানাহার করা উত্তম। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — নাপাক অবস্থায় রোজা রাখিলে রোজা হইয়া যাইবে। অবশ্য হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, যে ঘরে নাপাক ব্যক্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফারিশ্‌তা প্রবেশ করে না। (বাহারে শরীয়ত)

চাঁদ দেখিবার বিবরণ

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — চাঁদ দেখিয়া রোজা আরম্ভ করিবে এবং চাঁদ দেখিয়া ইফতার করিবে অর্থাৎ ঈদ করিবে। যদি মেঘ হয়, তাহা হইলে শাবান মাস তিরিশ দিন পূর্ণ করিয়া নিবে। (বোখারী, মুসলিম)

মসলা — পাঁচটি মাসে চাঁদ দেখা ওয়াজিব কিফাইয়া। শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলক্বাদ ও জিলহাজ। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

মসলা — শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখের সন্ধ্যায় চাঁদ দেখিতে হইবে। যদি দেখা যায়, তাহা হইলে পর দিন হইতে রোজা আরম্ভ করিবে। অন্যথায় শাবান মাস তিরিশ দিন পূর্ণ করিতে হইবে। (আলামগিরী)

মসলা — পরহিজগার মুত্তাকী মুসলমানের পঞ্জিকার মাধ্যমেও চাঁদ প্রমানিত হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

মসলা — সংবাদ পত্র চাঁদের ব্যাপারে গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ, অধিকাংশ সময় সংবাদ পত্রে মিথ্যা খবর প্রচার হইয়া থাকে। সংবাদ পত্রের সংবাদ সঠিক হইলেও উহা সংবাদ মাত্র। আদৌ শাহাদাত নয়। শাহাদাত ছাড়া চাঁদ প্রমানিত হইবে না। (শামী)

মসলা — চাঁদের ব্যাপারে পত্র গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ, লেখার নকল হইয়া থাকে। (দুর্রে মুখতার, হিদাইয়া)

মসলা — চাঁদের সংবাদ তার, টেলিফোনে গ্রহণ যোগ্য হইবে না। অনুরূপ রেডিও, টেলিভিশনের সংবাদ অযোগ্য। কারণ, পরদার আড়াল হইতে সাক্ষ প্রদান করিলে গ্রহণ যোগ্য হইবে না। কারণ, কণ্ঠস্বরের নকল করা সম্ভব। (আলামগিরী) এক কথায় যান্ত্রিক সাহায্যের মাধ্যমে চাঁদ প্রমান করতঃ ঈদ করা হারাম। (বাহারে শরীয়ত)

চাঁদের মসলা বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা — 'ঈদের চাঁদ প্রসঙ্গ' পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করিবেন।

'ই'তেকাফ' এর বিবরণ

ইবাদাতের নিয়্যাতে আল্লাহ তায়ালার জন্য মসজিদে অবস্থান করিবার নাম ই'তেকাফ। রমজান মাসে কুড়িটি রোজার দিন সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব থেকে তিরিশে রমজান সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব মুহূর্ত হইতে ই'তে কাফের নিয়্যাতে মসজিদে থাকা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ কিফাইয়া। অর্থাৎ একজন করিলে সমস্ত মহল্লার পক্ষ থেকে আদায় হইয়া যাইবে। কেহ্ না করিলে সবাই গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। শরীয়ত সাপেক্ষ কারণ ছাড়া এক মুহূর্তের জন্য মসজিদ থেকে বাহির হইলে ই'তে কাফ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

সাদকায় ফিতর

হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুসলমান গোলাম ও আযাদের প্রতি, পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি, শিশু ও বৃদ্ধের প্রতি সাদকায় ফিতর ওয়াজিব করিয়াছেন এবং নামাজের জন্য বাহির হইবার পূর্বে আদায় করিতে আদেশ করিয়াছেন। (বোখারী, মুসলিম)

মসলা — সাদকায় ফিতর আদায়ের জন্য রোজা রাখা শর্ত নয়। বিশেষ কোন কারণে অথবা বিনা কারণে রোজা না করিলেও সাদকায় ফিতর ওয়াজিব হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

মসলা — যাহার নিকটে বাহান্ন তোলা চাঁদি অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা ঐ গুলির মূল্যের পরিমান মাল থাকিবে, তাহার প্রতি সাদকায় ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব। (আনওয়ারুল হাদীস)

মসলা — রমজান মাসে অথবা উহার পূর্বে ফিতর প্রদান করা জায়েজ। (আলামগিরী)

মসলা — 'সা' একটি আরবী মাপের নাম। যাহার পরিমান সাত শত কুড়ি (৭২০) মিসকাল জব হইবে। এক মিসকালের সমান সাড়ে চার মাসা (৪ /) হয়। এখন এক 'সা' এর সমান তিন হাজার দুই শত চল্লিশ (৩২৪০) মাশা হইল। যেহেতু বারো মাশাতে এক তোলা হয়। এখন এক 'সা' এর সমান তিন হাজার দুই শত চল্লিশ মাশা অর্থাৎ দুই শত সত্তর (২৭০) তোলা। আবার যেহেতু চাঁদি এক টাকার সমান সওয়া এগারো (১১ /) মাশা হয়। এখন তিন হাজার দুই শত চল্লিশ (৩২৪০) মাশার সমান দুই শত অষ্ট আশি (২৮৮) চাঁদির টাকার সমান হইল। এইবার অর্ধ 'সা' এর সমান হইল একশত চুয়াল্লিশ (১৪৪) চাঁদির টাকার সমান। যেহেতু গম যব অপেক্ষা ভারি হয়, সেহেতু যে পাত্রে চাঁদির একশত চুয়াল্লিশ টাকার সমান যব আসিবে, যদি ঐ পাত্রে গম ওজন করা হয়, তাহা হইলে একশত চুয়াল্লিশ টাকার বেশি গম চলিয়া আসিবে। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৭শে রমজান ১৩২৭ হিজরীতে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে পাত্রে একশত চুয়াল্লিশ টাকার পরিমান যব আসিয়াছে। সেই পাত্রে একশত পঁচাত্তর টাকা আট আনার সমান গম আসিয়াছে। অতএব, 'সাদকায় ফিতর' এর পরিমান হইল চাঁদির এক শত পঁচাত্তর টাকা আট আনার ওজনের সমান গম। যাহা আগেকার ইংরেজি 'সের' এর ওজনে দুই সের তিন ছটাক আট আনার সমান ছিল। কারণ, ইংরেজি সের চাঁদির আশি টাকার সমান ছিল অর্থাৎ পঁচাত্তর তোলা। বর্তমান কিলোর মাপে অর্ধ 'সা' এর সমান হইবে প্রায় দুই কিলো সাতচল্লিশ গ্রামের মত। অতএব, এই পরিমানে ফিতর আদায় করিলে কোন সময় কম হইবার সম্ভবনা থাকিবে না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়, আনওয়ারুল হাদীস)

কুরবানীর বিবরণ

নির্দিষ্টি জানোয়ার নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করিবার উদ্দেশ্যে জবাহ করাকে কুরবানী বলা হয়। ইহা হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত, যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উম্মাতের জন্য বাকী রাখা হইয়াছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ১০ই জিলহাজ আল্লাহর নিকটে আদম সন্তানের কোন আমল কুরবানী অপেক্ষা প্রিয় নয়। (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনো মাজা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী না করিবে সে যেন আমার ঈদগাহের নিকটে না আসে। (ইবনো মাজা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কুরবানীর দিনে দুইটি কুরবানী করিয়াছেন — একটি নিজের পক্ষ থেকে ও একটি তাঁহার উম্মাতের পক্ষ থেকে। (আবু দাউদ, ইবনো মাজা)

অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন— ইলাহী। ইহা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার সেই উম্মাতের পক্ষ থেকে যে কুরবানী করে নাই। (বাহারে শরীয়ত)

কুরবানী সম্পর্কে মসলা

প্রত্যেক মালিকে নিসাবের প্রতি প্রত্যেক বৎসর কুরবানী করা ওয়াজিব। যাহার নিকটে সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা চাঁদি অথবা উহার মধ্যে কোন একটির মূল্যের সমান ব্যবসার মাল অথবা অন্য কোন মাল অথবা টাকা পয়সা থাকিবে সেই হইবে মালিকে নিসাব। (জায়াতী জেওর)

উটের বয়স পাঁচ বৎসর, গরু ও মহিষের বয়স দুই বৎসর ও ছাগলের বয়স এক বৎসর হওয়া জরুরী। ইহার কম হইলে কুরবানী জায়েজ হইবে না। (দুর্রে মুখতার)

গরু ও মহিষের জবাহ করিতে হইবে। উটকে নহর করিতে হইবে। ইহার বিপরীত করিলে মাকরূহ তাহরিমী হইবে। (হিদাইয়া)

এখানকার অমুসলিমরা হারবী কাফের। অতএব, ইহাদের কুরবানীর মাংস দেওয়া জায়েজ নয়। (বাহারে শরীয়ত)

যেহেতু কুরবানীর চামড়া সরাসরি সাদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজিব নয়। এই কারণে উহা যে কোন দ্বিনী কাজে লাগানো জায়েজ। অবশ্য দ্বিনী মাদ্রাসায় দান করিয়া দেওয়া সব চাইতে উত্তম। কিন্তু ওহাবী দেওবন্দীদের মাদ্রাসায় দেওয়া হারাম।

কুরবানী মান্নতের হইলে মান্নতকারী ধনী হউক অথবা গরীব হউক, না নিজে খাইতে পারিবে, না কোন ধনীকে খাওয়াইতে পারিবে বরং সমস্ত সাদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। অনুরূপ মাইয়্যাতের অসীয়ত মুতাবিক কুরবানী করিলে সম্পূর্ণ মাংস সাদকা করিয়া দিতে হইবে। (বাহারে শরীয়ত)

কুরবানী করিবার পূর্বে পশুকে পানাহার করাইয়া দিবে। খবরদার একজনের সামনে অন্যজনকে জবাহ করিবে না। অনুরূপ পশুর সামনে অস্ত্রে ধার দেওয়া হইবে না। (বাহারে শরীয়ত)

জবাহ করিবার নিয়ম

পশুকে বাম কাইত করিয়া এমন ভাবে ফেলিতে হইবে যাহাতে কিবলার দিকে মুখ হইয়া যায়। জবাহ করিবার পূর্বে পাঠ করিবে —

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا
وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ
وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ
وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرْ

"ইন্নী অজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্ সামাওয়াতি অল আরদা হানিফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীনা ইন্না সলাতি অ নুসুকী অ মাহ্ইয়াহ ইয়া অ মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীনা লা শারিকালাহু অবি জালিকা উমিরতু অ

আনা মিনাল মুসলিমীনা আল্লাহুম্মা লাকা অ মিনকা বিস মিল্লাহি আল্লাহু আকবার'' বলিয়া জবাহ করিয়া দিবে।

কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হইলে জবাহ করিবার পর এই দুয়া পাঠ করিবে —

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ

اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

উচ্চারণ ঃ — ''আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খলীলিকা ইবরাহীমা আলাইহিস্ সালামু অ হাবীবেকা মোহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম।'' আর যদি কুরবানী অপরের পক্ষ থেকে হয়, তাহা হইলে 'মিন্নী' শব্দের স্থলে 'মিন – অমুক' বলিতে হইবে। কুরবানী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা — 'মাসায়েলে কুরবানী' পাঠ করিবেন।

আক্বীকার বিবরণ

সন্তান পয়দা হইবার শুকরিয়া সরূপ যে জানোয়ার জবাহ করা হইয়া থাকে তাহাকে বলা হয় 'আক্বীকাহ্'। আক্বীকাহ্ করা মুস্তাহাব। উহার জন্য সপ্তম দিন উত্তম। যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যখন করিবে আদায় হইয়া যাইবে। তবে যখনই করিবে সপ্তম দিনই করা ভালো। যেমন — বাচ্চা যদি শনিবার পয়দা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আক্বীকাহ যখনই করা হউক না কেন শুক্রবার করিবে। পুত্র সন্তান হইলে দুইটি বকরী এবং কন্যা হইলে একটি বকরী জবাহ করিতে হইবে। অবশ্য পুত্রের জন্য নর ও কন্যার জন্য মাদাহ করাই ভালো। গরু, মহিষ জবাহ করিলে পুত্রের জন্য দুই অংশ ও কন্যার জন্য একটি অংশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি শিশুর জন্য একটি গরু জবাহ করিলে আরো ভালো হইবে। একটি গরুতে কুরবানী ও আক্বীকাহ দুই হইতে পারে। কুরবানী ও আক্বীকার জানোয়ারের জন্য শর্ত একই। আক্বীকার পশুর হাড় না ভাঙ্গাই উত্তম। অনুরূপ

আক্বীকার মাংস মিষ্টি ভাবে রান্না করাই উত্তম। আক্বীকার মাংস সবাই খাইতে পারিবে। চামড়া কোন সুন্নী মাদ্রাসায় দান করিয়া দিলে বেশি সওয়াব হইবে।

সপ্তম দিনে শিশুর মাথা মন্ডন করিবার সময় যে চুল পাওয়া যাইবে সেই ওজনে সম্ভব হইলে সোনা অথবা চাঁদি খয়রাত করিয়া দেওয়া উত্তম। মুন্ডন করিবার পর শিশুর সম্পূর্ণ মাথায় জাফরান দিয়া দিবে। খুব সুন্দর একটি ইসলামী নাম রাখিয়া দিবে।

'আক্বীকাহ' করিবার নিয়ম

আক্বীকার জানোয়ার জবাহ করিবার সময় পুত্র সন্তান হইলে এই দুয়া পাঠ করিবে —

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَ

عَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَّهٗ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীকাতু ফুলানিন (ফুলানিন - এর স্থলে যাহার আক্বীকাহ হইবে তাহার নাম) দামুহা বেদামিহী অ আজমুহা বে আজমিহী অ জিলদুহা বে জিলদিহী অ শা'রুহা বে শা'রিহী আল্লাহুম্মাজ্ আলহা ফিদায়াল লে ফুলানিন (ফুলানি এর স্থলে নাম হইবে) মিনান্নারি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

যদি আক্বীকাহ কন্যা সন্তানের হয়, তাহা হইলে দুয়াটি নিম্নোরূপ হইবে

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانَةٍ دَمُهَا بِدَمِهَا وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهَا وَ

عَظْمُهَا بِعَظْمِهَا وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهَا وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهَا

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَهَا مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ — আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীকাতু ফুলানাতিন ('ফুলানাতিন' – এর স্থলে নাম হইবে) দামুহা বেদামিহা অ লাহমুহা বেলাহমিহা অ আজমুহা বে আজমিহা অ জিলদুহা বে জিলদিহা অ শা'রুহা বে শা'রিহা আল্লাহুম্মাজ আলহা ফিদাইয়াল লাহা মিনান নারি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'ফুলানিন' এর স্থলে পুত্র ও পিতার নাম যোগ করিতে হইলে এই প্রকার বলিবে — যথা, মোহাম্মাদ আহমাদ রেজা ইবনো নাকী আলী এবং 'ফুলানাতিন' এর স্থলে কন্যা ও পিতার নাম যোগ করিতে হইলে এই প্রকার বলিবে — যথা, আউলিয়া রেজবিয়া বিনতে গোলাম ছামদানী। নিজের পুত্র ও কন্যার পক্ষ থেকে নিজে জবাহ করিলে 'ফুলানিন' এর স্থলে বলিবে — যথা, ইবনী শাহিদ রেজা ও 'ফুলানাতিন' এর স্থলে বলিবে — যথা, বিনতী নুরুন্নেসা।

আক্বীকার জন্য দুয়া পাঠ করা জরুরী নয়। কেবল 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করিলে যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

হজের বিবরণ

হজ ফরজ। এই ফরজ অস্বীকারকারী কাফের। হজ ত্যাগকারী জাহান্নামী। বিলম্বে আদায়কারী গোনাহগার। আর্থিক ও দৈহিক দিক দিয়া শক্তি সামর্থ থাকিলে হজ ফরজ হইবে। অন্যথায় ফরজ হইবে না। যাহার সহিত বিবাহ হালাল তাহার সহিত হজ করিতে যাওয়া হারাম। বর্তমানে কা'বা শরীফের ইমামগণ ওহাবী। এই কারণে তাহাদের পিছনে নামাজ পড়া নাজায়েজ।

হজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা 'মক্কা ও মদিনার মুসাফির' নামক পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করিবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) প্রথম সংস্করণে যে নামাজগুলির বিবরণ ছিলনা সেগুলি বর্তমান সংস্করনে দেওয়া হইয়াছে এবং কিছু বিশেষ সমলা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) আরবীর বাংলা উচ্চারণগুলি চলতি উচ্চারণ দেওয়া হইয়াছে এই প্রকার আরো বহু শব্দের চলতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন সমলা। ইহার আসল উচ্চারণ হইবে — মাসআলাহ।

(৩) আমার সুন্নী উলামাদিগের কাছে আবেদন যে, আমার যে কোন বই পুস্তকে কোন মসলা মাসায়েলে ভুল ভ্রান্তি নজরে পড়িলে দয়া করিয়া অবগত করিয়া দিবেন। শাব্দিক ভুল ভ্রান্তি কিছু থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। পাঠক ক্ষমা করিয়া দিবেন।

সমাপ্ত

লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) — কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(২) — মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
(৩) — সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৪) — সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৫) — দুয়ায় মুস্তফা
(৬) — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(৭) — 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(৮) — সেই মহানায়ক কে?
(৯) — কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১০) — তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১১) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১২) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১৩) — 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৪) — মাসায়েলে কুরবানী
(১৫) — হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৬) — নারীদের প্রতি এক কলম
(১৭) — সম্পাদকের তিন কলম
(১৮) — এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(১৯) — 'সুন্নী কলম' পত্রিকা — তিনটি সংখ্যা
(২০) — তান্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২১) — নফল ও নিয়্যাত
(২২) — দাফনের পূর্বাপর
(২৩) — 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২৪) — বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৫) — ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
(২৬) — ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(২৭) — দাফনের পরে